পাগলিনী

নাটক

"প্রাণান্তেহপি প্রকৃতি বিকৃতি র্জায়তে নোত্তমানাং"

শ্রীযোগীন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায়

প্রণীত ।

PUBLISHED BY

RAM NATH MITTER.

CALCUTTA.

Bhowanipore.

THE BHOWANIPORE PRESS.

1882.

বিজ্ঞাপন।

পাগলিনী কোন পুরাবৃত্ত বিষয়ক ঘটনা বিশেষ অবলম্বন করিয়া লেখা হয় নাই। এখানি রচয়িতার কল্পনা বৃক্ষের প্রথম ফল; পাঠক বর্গের কতদূর তৃপ্তিকর হইবে বলিতে পারি না। পাগলিনীর অলঙ্কারের সুশৃঙ্খলতা নাই—বেশের পারিপাট্য নাই—বাক্যের তাদৃশ মধুরতা নাই, এ অবস্থায় গ্রন্থকার তাহাকে জন সমাজে প্রকাশ করিতে নিতান্ত অনিচ্ছুক ছিলেন; কিন্তু আমারা কতিপয় বন্ধু কেবল পাগলিনীর নৈসর্গিক সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া, ইহাকে সাধারণের দর্শন পথে উপনীত করিতে নিতান্ত অনুরোধ করায়, তিনি সাহসী হইয়া, ইহা প্রকাশ করিতে অভিমতি দিয়াছেন। এক্ষণে সহৃদয় পাঠক বা দর্শকগণের প্রতি বিনীত প্রার্থনা, যে তাঁহারা পাগলিনীকে নিতান্ত অনাদর না করিয়া, একবার সকরুণ দৃষ্টিতে মনোযোগ পূর্ব্বক আপাদ মস্তক নিরীক্ষণ করিলে গ্রন্থকার কৃতার্থ মনে করিবেন।

শ্রীরামনাথ মিত্র

প্রকাশক।

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ

চন্দ্রকান্ত	. . ..	কোকনদের রাজা।
অমরেন্দ্র	. ...	মহীশূরের রাজা।
সুরেন্দ্র	. . ..	অমরেন্দ্রের পুত্র।
ফনি ভূষণ	....	মহর্ষি মাণ্ডব্যের পালিত পুত্র।
অজিৎ	. . ..	বিজয়নগরাধিপতি বিজয়কৃষ্ণের সেনাপতি।
মন্ত্রী	. . ..	রাজা চন্দ্রকান্তের প্রধান সচিব।
মদন	.. ..	মন্ত্রীর ভৃত্য।

সেনাপতি, দূত, প্রতিহারী, পণ্ডিতগণ, প্রহরীগণ
সৈন্যগণ ইত্যাদি।

স্ত্রীগণ

মহিষী	রাজা চন্দ্রকান্তের স্ত্রী।
প্রমদা	ঐ কন্যা।
মনোরমা কুন্তলা সুষমা	প্রমদার সখিত্রয়।

পরিচারিকা

কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতেছি, যে সুহৃদ্‌বর শ্রীযুক্ত বাবু উপেন্দ্র নাথ ভট্টাচার্য্যের বিশেষ সাহায্যে, আমি এই ক্ষুদ্র নাটক খানি প্রণয়নে কৃতকার্য্য হইয়াছি।

যোগীন্।

পাগলিনী নাটক

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

(কোকনদ রাজ্য।)

(রাজা চন্দ্রকান্তের অন্তঃপুর-সমীপস্থ উদ্যান)

(ইতস্ততঃ অন্বেষণ করিতে করিতে কুন্তলার প্রবেশ।)

কুন্ত। (নেপথ্যাভিমুখে দৃষ্টি করিয়া) ও কপাল যে ফুল তু'লচেন—আর আমরা এদিকে বাগানময় ম'র্‌চি!

(সুষমার প্রবেশ।)

সুষ। কিলো, দেখা পেয়েছিস্‌?

কুন্ত। ও ভাই দেখ্‌ দেখ্‌, প্রিয়সখীর রকমখানা দেখ্‌! —আজ আমাদের না ডেকে চুপি চুপি একা এসে ফুল তু'লচেন। সর্ব্বনাশ্‌!—একেবারে যে ফুলের রাশ! কি হবে এত ফুল? ফুলের ভরে যে ন'ড়তে পা'রচেন না!

সুষ। আবার শুনিচিস্‌!—আজ ভোর বেলা উঠে স্নান

হয়েছে,—ধোয়া কাপড় পরা হয়েছে,—আবার একটা বড় ফলের সাজি এনে ফুল তোলা হ'চ্চে।

কুন্ত। এ কথা তুই কার কাছে শু'নলি?

সুষ। আমি এতক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এক জন মালির মুখে শু'নছিলেম।

কুন্ত। তবে আজ একটা কি মনন করেছেন।

সুষ। কেমন ক'রে জানব ভাই, মনের কথাত আমাদের কাছে কিছু বলেন নি।

কুন্ত। আমার বোধ হয় কি জানিস?—হয়ত সেই ঋষিকুমার—

সুষ। ওলো ঠিক্ কথা—ঠিক্ কথা!—আমি ও তাই মনে ক'রছিলেম।

কুন্ত। ও ভাই—ঐ যে এই দিকেই আসচেন দে'খ্ছি।

সুষ। চল্ তবে আমরা ঐ মোটা অশোক ফুলের গাছটার আড়ালে দাঁড়িয়ে কোথায় যান—কি করেন।

কুন্ত। তবে তুই দাঁড়িয়ে দেখ্, আমি একবার মনোরমা দিদিকে ডেকে এনে দেখাই।

(উভয়ের প্রস্থান।)

(কিয়ৎকাল পরে পুষ্প-পূর্ণ-পাত্র হস্তে প্রমদার প্রবেশ।)

প্রম। ঐ যে ওদিকে এখনও অনেক ফুল রয়েছে। কিন্তু আর তুলেই বা রাখি কিসে? সাজিত পূরে গেল, আঁচলে ও আর ধরে না, তবে তুলে কি হবে? ততক্ষণ না হয় এই বৃক্ষ মূলে ব'সে বিশ্রাম করি। (বৃক্ষমূলে পুষ্পপাত্র স্থাপন) ফুল গুলির কি চমৎকার সৌরভ! (অঞ্চলস্থ কুসুমের

ঘ্রাণ লইয়া) আ!—শরীর যেন স্নিগ্ধ হ'ল? ঐ যা, কি ক'র্‌লেম?—ফুল শুঁক্‌লে শুনিচি সে ফুলে পূজো হয় না। তবে কি হবে এত ফুল?—ফেলে দেব? (চিন্তা করিয়া) এখন ও তাঁর আ'সবার বিলম্ব আছে, ততক্ষণ ব'সে ব'সে না হয় এক ছড়া মালা গাঁথি! (উপবেশনান্তে মালা গ্রন্থনে নিযুক্তা)।

(প্রমদার অলক্ষিত ভাবে পশ্চাদ্দিক্ হইতে ফণি ভূষণের প্রবেশ।)

ফণি (স্বগতঃ) ওঃ—তাই আজ উদ্যান কুসুমহীন! এই যে রাজকুমারী স্বয়ং সমুদয় কুসুম চয়ন ক'রে, একাকিনী নির্জ্জনে ব'সে একমনে মালা গাঁ'থ্‌চেন্! আহা! যেন কুসুম রাশির মধ্যে একটী কনক পদ্ম!—যেন এই প্রমোদ কাননের অধিষ্ঠাত্রী দেবী, উদ্যান আলো ক'রে ব'সে আছেন!—যেন হিমাচল-নন্দিনী সাক্ষাৎ হৈমবতী দেবাদিদেব মহাদেবের অর্চ্চনার জন্য কুসুম রাশি চয়ন ক'রে, একাগ্র চিত্তে তাঁর উপাসনা ক'র্‌চেন! পার্ব্বতীর ন্যায় ইনিও কি ঐশ্বর্য্য ... সমু উপেক্ষা ক'রে, এই বনবাসী ভিখারীকে হৃদয়ে স্থান দান করেছেন? সহসা আমি সম্মুখে না গিয়ে, এই বৃক্ষান্তরালে দাঁড়িয়ে প্রমদার প্রেমপূর্ণ মূর্ত্তি খানি একবার নয়ন ভ'রে দেখি।

(বৃক্ষান্তরালে অবস্থিতি)

প্রম। মনোরমা কখনই মানুষ নয়—দেবতা; তা না হ'লে মনের কথা কেমন ক'রে জা'নতে পারে? কাল যখন গোলাপের কাঁটায় তাঁর পা ছড়ে গেল—দরদর ক'রে রক্ত

প'ড়তে লা'গ্‌ল, দেখে আমার ভারি দুঃখ হ'ল—চকে জল এল।

ফণি। (স্বগত) প্রমদা! সেই সামান্য কণ্টকের আঘাত দেখে তোমার চক্ষে জল এসেছিল, কিন্তু দিবানিশি আমার হৃদয়ে যে কি ভয়ানক কণ্টকের আঘাত হ'চ্চে, তার তুমি কিছুই জা'নতে পা'রচনা!

প্রম। মনোরমা ব'ল্লে "প্রমদা যদি রাজকন্যা না হ'য়ে তাপস কন্যা হ'ত, তা হ'লে প্রতিদিন তোমাকে ফুল তুলে দিত।" আমি ও মনে মনে তাই ভা'বছিলেম। আহা! প্রমদার কি এমন সৌভাগ্য হবে?

ফণি। (স্বগত) সে সৌভাগ্য তোমার না আমার?

প্রম। আমিত শুদ্ধচারিণী হয়ে আজ এই ফুল তুলে রেখেছি, যদি তিনি গ্রহণ করেন, তা হ'লে আমি প্রতিদিনই তুলে দেব।

ফণি। (স্বগত) যদি গ্রহণ করেন? প্রমদা, তোমার হার ফণিভূষণের শিরোভূষণ!—আর সেই সঙ্গে এই কনক পদ্মটী পেলে হৃদয় ভূষণ ক'রে রাখি! কি দুরাশা!—ভিক্ষোপজীবী দরিদ্রের অদৃষ্টে এমন রত্ন লাভের সম্ভাবনা কোথায়?

প্রম। (মালা নিরীক্ষণ করিয়া) ঐ যা, কি গাঁ'থ্‌তে কি গেঁথেছি? দূর হ'ক, আর গেঁথেই বা কি হবে? (চিন্তা করিয়া) গলায়?—ওমা ছি!—তাকি পারি? আমি কি পাগল হয়েছি? (দীর্ঘ-নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া) মনের আশা মনেই লয়!

রাগিণী কালাংড়া—তাল কাওয়ালী।

প্রকাশিতে লাজে মরি, যে যাতনা মনে।
গোপনে মন বেদনা, গুমরিয়ে মরি প্রাণে॥
যার লাগি নিরন্তর, দহিছে মম অন্তর,
নয়নেরি অগোচর, সে তা জানিবে কেমনে।

ফণি। (বৃক্ষান্তরাল হইতে)

যেজন সম বিয়োগী, সম প্রেমে অনুরাগী,
সর্ব্বত্যাগী তোমা লাগি, সেইত কেবল জানে।

(প্রমদার সম্মুখে আগমন।)

প্রম। (স্বগত) ওমা-ছি-ছি-ছি! আমি ক'র্‌লেম কি? উনি চুপে চুপে বৃক্ষান্তরালে এসে দাঁড়িয়ে সব শু'নচেন, আমি তা কিছুই জা'ন্‌তে পারিনি? এখন কেমন ক'রে ওঁর কাছে মুখ দেখাব? (লজ্জাবনত মুখে অবস্থিতি)

ফণি। রাজকুমারি!—বন কুসুমের সহবাসে এমন কনক-কুসুমের হৃদয়েও কি কীট প্রবেশ ক'রে হৃদয়কে ছিন্ন-ভিন্ন ক'রছে? কিন্তু জেনে শুনে গৃহমধ্যে কাল সর্প পুষে রাখা উচিত নয়, পদে পদে বিপদের আশঙ্কা!

প্রম। (অনুচ্চস্বরে) মণি লোভেই লোকে ফ—ণি—

ফণি। ফণি বিষধর ব'লে, ফণি শব্দটাও বোধ হয় বিষময়, তা না হ'লে উচ্চারণ ক'র্‌তে এত কুণ্ঠিত হবে কেন?

প্রম। (অনুচ্চস্বরে) বিষময় নয়—সুধাময়! (স্বগত)

কিন্তু সুধাময় হ'লেও আমার পক্ষে বিষময় হয়েছে! তা না হ'লে আমার মন, প্রাণ, দেহ এত অবসন্ন হয় কেন একাকিনী এঁর সম্মুখে থাক্‌তে যেন সর্ব্বশরীর কম্পিত হ'চ্চে!—সখীরা দে'খলে কি মনে ক'র্‌বে? ফুল গুলি দিয়ে আমি যাই। কিন্তু কেমন ক'রে কি বলে দেব?—উনি কি মনে ভা'ব্‌বেন? (ক্ষণকাল নিস্তব্ধের পর প্রকাশ্যে) এ ফুলে কি পূজা হ'তে পারে না?

ফণি। (সহাস্যে) এ ফুল কি রাজ-কন্যার তোলা, না তাপস কন্যার তোলা?

প্রম। (লজ্জাবনত মুখে স্বগত) তবে সকল কথাই শুনেচেন! (প্রকাশে) তাত নয়, কাল কুসুম চয়ন ক'র্‌তে, আপনার পায় কণ্টকের আঘাত লেগেছিল ব'লে, এই সকল কুসুম আপনাহ'তেই আজ উপহার দিচ্চে।

ফণি। এ কুসুমের কোমল হৃদয়ের পরিচয়। কিন্তু বামন হ'য়ে উচ্চ কণ্টকময় বৃক্ষের কুসুম চয়নের জন্য হস্ত প্রসারিত ক'রলে, পদে পদেই কণ্টকের আঘাতের সম্ভাবনা।

প্রম। অপরে তুলে দিলে, সে ফুল কি তাপসেরা গ্রহণ ক'রতে পারেন না?

ফণি। যদি বনদেবী স্বয়ং তোলেন তবে দেবতারাও আগ্রহ পূর্ব্বক সে পুষ্পাঞ্জলি গ্রহণ করেন। দূর হ'তে যথার্থই তোমাকে বনদেবী ব'লে বোধ হ'চ্ছিল, তাই এতক্ষণ অগ্রসর হ'তে সাহস হয় নি।

প্রম। এ পরিহাস আমার নূতন নয়!—আমি সর্ব্বদা উদ্যানে থা'ক্‌তে ভাল বাসি ব'লে, পিতা বলেন "বনদেবী"—

মা বলেন "বনদেবী,"—মনোরমা বলেন "বনদেবী,"—সখীরা বলে "বনদেবী,"—আবার আজ আপনি—(সলজ্জভাবে) বোধ হয় এও মনোরমার উপদেশ।

ফণি। সুবর্ণের উজ্জ্বল কান্তি সকলের মন সমান মুগ্ধ করে, তাতে আর অপরের উপদেশের প্রয়োজন কি?

প্রম। দিবাকর নিজে তেজোময়, তাঁর কিরণে সকল বস্তু উজ্জ্বল হয়, কাজেই তিনি সকল বস্তু উজ্জ্বল দেখেন। স্পর্শমণির কাছে থা'ক্‌লে লোহা ও সোণা হয়।

ফণি। তা স্বীকার করি, কেননা ঐ কুসুমহার স্বভাবতঃ যত সুন্দর না হ'ক, কিন্তু সুকোমল সুন্দর করে রয়েছে ব'লে ওর সৌন্দর্য্য শতগুণে বৃদ্ধি হয়েছে। এ অপেক্ষা আরও সুন্দর দেখায়, যদি একে এর স্বস্থানে সন্নিবেশিত করা হয়। ঐ ফুল গুলিরও নিতান্ত অভিলাষ হয়েছে, তোমার সুকোমল কণ্ঠে একটু স্থান পায়।

প্রম। ফুল ত নির্জীব, ওদের মনের কথা আপনি কেমন ক'রে জান্‌তে পা'র্‌লেন?—আর ওদের অভিলাষ পূরণে আপনিই বা এত ব্যস্ত কেন?

ফণি। সে কি রাজকুমারি! যারা আমার সুখের সুখী—দুঃখের দুঃখী, যারা আমার পায় কণ্টকের আঘাত লা'গ্‌তে দেখে আপনা হ'তেই উপহার দিতে প্রস্তুত হ'য়ে আছে, তাদের আক্ষেপ কি সহ্য করা যায়?

প্রম। কি ব'লে আক্ষেপ ক'র্‌চে?

ফণি। ব'লছে "রাজকুমারীর মন অতি কঠিন ওঁর হৃদয়ে একটু স্থান পাবার জন্যে আমরা কত যন্ত্রণা ভোগ ক'র্‌-

লেম!—উনি আমাদের আশ্রয় বৃন্তচ্যুত ক'র্লেন,—সূচিকা দ্বারা আমাদের হৃদয় বিদ্ধ ক'র্লেন,—এক সূত্রে সকলকে বদ্ধ ক'র্লেন; 'এত কষ্ট দিয়েও শেষ কিনা আমাদের সকল আশায় নৈরাশ? তা প্রমদা আমার অনুরোধ, এদের প্রতি সদয় হ'য়ে তোমার সুকোমল কণ্ঠদেশে একটু স্থান দান কর। যদি বিশেষ আপত্তি না থাকে, তবে আমিই না হয় প'রিয়ে দিই। (মালা গ্রহণ পূর্ব্বক পরাইতে উদ্যত)

প্রম। (ফনির হস্ত ধারণ পূর্ব্বক) ক্ষমাকরুন—(অনুচ্চ-স্বরে) যদি বিধাতা দিন—(নিস্তব্ধ)

ফণি। ভাল ভবিষ্যতের আশা দেখিয়ে যেন আমারে নিরস্ত ক'র্লে; কিন্তু এই ক্ষণ স্থায়ী কুসুম-হারের ত সে আশা নেই, ক্ষণ কাল পরেই মলিন হবে!

প্রম। যদি আপনি কুসুম হারের এতই পক্ষপাতী, তবে আমায় দিন্ আমি প'র্চি।

ফণি। আমার হস্ত কি এতে অতুল আনন্দ ভোগ [illegible]না?

প্রম। সখীরা হয়ত আমার অনুসন্ধান ক'র্চে, এখনি এসে উপস্থিত হবে।

ফণি। (চতুর্দ্দিক নিরীক্ষণ করিয়া) কেউ কোথাও ত নেই, (প্রমদার গলদেশে মাল্য প্রদান, প্রমদার সলজ্জ ভাবে অবস্থিতি) দেখ দিকি কেমন মানালো! হায়!—মনোরমা এমন সময় এখানে নেই, এ রূপরাশি আর কারে দেখাই?—এ সৌন্দর্য্য যে আমার নয়নে ধরে না!

প্রম। ভাল দেখাচ্ছেনা ব'লে আপনি পরিহাস ক'র্‌চেন, আমি খুলে ফেলি। (মালা খুলিয়া দূরে নিক্ষেপ করিতে যাওয়ায় ফণির গলদেশে পতন)

ফণি। (সহাস্যে) হে তরুলতাগণ! তোমারা সকলে সাক্ষী—

প্রম। (রসনায় জিহ্বা দংশন পূর্ব্বক লজ্জায় অধোবদন)

নেপথ্যে। আমিও সাক্ষী। (উলূধ্বনি)

প্রম। (স্বগত) সখীরা পর্য্যন্ত অন্তরাল থেকে সব দে'খলে, আজ আর লজ্জায় কা'রও কাছে মুখ দেখাতে পা'রব না, এই বেলা পালাই। (গমনোদ্যতা)

(কুসুম-হার-হস্তে সুষমার প্রবেশ)

সুষ। দুজনের গলায় দুছড়া না থা'ক্‌লে কি শোভা হয়? (প্রমদার গলায় মাল্য প্রদান)

রাগিণী খাম্বাজ—তাল কাওয়ালী।

তাপসেরি বামে ব'স লো রূপসি।
মুখে লাজ কেন, যদি হৃদয় পিপাসী? (সখি)
কানন-পাদপে আহা! কনকেরি লতা,
কেমনে না জানি, সখি, হয়লো জড়িতা,
দেখিলো, দেখিলো, দেখিলো সই;
রাজ ভূষণ ত্যজি এবে সাজলো তাপসী। (সখি)

ফণি। কেন আপনি ওঁকে লজ্জা দিচ্চেন? উনি কি ইচ্ছা পূর্ব্বক আমার গলায় মালা দিয়েছেন?—ফেলে দিতে দৈবাৎ প'ড়ে গেছে।

সুষ। প্রিয়সখীর প্রতি আজ দৈবই অনুকুল হয়েছেন। প্রিয় সখি!—এখন তবে এ সব বসন, ভূষণ, অঙ্গ রাগ দূর ক'রে দেও; গেরুয়া বসন পর—রুদ্রাক্ষের মালা গলায় দেও—আর ছাই ভস্ম মেখে তাপসী সাজ; তা না হলেত তাপসের বামে মানাবেন!

প্রম। সুষমা, তোর্ পায়ে পড়ি ভাই, আমায় ছেড়ে দে, ওই দেখ্ মনোরমা আ'স্চে।

(মনোরমার প্রবেশ)

মনো। (সহাস্যে) কি হ'চ্চে সব?

সুষ। এই যে পুরুত ঠাক্রুণ এয়েছেন, ওগো তবে এই বেলা ছুট মন্তর প'ড়ে দাও।

মনো। আমর্ হতভাগি!—আমার সঙ্গে ও তোর পরিহাস?

সুষ। পরিহাস?—এতক্ষণ কত কাণ্ড হ'য়ে গেল কিছুই তো দে'খ্তে পেলেনা।

মনো। (স্বগত) সুষমা ভেবেছে আমি কিছুই দে'খ্তে পাইনি, কিন্তু আমি অন্তরালে দাঁড়িয়ে সব দেখেছি—সব শুনেছি! এতদিনে আমার আশা পূর্ণ হ'ল! এই জন্যেই আমি ফণিকে এখানে নিয়ে এসে, প্রমদার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিই। (প্রকাশ্যে) ফণি কতক্ষণ এসেছ?

ফণি। অনেকক্ষণ। তোমার আজ্ আ'স্তে বিলম্ব হ'ল কেন?

মনো। বিশেষ একটু কাজে ব্যস্ত ছিলেম। (সহাস্যে) আজ প্রমদা নাকি তোমার জন্যে ফুল তুলে রেখেছেন

সুষ। সুধু ফুল?—ফুল—ফুলের মালা,—ওই দেখ স্বহস্তে গলায় পর্য্যন্ত পরিয়ে দিয়েছেন।

প্রম। (করদ্বারা সুষমার মুখাচ্ছাদন করিয়া) দেখ দিকি ভাই, ও সেই পর্য্যন্ত আমায় জ্বালাতন ক'রুচে, ও যা ব'ল্‌বে সব মিথ্যে।

সুষ। মিথ্যে কি সত্যি, এখনও ত গলায় রয়েছে। এখন কেবল গাঁট্‌ছড়া বেঁধে মন্তর কটা পড়ান বাকি।

প্রম। তুই এখান থেকে দূর হ।

সুষ। আমরা গেলেইত বাঁচ! আজ আমরা সঙ্গে ছিলেম না ব'লে মনের সাধ মিটিয়ে নিয়েছ।

প্রম। আমি এখান থেকে চ'লে যাই।

সুষ। (সহাস্যে) যাওনা কেন, কে তোমায় ধ'রে রেখেছে।

(শশব্যস্তে কুন্তলার প্রবেশ)

মনো। কুন্তলা! কেন্‌লা এত ব্যস্ত হ'য়ে এসেছিস্‌?

কুন্ত। ও ভাই, সুরেন্দ্র এসেছে, সে প্রিয়সখীর সঙ্গে দেখা ক'র্‌বার জন্যে চারিদিকে খুঁজে বেড়াচ্চে। বোধ এখানেও আ'স্‌তে পারে। (ফণি ও প্রমদার দিকে দৃষ্টি করিয়া) এই যে দে'খ্‌চি দুজনের গলায়ই মালা, দিব্যি মানিয়েছে! হাতে সুতো কৈ?

প্রম। আ মরণ! হ্যাঁলা সত্যি কি সুরেন্‌ এসেছে?

কুন্ত। আমি কি মিথ্যে ব'ল্‌চি?

মনো। হ্যাঁ এসেছে বটে, আমিও দেখে এসেছি। তবে আর আমাদের এখানে থাকা উচিত নয়। ফণি, এখন তবে তুমি এস, সন্ধ্যার সময় আবার দেখা হবে।

ফণি। তবে আমি চ'ল্লেম। (পশ্চাৎদিকে চাহিতে চাহিতে প্রস্থান)

প্রম। (মনোরমার প্রতি) ফুল প'ড়ে রইল যে!

মনো। হাঁ হাঁ—ভাল কথা! ফণি দাঁড়াও, ফুল নিয়ে যাও! (প্রমদার প্রতি) যাও তুমি দিয়ে এস।

প্রম। আমি পা'রব না তুমি দিয়ে এস।

মনো। আমি ত এখনও স্নান করিনি। তুমিই দিয়ে এসনা, তাতে দোষ কি?

প্রম। তবে আমার সঙ্গে এস।

সুষ। এত ভয়?—আর এতক্ষণ কেমন ক'রে দুটীতে মুখো মুখী হ'য়ে বসেছিলে?

প্রম। তুই পোড়ারমুখি দূর্ হ'য়ে যা।

মনো। থাক্, চল আমরা সকলেই যাই।

(সকলের প্রস্থান)

(ক্ষণকাল পরে সুরেন্দ্রের প্রবেশ)

সুরে। (ইতস্ততঃ নিরীক্ষণ করিয়া) এ কেমন হ'ল? কৈ?—কেউইত এখানে নেই! তবে কি সমস্তই ভ্রান্তি?—এত ভ্রান্তি হবে? আমার স্পষ্টই বোধ হ'ল একজন নবীন সন্ন্যাসীকে বেষ্ঠন ক'রে প্রমদা, মনোরমা, আর একজন কে, হাস্য কৌতুক ক'র্‌চে! এই যে দেখ্‌ছি, এখানে রাশীকৃত ফুল—ফুলের মালা ছড়ান রয়েছে; নিশ্চয়ই তাই! তবে কি প্রমদা বিশ্বাস-ঘাতিনী?—স্বেচ্ছাচারিণী? এ কথা চিন্তা ক'র্‌তেও যে হৃদ্‌কম্প হ'চ্চে! উঃ—প্রমদা ব্যভিচারিণী? তাই বা কেমন করে বিশ্বাস করি?—প্রমদা অতুল রূপ-গুণ-

শালিনী রাজ-কন্যা,—সরলতার প্রতিমূর্ত্তি; সে কি একজন জটা-চীর-ধারী সন্ন্যাসীর প্রণয়ে আবদ্ধ হবে? উদ্যান লতা কি বনতরু আশ্রয় ক'র্‌বে? অথবা প্রণয়ীরা অন্ধ! স্ত্রীলোকের অসাধ্য কার্য্যই নেই। আরও আমার প্রত্যয় হ'চ্চে মনোরমার আচরণে। সে আমাকে কোন মতে উদ্যানে আ'স্‌তে দিচ্ছিলনা। ছলে, কলে, বাক্‌কৌশলে আমাকে প্রমদার ঘরে বসিয়ে রেখে, আপনি ডা'ক্‌তে এল। বোধহয় মনোরমা হ'তেই এ সব ঘটেছে। মনোরমা মায়াবিনী, ডাকিনী! যাই হ'ক্, ঘোর সন্দেহে পতিত হলেম! যতক্ষণ না 'এর প্রকৃত ঘটনা জা'ন্‌তে পা'র্‌চি, ততক্ষণ আমার মন কিছুতেই স্থির হ'চ্চে না! যদি প্রকৃত হয়, এই অসিতে প্রমদা আর মনোরমার মস্তকচ্ছেদন ক'র্‌ব; এতে যদি চন্দ্রকান্তের সঙ্গে চির শত্রুতা ঘটে, তাও স্বীকার! যাই হ'ক্, এখনি গিয়ে সমস্ত তদন্ত ক'র্‌চি! (প্রস্থান)

(ইতি প্রথম গর্ভাঙ্ক)

প্রথম অঙ্ক।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

(রাজা চন্দ্রকান্তের অন্তঃপুরস্থ একটী গৃহ)

(প্রমদা ও মনোরমা আসীনা)

প্রম। সে যা হ'ক, মনোরমা! এমন ক'রেই বা আর কত দিন কাটাই? কোন দিন দেখা হ'ল, কোন দিন বা হ'ল না; তায় আবার কত আশঙ্কা—কত বিপদ! এই মনে কর, আজ সকালে যখন আমরা ফণিকে নিয়ে উদ্যান মধ্যে আমোদ আহ্লাদ ক'র্‌ছিলেম, যদি সেই সময় সুরেন সেই খানে উপস্থিত হ'ত, ভাব দেখি তখন কি কাণ্ডই ঘ'ট্‌ত? যে রকম লোক তা'ত জান? আমার আবার এম্‌নি হয়েছে, যে তিলেকের জন্যেও ফণিকে নয়নের অন্তর ক'র্‌তে ইচ্ছে হয় না।

মনো। (সহাস্যে) নতুন নতুন এমনিই হয় বটে।

প্রম। মনোরমা, তুমি ভাই পরিহাস ক'র্‌চ, কিন্তু আমার মন যে কিরূপ অস্থির হয়েছে, তা দেখাবার হ'লে দেখাতেম্।

মনো। তার জন্যে আর ভাবনা কি? আর কিছু দিন অপেক্ষা কর, তোমার ফণিভূষণেকে তোমার হৃদয়-ভূষণ ক'রে দেব!

(কুন্তলার প্রবেশ)

কুন্ত। (স্বীয় চিবুকে অঙ্গুলি দিয়া) ও দশা! আমি এতক্ষণ এখানে সেখানে, এঘর সেঘর, উপর নীচে সকল জায়গায় খুঁজে বেড়াচ্চি, আর তুমি কি না এইখানে মনোরমার সঙ্গে মুখোমুখী হ'য়ে, মহাভারত আওড়াচ্চ?

মনো। কি কুন্তলা, কি ব'ল্‌চিস্‌ লা?—প্রমদাকে এত খোঁজ পড়েছে কেন?—কোন কথা আছে নাকি?

কুন্ত। যেমন তেমন কথা নয়,—মনের মত কথা! গা ভরা অলঙ্কার চাই, ভাল সাড়ি চাই! আগে প্রিয় সখিকে এই সব বার ক'র্‌তে বল, তবে ব'ল্‌ব।

মনো। আচ্ছা অদ্দেক রাজ্য আর এক রাজ-কন্যা পাবি।

কুন্ত। রাজ-কন্যা নিয়ে কি ক'র্‌ব?

মনো। না হয় রাজ পুত্তুর পাবি। এখন কি ব'ল্‌তে এয়েছিস্‌ তাই বল্‌।

কুন্ত। ফুল ফুটেছে।

প্রম। হ্যাঁলা কি ফুল?—আমার মাধবীলতার?

কুন্ত। মাধবীলতার নয়, কনক-লতার।

প্রম। কুন্তলা আমার মাথা খাস্‌, রঙ্গ ছেড়ে পষ্ট ক'রে বল্‌ কি হয়েছে।

কুন্ত। তোমার বিয়ের ফুল ফুটেছে।

প্রম। আ মরণ!—মুখে আগুণ তোমার!

কুন্ত। কাজেই,—সুসমাচার দিলেম কি না! বেশ পুরস্কার পেয়েছি।

প্রম। তোর যেমনি সমাচার—তেমনি পুরস্কার।

কুন্ত। তবে কি আমি মিথ্যে কথা ব'ল্লেম?

মনো। কুন্তলা, এখন তামাসা ছেড়ে দিয়ে, সত্য ক'রে বল্ দিকি কি হয়েছে?

কুন্ত। কথা আর কি; সুরেনের সঙ্গে প্রমদার বিয়ে।

মনো। সুরেনের সঙ্গে?—দূর্, এ মিথ্যে কথা!

কুন্ত। বেশ্, আমি এই মাত্র শুনে আস্চি।

মনো। কোথায় শু'ন্লি?

কুন্ত। কেন, মহারাজ ও মহিষী পরামর্শ ক'র্ছিলেন; সব স্থির হয়েছে, শীগ্গীরই এ বিয়ে হবে।

মনো। ওমা!—সেকিলো?—তাঁরা কি আর পাত্র খুঁজে পেলেন না? না ভাই, আমার এ কথা বিশ্বাস হয় না!

কুন্ত। আমার কথায় বিশ্বাস না হয়, রাণীর পরিচারিকাকে জিজ্ঞাসা কর, সেও সেই খানে ছিল।

মনো। বলিস্ কি লো?—মহারাজ, সুরেন্কে কন্যাদান ক'র্বেন? তার চেয়ে প্রমদার হাত পা বেঁধে কেন জলে ফেলে দিন্ না!

কুন্ত। তাঁরা বলেন, "সুরেন্ রূপে, গুণে, কুলে, শীলে, সকল বিষয়েই শ্রেষ্ঠ। বিশেষ আমাদের পরম সুহৃদ্ রাজা অমরেন্দ্রের পুত্র। তা এমন পাত্র থা'ক্তে কোথায় আবার অন্য পাত্রের সন্ধান ক'র্ব?"

প্রম। মনোরমা, আমি মনে মনে যে আশঙ্কা ক'র্তেম তাই ঘ'ট্ল? মধ্যে মধ্যে পিতা ওই কথা ব'ল্তেন বটে, কিন্তু তখন আমি প'রিহাস ভা'ব্তেম।

মনো। কি আশ্চর্য্য! সুরেনের গুণাগুণ জা'ন্তে জগতে আর কা'রও বাকী নাই, কিন্তু মহারাজ ও মহিষী

তাকে যে কি সোণার চক্ষে দেখেছেন, তা ব'ল্‌তে পারিনে।

প্রম। সখি, আমার আশা ভরসা বুঝি এককালে সকল ফুরাল!—তোমার প্রমাদর জীবনেরও এই শেষ হ'ল! তুমি এমন মনে ক'রনা, যে প্রাণ থা'ক্‌তে আমি সুরেন্‌কে পতিত্বে বরণ ক'র্‌ব! আর সুধু সুরেন্‌ ব'লে কেন, তুমিত ভাই জান, আর ওই কুন্তলাও কি জানে না,—আমি চন্দ্র সূর্য্য সাক্ষী ক'রে প্রতিজ্ঞা করেছি, ফণি ভিন্ন অন্য পুরুষের মুখাবলোকন ক'র্‌ব না? তা ভাই ফণিকে যদি না পাই, এ প্রাণও আর রা'খ্‌ব না!

মনো। বালাই! ও কথা কি ব'ল্‌তে আছে?

প্রম। না সখি, তুমিই কেন ভেবে দেখনা, যখন পিতা মাতা বিপক্ষ হ'য়ে এই শত্রুতা সা'ধ্‌তে উদ্যত হ'লেন, তখন এ জীবনে আর প্রয়োজন কি? আমি যেরূপে পারি এ জীবন ত্যাগ ক'র্‌ব! (রোদন)

মনো। (অঞ্চল দ্বারা প্রমদার চক্ষের জল মুছাইয়া) প্রমদা, আমার মাথা খাও, চুপকর। ছি!—অমন ক'রে কি কাঁদ্‌তে আছে?—ভয় কি? যতক্ষণ মনোরমার দেহে প্রাণ আছে, ততক্ষণ তোমার কোন চিন্তা নাই।

(সুরেন্দ্রের প্রবেশ)

সুরে। একি?—প্রমদা, তুমি কাঁ'দ্‌চ কেন? হ্যাঁ মনোরমে, প্রমদার হয়েছে কি?

মনো। (সহাস্যে) হয়েছে কি শু'ন্‌বেন? আপনার সঙ্গে প্রমদার বিবাহের সম্বন্ধ স্থির হয়েছে শুনে, কুন্তলা,

সুষমা, এরা সকলে প্রমদাকে পরিহাস ক’রে ব’লেছে, “যে আগে রাজকুমারকে তুমি জেষ্ঠ সহোদরের ন্যায় জ্ঞান ক’র্‌তে, এখন আবার কেমন ক’রে তাঁর গলায় মালা দেবে ? ” হাজার হ’ক্‌, প্রমদা ছেলে মানুষ কি না, ওদের এই পরিহাসে অত্যন্ত লজ্জিত হ’য়ে সেই পর্য্যন্ত কাঁদ্‌চে, বলে “এ মুখও আর দেখাবনা,—এ প্রাণও আর রা’খ্‌বনা !” (কিঞ্চিৎকাল নিস্তব্ধের পর) কিন্তু যথার্থ কথা ব’ল্‌তে কি, এরকম লজ্জা হ’তে ও পারে ! (সহাস্যে) ভাল রাজকুমার, আপনিই বা কেমন ক’রে এ বিবাহে সম্মত হয়েছেন ?

সুরে। আমি সম্মত হয়েছি কে ব’ল্লে ? আর যদিই হ’য়ে থাকি, তাতেই বা দোষ কি ?—এ রকম বিবাহ কি হয় না ? এরূপ ঘটনাত সহস্র সহস্র ঘটেছে। অর্জ্জুন কি করেছিলেন ?—সুভদ্রা যে তাঁর মাতুলের কন্যা ! মানুষের কথা ছেড়ে যদি দেবতার মধ্যে দেখ, তা হ’লে এ অপেক্ষাও কত অদ্ভুত অদ্ভুত ঘটনা দে’খ্‌তে পাবে।

মনো। সে কথা ছেড়ে দিন্‌, দেবতার সঙ্গে কি মানুষের তুলনা ?—কথায় বলে, “দেবতার ব্যালা, লীলা খেলা।”

সুরে। যাই হ’ক্‌, প্রমদার সঙ্গে আমার এমন কোন বিশেষ সম্পর্ক নাই, যাতে এ সম্বন্ধে বাঁধে। ভাল মনোরমে, তুমি সত্য ক’রে বল দিকি, এই কি প্রমদার রোদনের কারণ ?—না ভিতরে আরও কোন কথা আছে ?

মনো। আর কি থা’ক্‌বে ? তবে—না—আর ত কিছুই দে’খ্‌তে পাইনে।

সুরে। আছে—আছে বৈকি!—গোপনের প্রয়োজন কি?—মনের কথা স্পষ্ট বলাই ভাল।

মনো। মনের কথা?—সে আবার কি?

সুরে। মনোরমে! হাজার বুদ্ধিমতীই হও—তথাপি তোমরা স্ত্রীলোক! তোমাদের ভাব ভঙ্গী দেখে বোধ হ'চ্চে যেন তোমরা কি গোপন ক'র্‌চ!—আর যা গোপন ক'র্‌চ, তাকি আমি বু'ঝ্‌তে পা'র্‌চিনা?—বলনা কেন, প্রমদা গোপনে আপনার মনের মত অপর কোন ব্যক্তির প্রণয়ে বদ্ধ হয়েছে!

মনো। না রাজকুমার, এমন কথা ব'ল্‌বেন না! আপনার মত সর্ব্ব-গুণ-সম্পন্ন পতিলাভ করা, প্রমদার সামান্য সৌভাগ্যের বিষয় নয়। কিন্তু প্রমদা বাল্যাবধি আপনাকে সহোদরের ন্যায় জ্ঞান ক'রে আ'স্‌চে, একদিনের জন্যেও ভাবেনি আপনার সঙ্গে ওর বিবাহ হবে।

সুরে। পূর্ব্বে ভাবে নাই, এখন ভা'ব্‌তেই বা দোষ কি?

প্রম। (স্বগত) লজ্জার মাথা খেয়ে ব'ল্‌তে হ'ল, এখন আর কোন উপায় দে'খ্‌চিনে (প্রকাশে) দাদা! তোমার পায়ে পড়ি আর ও কথা মুখে এন না! ছি!—তা হ'লে লোকালয়ে আমি মুখ দেখাব কি ক'রে? ওমা, কি লজ্জা!—লোকে শুন্‌লে কি ব'ল্‌বে? তা হ'লে নিশ্চয়ই আমি আত্মহত্যা ক'রব! এতো জান পোড়া লজ্জাই মেয়ে মানুষের যত অনর্থের মূল?

সুরে। হা! হা! হা! প্রমদা, লজ্জা নয়—লজ্জা নয়,

গুপ্ত প্রণয়ই সকল অনর্থের মূল! যে সন্দেহকে মনে স্থান দিবনা ভেবেছিলেম, এখন দে'খ্‌চি সেইটীই প্রবল হ'ল; যেটা ভ্রম ব'লে বোধ হয়েছিল, সেটা ভ্রম নয়—প্রকৃত ঘটনা! ধন্য!—তোমাদের বুদ্ধিকে ধন্য!—চতুরতাকে ধন্য!—বাক্‌-কৌশলকে ধন্য! তোমাদের অসাধ্য কিছুই নাই! তোমাদের ন্যায় মুখে মধু—হৃদে বিষ, এমন আর কোন জাতের নাই!

প্রম। তুমি কি জন্যে আমাদের অনর্থক এত গঞ্জনা দিচ্চ?—আমাদের কি দোষ দেখেছ?

স্থরে। আমি সব দেখেছি,—সব জেনেছি,—সব বুঝেছি! বল দিকি, আজ প্রাতঃকালে তোমাদের প্রমোদ-কাননের পশ্চিম দিকে যে গোলাপ কুঞ্জ আছে, তার মধ্যে তুমি আর মনোরমা, তোমাদের দুজনকে তো আমি স্পষ্ট চিনেছি; আর কুন্তলাই হ'ক্‌, কি সুষমাই হ'ক্‌, এই কজন সেখানে বসেছিলে কিনা?

প্রম। হ্যাঁ, ছিলেম; আমরা এই কজনে ফুল নিয়ে আমোদ আহ্লাদ ক'র্‌ছিলেম।

স্থরে। রও,—সুধু এই কজন নয়,—সুধু ফুল নিয়ে আমোদ আহ্লাদ নয়!—আরও যেন কিছু বেশী দেখেছি!—যেন তোমাদের মধ্যস্থলে একজন নবীন সন্যাসী, তোমাদের সঙ্গে হাস্য পরিহাস ক'র্‌ছিল!

মনো। (সবিস্ময়ে) ওমা, সে আবার কি?—আপনি কি ব'ল্‌চেন?—এ কথাত আমরা স্বপ্নেও জানিনে!

স্থরে। হা!—হা!—হা! আর গোপন চলেনা! এ

শোনা কথা নয়,—স্বচক্ষে দেখা! প্রমদাকে ডেকে আনি ব'লে, আমাকে বসিয়ে রেখে, তুমিও গিয়ে আমোদে মেতে ছিলে! আমি প্রমদার গৃহের পশ্চাৎ ভাগের গবাক্ষ দ্বার দিয়ে, এই ঘটনা স্পষ্ট দে'খ্‌তে পেলেম। কিন্তু তখন আমার ভ্রম ব'লে বোধ হ'ল। তারপর এই সন্দেহ ভঞ্জনের জন্যে সেই গোলাপ কুঞ্জে গমন ক'র্‌লেম, যদিও তোমাদের কাকেও সেখানে দে'খ্‌তে পেলেম না, কিন্তু সেই স্থানে রাশি রাশি ফুল, ফুলের মালা, আরও নানাবিধ অঙ্গরাগ চতুর্দ্দিকে ছড়ান ছিল। নিশ্চয়ই নির্জ্জনে চিত্তচোরকে ল'য়ে আমোদ প্রমোদ হ'চ্ছিল! হঠাৎ আমাকে গমন ক'র্‌তে দেখেই পলায়ন করেছিলে!—কেমন এই না?

মনো। (স্বগত) সর্ব্বনাশ! তবে সবই দেখেছে?—সবই জেনেছে? এখন গোপনের ত আর কোন উপায় দেখিনে! কিন্তু তা ব'লে স্বীকার করা হবে না—"যতক্ষণ শ্বাস, ততক্ষণ আশ।" (প্রকাশে সহাস্যে) ও ঠিক্ কথা! রাজকুমার! আপনার দেখার কোন ভুল হয় নাই। হয়েছে কি তবে বলি শুনুন,—প্রমদা আর সুষমা, কৌতুক ক'রে কুন্তলাকে পুরুষ সাজিয়ে, তারই গলায় মালা দিয়ে, নানা রকম রঙ্গ ভঙ্গ ক'র্‌ছিল। আপনি দূরে থেকে দেখেছেন কিনা, তাই ঠিক্ অনুমান ক'র্‌তে পারেন নি, কুন্তলাকেই আপনি যথার্থ পুরুষ ভেবেছেন।

সুরে। (ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া) ওঃ মনোরমে! ধন্য বলি তোমাকে! যে চাতুর্য্যের জন্য স্ত্রীলোকেরা জগদ্বিখ্যাত,

সেই চাতুর্য্যে তুমি বিশেষ পণ্ডিতা!—আবার বলি ধন্য!—সহস্রবার বলি ধন্য! এই সময় হঠাৎ একটা কথা আমার মনে না হ'লেত তুমি অনায়াসেই আমাকে ভুলিয়েছিলে? তুমি আপন মুখেই ব্যক্ত ক'ল্লে, যে কুন্তলাকে পুরুষ সাজিয়ে রঙ্গ রস ক'র্‌ছিলে, কিন্তু আমি যখন প্রমদাকে অন্বেষণ ক'র্‌তে ওর গৃহে প্রবেশ করি, সেই গৃহের দ্বার দেশেই কুন্তলার সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়; এ কথা আমার স্মরণ ছিল না, এখন হঠাৎ আমার মনে প'ড়্‌ল। আমি গৃহের মধ্যে প্রবেশ ক'র্‌তে না ক'র্‌তেই কি কুন্তলা প্রমোদ কাননে গিয়ে, গোলাপ কুঞ্জের পুরুষ সা'জ্‌লে? উঃ—কি প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব! মনে করেছ পাপ ক'রে গোপন ক'র্‌বে?—কেউ দে'খ্‌তে পাবে না? জান না, যে ধর্ম্ম সমস্ত দে'খ্‌ছেন,—আর সকল লোককে দেখাচ্ছেন? প্রমদা ধিক্ তোমাকে! এই ধর্ম্ম-বিগর্হিত পথে গমন ক'র্‌তে কিছু মাত্র ভয় হ'লোনা?

প্রম। (ঈষৎ রুষ্টভাবে) কেন তুমি আমায় বারবার ধিক্কার দিচ্চ?—আমি তোমার কি অনিষ্ট করেছি? আপনার অভিলষিত কার্য্য সাধনে সকলেরই অধিকার আছে। আর তুমি কি ব'লে আমাকে ধর্ম্ম-ভয় দেখাও?—ধর্ম্মের সঙ্গে তোমার সম্পর্ক কি? তুমি নিজে যত ধার্ম্মিক, জগতে জা'ন্‌তে আর কা'রও বাকি নাই! তুমি মহাপাপী ব'লেই আমি তোমাকে বিবাহ ক'র্‌তে অসম্মত!

সুরে। ব্যভিচারিণি! আমার পরম সৌভাগ্য যে বিবাহের পূর্ব্বে আমি সমস্ত জা'ন্‌তে পা'ল্লেম!

প্রম। সুরেন্দ্র, আমি সব সহ্য করেছি, কিন্তু " ব্যভিচারিণী " এ কথা কখনই সহ্য ক'রব না।

মনো। প্রমদা, ক্ষান্ত হও!—আমার মাথা খাও, ক্ষান্ত হও!

সুরে। ব্যভিচারিণী নয়তো কি? পুনরায় ব'ল্‌চি ব্যভিচারিণী!—যে সেচ্ছাচারিণী সেই ব্যভিচারিণী!—যে পিতা মাতার ভয় রা'খ্‌লে না,—বন্ধু বান্ধবের পারমর্শ নিলেনা,—আত্মীয় স্বজনের অপেক্ষা ক'র্‌লে না,—যে কুল, মান, লজ্জা, ভয় সমস্ত বিসর্জ্জন দিয়ে কুমারীঅবস্থায় পর পুরুষের অঙ্কশায়িনী হ'ল, লোকে তাকে " কুল-কলঙ্কিনী ব্যভিচারিণী " ভিন্ন আর কি ব'ল্‌বে?

প্রম। আমার সম্মুখ হ'তে এখনি চলে যাও! তুমি আমার শাসন কর্ত্তা নও! আমার কাজ ভাল হ'ক্‌, মন্দ হ'ক্‌, সে বিচারে তোমার অধিকার কি? আমি তোমার তিরস্কার অনেক সহ্য করেছি, আর ক'র্‌বনা! আমি তোমার মুখ দে'খ্‌তে চাইনে!—তুমি এখনি আমার সম্মুখ হ'তে দূর হও।

সুরে। আমিও এমন পাপীয়সীর মুখাবলোকন ক'র্‌তে চাইনে! অমি আজ হ'তে তোর চিরশত্রু হলেম!

(বেগে প্রস্থান)

মনো। প্রমদা সর্ব্বনাশ ক'র্‌লে? সুরেন্দ্রকে অমন ক'রে রাগিয়ে দেওয়া ভাল হ'লনা! ও যে রকম ভয়ানক লোক, এখনই হয় ত কি এক কাণ্ড বাদিয়ে ব'স্‌বে। যদি মহারাজের কাছেই এই সকল গোপ-

নীয় কথা প্রকাশ করে, তবে ভাব দিকি কি সর্ব্বনাশ ঘ'ট বে ?

প্রম। তাতে আর এত ভয় কি ?—আর তো কেউ এ সব দেখেওনি—শোনেওনি। স্থরেন্দ্র যদি বলে, আমরা ব'ল্‌ব মিছি মিছি ব'ল্‌চে।

মনো। প্রমদা, তুমি বুঝ্‌'ছনা, এ কাজ্‌টা ভাল হ'লনা। মহারাজকে বল্লে, অনায়াসেই তাঁর বিশ্বাস হ'তে পারে। তা চল কা'রও সাক্ষাতে না প্রকাশ ক'র্‌তে ক'র্‌তে, আমরা তাকে দু'ট মিষ্টি কাথ ব'লে নিবারণ করিগে!

প্রম। পোড়া কপাল! আমি আবার ওর সঙ্গে কথা কব ?

মনো। তোমার কিছুই ব'ল্‌তে হবেনা, কিছুই ক'র্‌তে হবেনা, আমিই তাকে বুঝিয়ে ব'ল্‌ব। বু'ঝ্‌চনা, এ কথাটা প্রচার হ'লে মহা বিপদ ? তোমার কি বল ?—তোমায় না হয় একটু তিরস্কার ক'র্‌বেন, কিন্তু শির যেতে যাবে আমাদের আর ফণির।

প্রম। ইচ্ছে হয় তুমি যাও, আমি প্রাণ থা'ক্‌তে তার খোসামোদ ক'র্‌তে পা'র্‌বনা। (এক দিক্‌ দিয়া সকলের প্রস্থান)

(অপর দিক্‌ দিয়া স্থরেন্দ্রের প্রবেশ)

স্থরে। হা!—হা!—হা! দু'ট মিষ্টি কথায় মনোরমা আমাকে ভুলাতে চায় ?—কি চতুরা! এতক্ষণের পর সে পাপিষ্ঠের নাম জা'ন্‌তে পা'রলেম। কি ভাল ?—"ফণি!" কৈ এ নামতো আর কখন শুনিনি! লোকটাই বা কে ?

যেই হ'ক্, এখনি গিয়ে মনোরমার চাতুরী,—প্রমদার স্বেচ্ছাচার,—আর সেই নরাধমের প্রণয়-পাদপের মূলোচ্ছেদ ক'র্‌ব! দেখি কে রক্ষা করে। (প্রস্থান)

(ইতি প্রথমাঙ্ক)

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

(রাজা চন্দ্রকান্তের অন্তঃপুর)

(রাজমহিষী ও একজন পরিচারিকা উপস্থিত)

পরি। বড় মা, আমাদের প্রমদার বিয়ে সত্যি সত্যিই কি সুরেনের সঙ্গে হ'ল?

মহি। কাজেই, মহারাজের নিতান্ত ইচ্ছা হয়েছে, যে এই বিবাহ দিয়ে, রাজা অমরেন্দ্রের সঙ্গে তাঁদের পূর্ব্বের বন্ধুত্ব আরও দৃঢ়তর করেন। যাই হ'ক্, যদিও এ সম্বন্ধ স্থির হয়েছে বটে, কিন্তু ভবিতব্যের কথা বলা যায় না; জন্ম, মৃত্যু, বিবাহ কেউ কি স্থির ক'রে ব'ল্‌তে পারে বাছা?

পরি। ভাল, বড় মা, আমাদের প্রমদার ত সুরেনকে বিয়ে ক'র্‌তে মন আছে?

মহি। তা কেমন ক'রে জান্‌ব মা?—আমি হলেম মা, সে হ'ল মেয়ে; যদি তার মনে কিছু থাকে, তাকি আমার কাছে মুখ ফুটে ব'ল্‌তে পারে? তা মা তুই ভাল কথা

মনে করেছিস্, আমার সাতটী নয়—পাঁচটী নয়, ওই একটী মেয়ে, একটী জামাই হবে; তা যদি জামাইটী মেয়ের মনের মত না হয়, সে দুঃখ আর রা'খ্‌বার ঠাঁই থা'ক্‌বেনা! তা বাছা ছুতোয় নাতায় তার মনের কথাটী জানিস্ দিকি!

পরি। দ্যাখ মা, যদিও আমি প্রমদার মনের কথা জানিনে বটে, কিন্তু সুরেন্দ্র যখন এখানে আসেন, প্রমদার মুখ খানি হাসি হাসি, কি মনটী খুসী খুসীত দেখিনে; বরং অসুখী অসুখী ব'লেই বোধ হয়। আমি সেই জন্যেই আজ্ এ কথা তু'ল্লুম।

মহি। হ্যাঁ আমিও দেখিছি বটে,—আচ্ছা কেন বল্ দিকি? সুরেন্দ্র তো কুৎসিত নয়! বোধ হয় তবে লজ্জায় ওরকম করে।

পরি। লজ্জায় বা কেমন ক'রে বলি?—এই ত দে'খ্‌তে পাই, তার সুমুখে যায় আসে, তার সঙ্গে কথা টতা কয়, তাতে কোন লজ্জার চিহ্নত দে'খ্‌তে পাইনে!

মহি। যাই হ'ক্, তুই বাছা ভাল ক'রে তার মনের কথাটা জানিস্। যদি সুরেন্দ্রকে তার মনে নাই ধরে, তবে অন্য কোন পাত্রের অনুসন্ধান ক'র্‌তে হবে। যাতে তার মনে কোন দুঃখ না হয়, প্রাণপণে তার চেষ্টা ক'র্‌ব, তারপর তার অদৃষ্টে যা থাক্!

(রাজা চন্দ্রকান্তের প্রবেশ)

রাজা। মহিষি! কুল-প্রদীপ তোমার প্রমদা কোথায়?

মহি। কেন?—কি হয়েছে?—আপনার চোক্ মুখ দেখে যে আমার ভয় হ'চ্চে, প্রমদা কি ক'রেছে?

রাজা। কি হয়েছে ?—এতদূর হ'য়ে গেছে, তুমি তার কিছুই জাননা, এও কি সম্ভব ?

মহি। (বিনীত ভাবে) আমি শপথ ক'রে ব'ল্‌তে পারি, আমি কিছুই জানিনে। আপনি বলুন কি হ'য়েছে! আপনার কথা শুনে আমার প্রাণ কাঁ'প্‌চে!

রাজা। অগ্রে বল সেই পিশাচী—সেই ক্ষত্র-কুল-কলঙ্কিনী রাক্ষসী কোথায় ? তার শিরশ্ছেদন ক'রে পরে ব'ল্‌ব কি হয়েছে!

মহি। (কর-জোড়ে) আমার মাথা খান্‌, আগে বলুন কি হয়েছে।

রাজা। (সক্রোধে) চন্দ্রকান্তকে সহস্র বিষের জ্বালায় জ্বালাবে ব'লে, স্তন দুগ্ধ দিয়ে কাল-সাপিনী পুষেছিলে! তুমি কি একদিন—এক মুহূর্ত্তের জন্যেও তার গুণাগুণ জা'ন্‌তে পারনি ?

মহি। আপনার ক্রোধ দেখে, আমার প্রাণ যে কি ক'র্‌চে তা ব'ল্‌তে পারিনে। আপনি শীঘ্র বলুন প্রমদা কি করেছে! সে ত কোন দুষ্কর্ম্ম ক'র্‌বার মেয়ে নয়!

রাজা। না, সে দুষ্কর্ম্ম ক'র্‌বে কেন!—দুষ্কর্ম্ম হয়েছে আমার, যে অমন মেয়ে আমার ঔরসে জন্মগ্রহণ করেছে!

মহি। আমি যে কিছুই বু'ঝ্‌তে পা'র্‌চিনে! প্রমদা আপনার নিকট এমন কি ভয়ানক অপরাধ করেছে যে—

রাজা। (সক্রোধে) অপরাধ ?—এমন কিছুই নয়!—আমার মুখোজ্জ্বল করেছে,—আমার পিতৃ পুরুষ উদ্ধার করেছে! আজ আমি সেই কাল ভুজঙ্গিনীর শোণিতে

আমার পিতৃ-পুরুষের তর্পণ ক'রে গাত্র-দাহ নির্ব্বাণ ক'র্ব! এখন বল সে কোথায়? আর আমার সহ্য হয় না! (পরিচারিকার প্রতি) তুই জানিস্ সে কোথায়?—যেখানে থাক্, এখনি গিয়ে ডেকে আন্; শীঘ্র যা—দাঁড়িয়ে রইলি যে?

(পরিচারিকার প্রস্থান)

উঃ—রাক্ষসীর সেই সুমধুর সরল হাস্য,—সেই সলজ্জভাব যে কেবল তার কুহক জাল;—তার সেই মধুমাখা কথা যে কেবল তার মায়া মন্ত্র মাত্র; তা যদি অগ্রে জান্‌তেম, তাহ'লে কি সেই মায়াবিনীকে যেখানে সেখানে যাবার স্বাধীনতা দিতেম?—না তা হ'লে দুশ্চারিনী এ কাজ্ ক'র্‌তে পা'র্‌ত? হা কুল-নাশিনি!—হা পিতৃ-ঘাতিনি! তোর মনে কি এই ছিল? তোর প্রতি স্নেহ মমতায় অন্ধ হ'য়ে, আমি ইষ্ট দেবতার নাম পর্য্যন্ত ভুলে গিয়েছিলেম! এই বৃদ্ধ বয়সে তোরে পেয়ে কণ্ঠহার ক'রে রেখেছিলেম! আজ্ তুই কাল-সাপিনী হ'য়ে আমাকে দংশন ক'র্‌লি?—পিতৃ-শোণিত পান ক'র্‌লি?—আমার নিষ্কলঙ্ক কুলে কালি দিলি? তুই কি চন্দ্রবংশের গৌরব চন্দ্র গ্রাস ক'র্‌বার জন্যে চন্দ্রকান্তের ঔরসে রাহু রূপে জন্মে ছিলি? ওঃ—

মহি। (রাজার চরণ ধারণ করিয়া) মহারাজ! আপনার চরণে কি আমি আত্মঘাতিনী হব? আর যে আমি এ অলক্ষিত কীটের দংশন সহ্য ক'র্‌তে পারিনে!—কি হয়েছে বলুন!

রাজা। হয়েছে আমার মাথা! মহর্ষি মাণ্ডব্যের আশ্রমে, কে একটা নাকি ব্রাহ্মণ আছে; ওই রাক্ষসী প্রতিদিন তাকে প্রমোদ উদ্যানে ল’য়ে এসে, তার সঙ্গে হাস্য পরিহাস করে!—এমন কি, শু’ন্‌লেম মালা বদল পর্য্যন্ত করেছে! আঃ—পাপীয়সীর পাপ-দেহ এখনও আমার সংসারে রয়েছে?—এখনও সেই কাল ভুজঙ্গিনীর বিষ-পূর্ণ নিশ্বাসে রাজবাটী দগ্ধ ক’র্‌চে?—কুল-দেবতাগণ এখনও সেই কুল-কলঙ্কিনীর মুখ দর্শন ক’র্‌চেন? চন্দ্রকান্তকে আবার সেই পাপিনীর মুখ দে’খ্‌তে হবে?

মহি। সে কি মহারাজ, এসব আপনি কার মুখে শু’ন্‌লেন?

রাজা। শোনা কেন?—এক রকম স্বচক্ষে দেখা ব’ল্লেও হয়; সুরেন্দ্র আমাকে ব’লে গিয়েছে।

মহি। সুরেন্দ্র বলেছে ত?—তবেই হয়েছে! (সহাস্যে) তার কথায় আপনি বিশ্বাস ক’রে এই সর্ব্বনাশ ঘটাতে উদ্যত হয়েছেন?

রাজা। তবে কি সুরেন্দ্র আমার কাছে মিথ্যা ব’লে গেল? আরে সে যে স্বচক্ষে ওই দুশ্চারিণীর দুষ্কার্য্য দেখে এসেছে! আর সেই জন্যে তাকে তিরস্কার করেছিল ব’লে, সে কুল-নাশানী কি না সুরেন্দ্রকে যার পর নাই অপমান ক’রে, বাড়ী হ’তে দূর হ’য়ে যেতে বলেছে? রাক্ষসী কা’র বাড়ী থেকে দূর হ’তে বলেছে আমি একবার তাই তারে জিজ্ঞাসা ক’র্‌তে চাই!

মহি। ভাল, মহারাজ! প্রমদার মুখে আপনি কি

কথনও একটী উঁচু কথা শুনেছেন? সে যে সুরেন্দ্রকে এরকম কথা ব'ল্‌বে এও কি বিশ্বাস যোগ্য? তবে এই পর্য্যন্ত আমার বিশ্বাস হয়, যে প্রমদা হয় ত সুরেন্দ্রকে মনে মনে ভাল না বা'স্‌তে পারে।

রাজা। সেই জন্যেই ত সর্ব্বনাশী এই সর্ব্বনাশ ঘটিয়েছে!

মহি। আর সুরেন্দ্রও ত সেই জন্যে তার এই মিথ্যে কলঙ্ক রটাতে পারে? তা অগ্রে আপনি সত্য মিথ্যা ভাল ক'রে জানুন, প্রমদা কলঙ্কিনী হয়, তখন তাকে মা'রতে হয় মা'র্‌বেন, কা'ট্‌তে হয় কা'ট্‌বেন!

রাজা। আর আমাকে কি ক'রে জা'ন্‌তে বল?

মহি। আপনি আমার এই অনুরোধটী রক্ষা করুন, কিছুক্ষণের জন্যে এস্থান হ'তে যান; আমি প্রমদাকে ডেকে গোপনে জিজ্ঞাসা করি, তা হলেই জা'ন্‌তে পা'রব কি হয়েছে।

রাজা। আমাকে আর বেশী জা'ন্‌তে হবে না, আমি কি মনে মনে বু'ঝ্‌তে পা'র্‌চিনা? আমি শপথ ক'রে ব'ল্‌তে পারি সে এ কাজ করেছে! আচ্ছা আমি এখন চ'ল্লেম, কিন্তু আজ তার শিরশ্ছেদন না ক'রে জল গ্রহণ ক'র্‌ব না।

(রাজার প্রস্থান)

মহি। তাই ত, আমি যে কিছুই স্থির ক'র্‌তে পা'র্‌চিনা! প্রমদা কি যথার্থই আমার মাথা খেয়েছে? এখন কোথায় তার দেখা পাই? পরিচারিকাও অনেকক্ষণ তার অনুসন্ধানে গেছে, কৈ সেও ত এখনও ফিরে এল না?

(পরিচারিকার সহিত প্রমদার প্রবেশ)

—এই যে, আমি আরও ভা'ব্‌ছিলেম, আবার কা'রে দিয়ে তোমায় ডেকে পাঠাই।

প্রম। কেন মা?

মহি। এতক্ষণ কোথায় ছিলে?

প্রম। মনোরমার বাড়ীতে।

মহি। কেন, সেখানে তোমার যাবার প্রয়োজন কি? তুমি হ'লে রাজ-কন্যা, লোকে কোথায় প্রার্থনা ক'রে তোমাকে দে'খ্‌তে পাবেনা;—না, তুমি কনা সামান্য লোকের মেয়ের মত, পথে ঘাটে—যার তার বাড়ী ঘুরে বেড়াও!—সেটা কি তোমার ভাল দেখায়?

প্রম। না মা, আমি ত আর কোথাও যাইনে; তবে কখন কখন মনোরমার বাড়ী গিয়ে থাকি। শুনেছিলাম কাল নাকি তার ভারি অসুখ হয়েছিল, তাই আজ্‌ তারে একবার দে'খ্‌তে গিয়েছিলেম।

মহি। কেবল আজ্‌ ব'লে কেন, প্রায় প্রত্যহই ত শুনি তুমি সেখানে যাও? তা সে কথা এখন থাক্‌; তুমি এইখানে একটু ব'স দিকি, একটী কথা তোমায় জিজ্ঞাসা করি!

(প্রমদার উপবেশন)

মহি। যা জিজ্ঞাসা ক'র্‌ব, তা সত্য ব'ল্‌বে ত?

প্রম। এমন কথা আজ কেন ব'ল্‌চ মা?

মহি। মহর্ষি মাণ্ডব্যের আশ্রমে যে ব্রাহ্মণ কুমার আছে তাকে কি তুমি চেন?

প্রম। (সলজ্জ ও শঙ্কিত ভাবে অধোমুখে স্বগত) এ কথা মা জিজ্ঞাসা ক'র্‌চেন কেন?—সুরেন্দ্র কি তবে সব ব'লে দিয়েছে?

মহি। চুপ ক'রে রৈলে যে? তাকে জান কি না বল না?

প্রম। (অধোমুখে) জানি!

মহি। তুমি কি কোন দিন উদ্যানে গিয়ে, তার সঙ্গে হাস্য পরিহাস করেছিলে?

প্রম। হাস্য পরিহাস আর কি?—তবে একদিন আমরা উদ্যানে বেড়াচ্ছিলেম, তিনিও সেই সময় সেই খানে গিয়েছিলেন, তাইতে যদি তাঁর সঙ্গে দু একটা কথা ক'য়ে থাকি।

মহি। তবেতো ঠিকই হয়েছে!—সুরেন্দ্র তো যথার্থই বলেছে!—মহারাজের রাগ ত হ'তেই পারে! লজ্জা ভয়ে জলাঞ্জলি দিয়ে, কোন্ সাহসে তুমি একজন অপরিচিত পুরুষের সঙ্গে কথা কইলে?

প্রম। (স্বগত) আর গোপন রেখে ফল কি? এক দিন তো প্রকাশ ক'র্‌তেই হবে! তবে প্রকাশ ক'র্‌বার এমন দিন আর কবে পাব? আজই লজ্জায় জলাঞ্জলি দিই!

মহি। চুপ্ ক'র্‌লে যে?—যা জিজ্ঞাসা ক'র্‌লেম শীগ্গির তার উত্তর দাও।

প্রম। মা—(নিরুত্তর)

মহি। "মা" ব'লে আবার চুপ ক'র্‌লে কেন? কি ব'ল্‌ছিলে বলনা?

প্রম। আমার ব'ল্‌তে ভয় হ'চ্চে! মা—তোমার

পায়ে পড়ি, (চরণ ধারণ) বল আমার উপর রাগ ক'র বেনা ?

মহি। ছি, পা ছাড়,—কথাটাই কি আগে শুনিনা ?

প্রম। মা, তুমি যে ব্রাহ্মণ কুমারের কথা ব'ল্‌ছিলে, আমি মনে মনে তাঁকে—(ক্ষণেক নিস্তব্ধের পর) মা, তাঁর অতি সুন্দর স্বভাব, সচ্চরিত্রের জন্য সকলেই তাঁর সুখ্যাতি করে।

মহি। তা হ'তে পারে ; ভাল, তুমি যে কি ব'ল্‌ছিলে " মনে মনে তাঁকে "—

প্রম। আমি মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিছি, তাঁকে ভিন্ন আর কা'কেও পতিত্বে বরণ ক'র্‌বনা !

মহি। (সবিস্ময়ে) ওমা, সেকি ?—আমার মাথা খেয়ে কোন্ সর্ব্বনাশী—কোন্ ডাকিনী তোমাকে এ কুপরামর্শ দিয়েছে ?—এতো তোমার নিজের বুদ্ধিতে হয়নি ! (ক্ষণ-কাল চিন্তার পর) তা যা হবার হয়েছে, ও কথা আর মুখে এননা ; সুরেন্দ্র মহারাজের কাছে সকল কথাই ব'লে দিয়েছে, মহারাজ তাই শুনে যে রকম রেগেছেন, তা'তে যে তিনি কি অনর্থ ঘটান ব'ল্‌তে পারিনে ! তিনি এখনি ফিরে আ'স্‌বেন, তাঁর কাছে ওসব কথা কিছুই স্বীকার ক'রনা ; তা হ'লে তোমাকে আর বাঁচিয়ে রা'খ্‌বেন না ! ভাল, সুরেন্দ্রকে তুমি বিবাহ ক'র্‌তে নাই চাও ; রূপে গুণে দেবতার তুল্য আরও কতশত রাজ পুত্র রয়েছে, তাদের মধ্যে যে তোমার মনের মত হয়, তাকেই কেন তুমি বরণ করনা !

প্রম। মা, আমি তাঁকে পতিত্বে বরণ ক'রে যদি আপনাদের অপ্রিয় কাজ ক'রে থাকি, আমাকে ক্ষমা করুন। কিন্তু মনে মনে যখন তাঁকে বরণ করেছি, তখন তিনিই আমার পতি, প্রাণ গেলেও অন্য কা'কে আর পতিত্বে বরণ ক'র্‌তে পা'র্‌বনা।

মহি। বাছা, সাবধান,—আমার কাছে যা ব'ল্লে, মহারাজের কাছে ওকথার বিন্দু বিসর্গও প্রকাশ ক'রনা,—তা হ'লে তিনি আর উপায় রা'খ্‌বেন না! একেই তো তিনি সুরেন্দ্রের মুখে শুনে, খড়্গ-হস্ত হ'য়ে এসেছিলেন।

প্রম! পিতা আমার প্রাণ দণ্ড করুন, সেও ভাল,—কিন্তু যেন আমাকে অপর পুরুষের গলায় বরমাল্য দিতে না হয়।

মহি। মা তুমি বালিকা,—ভবিষ্যতের ইষ্টঅনিষ্ট কিছুই বু'ঝ্‌তে পা'র্‌চনা!—আজ্‌ শত শত রাজপুত্র তোমার পাণিগ্রহণে অভিলাষী, তুমি সে সকলকে তুচ্ছ ক'রে, একজন ভিখারীর পত্নী হ'তে অভিলাষ কর্‌চ? কিন্তু বল দেখি, রাজকুমারী হয়ে যখন অন্ন বস্ত্রের কষ্ট সহ্য ক'র্‌বে, তখন কি তোমাকে অনুতাপ ক'র্‌তে হবে না?

প্রম। মা, সুখ দুঃখ সকলই অদৃষ্টে করে। রাজপত্নী হ'য়েও হয় ত পথের কাঙ্গালিনী হ'তে হয়;—আবার ভিখারিণী হ'য়েও রাজার গৃহিণী, হ'য়ে সোনার খাটে শুতে পায়। বিশেষ রাজরাণী যদি চিরকাল মনের অসুখে কাটায়, তা হ'লে তার সেই অতুল ঐশ্বর্য্য লাভে ফল কি?—আর ভিখারিণী যদি তার ভিখারী পতিকে ল'য়ে

গাছ্‌তলাতেও মনের সুখে থাকে, অন্ন বস্ত্রের সামন্য কষ্ট কি তার সহ্য হয় না? মা, যখন নিশ্চয়ই জা'ন্‌চি ধন সুখের কারণ নয়, তবে কি জন্যে রমণীগণের অমূল্য ভূষণ পতিব্রতা-ধর্ম্ম নষ্ট ক'রে নরক-গামিনী হব? মা, আমি আর তোমাকে অধিক কি বুঝাব, তুমিইত আমায় উপদেশ দিয়েছ, যে, যে রমণী অধর্ম্ম-পথ আশ্রয় ক'র্‌তে কুণ্ঠিত হয় না;—অনিত্য সুখের আশায় মত্ত হ'য়ে মুহূর্ত্তের জন্যে ও পর-কালের চিন্তা করে না;—তার ইহকালেও মঙ্গল নাই, পরকালেও সদ্গতি হয় না;—সে পাপিনীর সুখেও ধিক্—জীবনেও ধিক্!

মহি। তোমার এ দারুণ পণ শুনে, মা, আমার প্রাণ কাঁ'প্‌চে! তোমার অদৃষ্টে যে আজ্ কি আছে, তা ব'ল্‌তে পারিনে! আমার মাথা খাও, আমার কথা রাখ;—ওকথা আর মুখে এননা। তুমি রাজার মেয়ে;—কোথায় রাজরাণী হবে, তা না হয়ে ভিক্ষুক ব্রাহ্মণের দুঃখিনী গৃহিণী হ'তে চা'চ্চ?—গজ মুক্তায় কি অক্ষমালার্ কাজ ক'র্‌বে? সেই ব্রাহ্মণ কুমারের সঙ্গে তোমার ত এখনও বিবাহ হয়নি;—কেবল তুমিই তাকে মনে মনে বরণ করেছ, তুমিই তা মনে মনে জান, অপর কেউ তো সে কথা জানে না; তবে তাকে বিবাহ না ক'র্‌লে দোষ কি?

প্রম। মা সে কথা লোকে জানুক, বা নাই জানুক; কিন্তু যিনি অন্তর্যামী,—যিনি সকলের অন্তরের গূঢ়ভাব জেনে তার ফল্ বিধান করেন্, তিনি কি আমার অন্তরের ভাব জা'ন্‌তে পা'র্‌ছেন না?—না আমার পাপের জন্য দণ্ড

দিবেন না? যদি গোপনে পাপ ক'র্‌লে তার ফল ভোগ ক'র্‌তে না হ'ত, তা হ'লে ত সকলেই পাপ ক'রে অব্যাহতি পে'ত?

মহি। বাছা! তুমি যখন এত জান, তখন এটীও জানা উচিত, যে পিতা মাতাই কন্যার বিবাহ দেবার অধিকারী। পিতা মাতার বিনানুমতিতে যদি কন্যা আপনার মনের মত বরে অভিলাষিণী হয়, তা হ'লে তা'তেও অধর্ম্ম আছে।

প্রম। মা, আমি আপনাদের অনুমতি না নিয়ে, এ কাজ ক'রে, আপনাদের চরণে সহস্র অপরাধ করিছি; আপনার পায় ধরি, আমাকে ক্ষমা করুন! আর আমাকে পুনঃ পুনঃ নিরস্ত হ'তে অনুমতি ক'র্‌বেন না!

মহি। আমি কি ক'র্‌ব মা?—আমার ত ইচ্ছে তুমি তোমার অভিলষিত বরকে বরণ কর;—কিন্তু মহারাজকে কি বলে বুঝাব?—তিনি তখন যে রকম রাগ করে এসেছিলেন, তোমাকে সুমুখে পেলে কখনই বাঁচিয়ে রা'খ্‌তেন না! তখনকার তাঁর সেই ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি মনে হ'লে এখনও আমার প্রাণ কেঁপে ওঠে! ভাল, প্রমদা, আমি তোমাকে আর একটী কথা জিজ্ঞাসা করি, তুমি যে এত ধর্ম্মের কথা—শাস্ত্রের কথা ব'ল্লে, আচ্ছা বল দেখি, পিতামাতার কথা না শু'ন্‌লে,—পিতামাতার মনে কষ্ট দিলে তাতে কি কোন পাপ হয়না বাছা?

প্রম। মেয়ে বাপ্‌মার কাছে কোন অপরাধ ক'র্‌লে, বাপ্‌মা ক্ষমা ক'র্‌তে পারেন;—কিন্তু জ্ঞান-কৃত পাপের জন্য ঈশ্বর কখনই ক্ষমা ক'রবেন্ না।

নেপথ্যে। পাপিনি! কুলকলঙ্কিনি!—তোর আবার পাপের ভয়?

মহি। এই সর্ব্বনাশ হ'ল!

(নিষ্কোষিত অসি হস্তে চন্দ্রকান্তের বেগে প্রবেশ)

রাজা। নীচ-গামিনি! তুই কখনই চন্দ্রকান্তের ঔরসে জন্মগ্রহণ করিস্‌নি!—তুই ইতরের ঔরসে জন্মেছিস্‌, তাই এত নীচ প্রবৃত্তি!—স্বেচ্ছাচারিনি! আজ তোর স্বেচ্ছাচার জন্মের-শোধ ঘুচাব!—তোর হ'তে নিষ্কলঙ্ক চন্দ্রবংশের যে কলঙ্ক হয়েছে, তা আজ তোর শোণিতেই ধৌত ক'র্‌ব! (অসি উত্তোলন) এই তোর পাপের প্রায়শ্চিত্ত——(কাটিতে উদ্যত)

মহি। (শশব্যস্তে প্রমদাকে পশ্চাতে রাখিয়া, কর দ্বারা রাজাকে ধারণ পূর্ব্বক চীৎকার-স্বরে) মহারাজ! মহারাজ!—এমন কর্ম্ম কর্‌বেন না!—ক্ষান্ত হ'ন,—আপনার পায় ধরি ক্ষান্ত হ'ন!—প্রমদা অবোধ বালিকা; ক্রোধের বশে সর্ব্বনাশ করবেন্‌ না, স্ত্রীহত্যা পাপের মোচন নাই! প্রমদা তুই চ'লে যা।——

রাজা। সর—মহিষী সর,—আমাকে ছেড়ে দাও—শীঘ্র আমাকে ছেড়ে দাও!—আমার আর সহ্য হয় না,—আর আমি পাপিনীর মুখ দে'খ্‌তে পারিনে! কেন চন্দ্রকান্তের প্রাণ বধের আয়োজন ক'র্‌ছ? আমাকে না ছেড়ে দিলে, এখনি তোমার সম্মুখে এই তরবার আপনার গলায় দিয়ে আত্মঘাতী হব!

মহি। (প্রমদার প্রতি) সর্ব্বনাশি! তুই কি একেবারে সব মজাবি?—এখান থেকে সরে যা না!

(প্রমদার প্রস্থান)

রাজা। মহিষি! তুমি আজ নিতান্তই অনর্থ ঘটালে! তুমি কি মনে ক'রেছ ও পালিয়ে বাঁচবে?—এই অসিতে আজ আমি পুরী ছার খার ক'র্‌ব! এখনও ব'ল্‌ছি আমায় ছেড়ে দাও—আমি নিষ্কণ্টক হই!

মহি। তা কখনই হবে না;—কাট্‌তে হয় আগে আমায় কাটুন্, তারপর আপনার মনে যা থাকে তাই ক'র্‌বেন। এখন আমি আপনাকে একটী কথা নিবেদন করি, শু'ন্‌বেন কি?—শ্রীচরণে দাসীর একটী প্রার্থনা আছে তা পূর্ণ ক'র্‌বেন কি?

রাজা। তুমি যা ব'ল্‌বে আমি তা বুঝেছি;—এমন অন্যায় অনুরোধ রক্ষা ক'র্‌তে পারি না!

মহি (চরণ ধারণ করিয়া) আপনার পায় ধরি, আপনি স্থির হ'য়ে শুনুন;—সুরেন্দ্রের মুখে যে রকম শুনেছেন ততদূর নয়।

রাজা। আমি অন্তরাল হ'তে রাক্ষসীর অভিপ্রায় শুনিছি; তুমি কি ঐ পিশাচীর নীচ প্রবৃত্তির অনুমোদন কর্‌তে বল?

মহি। মহারাজ! আমার আর সন্তাম নেই, ওই একটী মেয়ে, তা দুঃখীর ছেলে জামাই হ'লে ক্ষতি কি? জামাইটী না হয় ঘরে থা'ক্‌বে।—এ অতুল ঐশ্বর্য্য ভোগ ক'র্‌তে আমাদের আর কে আছে?—কে ভোগ ক'র্‌বে?

রাজা। তা ব'লে কি শৃগালে সিংহ শোণিত পান কর্‌বে?—এমন অনুরোধ ক'র্‌তে তোমার কিছুমাত্র ঘৃণাবোধ হ'লনা? না, তা কখনই হবেনা!—অধিক কি, আমার আদি পুরুষ চন্দ্র স্বয়ং এসে ব'ল্লেও শু'ন্‌বনা,—ইষ্ট দেব এসে অনুরোধ ক'র্‌লেও রক্ষা হবেনা!—অমন কন্যার মুখ দর্শন ক'র্‌তে চাই না।

মহি। ভাল, মহারাজ! তিনি ত ব্রাহ্মণের ছেলে, নীচ জাতিত নয়, তবে তাঁকে কন্যা দান ক'র্‌তে দোষ কি?

রাজা। দোষ কি?—তুমি স্ত্রীলোক, দোষ আছে কি না, তুমি তার কি জা'ন্‌বে? আমি কি একটা মেয়ের জন্যে কুল, মান, মর্য্যাদা, সমস্তই অতল জলে ভাসিয়ে দেব? সে নরাধমের এতদূর স্পর্দ্ধা?—এতদূর দুঃসাহস?—এতদূর উচ্চাভিলাষ? আজ্ সেই দুরাশয়ের দুরাশা একেবারে নিঃশেষিত ক'র্‌ব!—এখনি তার শিরশ্ছেদন ক'রে, সকল অনর্থের মূলোৎপাটন ক'র্‌ব,—দেখি কে তাকে রক্ষা করে!

(বেগে প্রস্থান)

মহি। (রাজার পশ্চাদ্ধাবন করিতে করিতে) মহারাজ যাবেন না,—যাবেন না,—ব্রহ্ম হত্যা ক'রবেন না—

(প্রস্থান)

প্রথম গর্ভাঙ্ক সমাপ্ত।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

(প্রমদার গৃহ)

(একখানি সুতীক্ষ্ণ ছুরিকা হস্তে প্রমদা দণ্ডায়মানা)

প্রম। পিতঃ ক্ষান্ত হ'ন্!—ক্ষান্ত হ'ন্!—আপনার চরণে ধরি, ক্ষান্ত হ'ন্! ব্রহ্মহত্যা ক'র্‌বেন না! আর আপনাকে এ কলঙ্কিনীর মুখ দে'খ্‌তে হবে না! আমি এখনই আপনার চরণে চিরদিনের মত বিদায় হব! হায়, কেন আমি তখন প্রাণ ভয়ে পলায়ন ক'র্‌লেম? পিতা আমারই প্রাণদণ্ড ক'র্‌তে উদ্যত হয়েছিলেন, আমাকে কা'ট্‌লে তাঁর ক্রোধের শান্তি হ'ত; তা হ'লে এ পাপিনীর জন্যে আর ব্রহ্মহত্যা হ'ত না! আর না—আর বিলম্ব ক'র্‌বনা! এখনি হয়ত কেউ এসে সেই নিদারুণ সমাচার দেবে! কেন আমি সে হৃদয় বিদারক কথা শু'ন্‌বার জন্যে অপেক্ষা কর্‌ব? আমি প্রাণেশ্বরের অগ্রেই গমন করি!—হায় জীবিতেশ্বর! এ জন্মে—এই চরমকালে, তোমার সেই প্রফুল্ল মুখ কমল আর একটীবার দে'খ্‌তে পেলেম না?—নাই পেলেম,—ক্ষণকাল পরেই আবার মিলিত হব! সেখানে আমাদের কেউ বিচ্ছেদ ঘটাতে পা'র্‌বেনা! সেখানে আমার নিষ্ঠুর পিতা নেই,—পরম শত্রু সুরেন্দ্র নাই,—আমরা নিষ্কণ্টকে পরম সুখে থা'ক্‌তে পা'র্‌ব!—হায়!

মনোরমার সঙ্গে দেখা হ'লনা! আর আমি বিলম্ব ক'র্‌তে পারিনে! মা কোথায় গেলেন ?—মা! তোমার প্রমদা—তোমার চির আদরের ধন—আজ তোমার কোল ছাড়া হবে মা!—এই আমার জন্মের শোধ "মা" বলা হ'ল মা! হা জীবিতেশ্বর—(বক্ষে ছুরিকাঘাত করিতে উদ্যত)

(শশব্যস্তে কুন্তলার প্রবেশ ও প্রমদার হস্ত ধারণ, পশ্চাৎ সুষমার প্রবেশ)

কুন্ত। একি সর্ব্বনাশ!—সুষমা—হাঁ করে দাঁড়িয়ে দে'খ্‌ছিস্ কি ?—ধর্‌,—ছুরি হাত থেকে কেড়েনে——

প্রম। কুন্তলা—হাত ছাড়্‌,—পরম শত্রুর্ কাজ করিস্‌নে,—আমায় বাধা দিস্‌নে,—আমার কাছে কোন কথাও বলিস্‌নে; হাত ছাড়্‌—শীঘ্র ছাড়্‌—

সুষ। কি, হয়েছে কি ?—আমি যে কিছুই বু'ঝ্‌তে পা'চ্চিনে ?—হ্যাঁ কুন্তলা, তুই জানিস্, সহসা প্রিয়সখীর কেন এ দুর্ব্বুদ্ধি ঘ'ট্‌লো ?

কুন্ত। কৈ, আমি ত এর কিছুই জানিনে! প্রিয়সখি, তোমার পায় পড়ি, বল এর কারণ কি ?—এমন দুঃসাহসিক কাজে কেন উদ্যত হয়েছিলে ?—আমরা না এলে তো এতক্ষণে সর্ব্বনাশ হয়েছিল! বল—আমার মাথা খাও বল; তোমার যতই কেন দুঃখ হ'ক্‌না, কখন আমাদের কাছে কোন কথাত গোপন করনা।

প্রম। (সরোদনে) সখি! ব'ল্‌ব আর কি, আমার কপালে আগুণ লেগেছে!—আজ আমি আমার আশার ধনে—

হৃদয়ের ধনে বঞ্চিত হ'লেম! পিতা আমার প্রাণেশ্বরের প্রাণদণ্ড ক'র্‌তে গিয়েছেন!—আজ এই রাক্ষসীর জন্যে ব্রহ্মহত্যা হবে! সখি, ফণিনী ফণি-ভূষণ মণি হারিয়ে আর কি প্রাণ ধ'র্‌তে পারে? আমি তাঁর অনুগমন ক'র্‌ব, আর ভাই আমাকে বাধা দিওনা! আমাকে প্রাণের সমান ভাল বা'স্‌তে, আমার সামান্য অসুখে অসুখী হ'তে, আজ তোমাদের মায়া পরিত্যাগ ক'রে,চিরদিনের জন্যে তোমাদের অসুখী ক'রে চ'ল্লেম; আমাকে জন্মের মত বিদায় দাও! চিরকাল একত্রে ছিলাম, কত সময় কত দুর্ব্বাক্য বলেছি, সে সব অপরাধ আজ্ আমায় মার্জ্জনা কর! মা আমার মত তোমাদেরও ভাল বাসেন, তাঁকে আর " মা " ব'ল্‌বার কেউ নাই, তোমরাই তাঁকে " মা " ব'লে, তাঁর তাপিত প্রাণ শীতল ক'র;—আমার জন্যে নিতান্ত কাতর হ'লে সান্ত্বনা ক'র!

কুন্ত। (প্রমদার চক্ষের জল মুছাইয়া) ওকি ভাই,— অত কাতর হ'চ্চ কেন? ছি—কেঁদনা,—তোমার মুখ দেখে যে আমাদের বুক ফেটে যাচ্চে! মহারাজ ফণির সঙ্গে তোমার বিয়ে নাই দেবেন, তা বলে তাঁর প্রাণদণ্ড ক'রবেন কেন?—তাঁর কি ব্রহ্মহত্যার ভয় নেই?

প্রম। ক্রোধ হ'লে কি, সখি, লোকের হিতাহিত বিবেচনা থাকে?—ক্রোধের বশে লোকে কিনা করে? পিতা আমার যে রকম ক্রোধান্ধ হয়েছেন, এখন তাঁর কি আর ব্রহ্মহত্যা—স্ত্রীহত্যার ভয় আছে?

[নেপথ্যে কোলাহল]

সখি, ঐ বুঝি আমার কপাল ভাঙ্গল!—হা প্রাণেশ্বর—

(ভূতলে পতনোম্মুখ ও কুন্তলা কর্ত্তৃক ধারণ)

কুন্ত। সুষমা, দেখ্—দেখ্—কি হ'ল,—ধর্—শীগ্গির্ ধর্,—শোয়া——

(সুষমা কর্ত্তৃক প্রমদাকে অঙ্কে ধারণ)

সুষ। ওমা!—তাইতো—একি হ'ল?—আড়ষ্ট যে! নিশ্বাস ও ত প'ড়্ছেনা!—তাইত একি সর্ব্বনাশ হ'ল? কুন্তলা তুই ভাই শীগ্গির্ গিয়ে মহিষীকে ডেকে আন্।

কুন্ত। আগে মুখে একটু জলের ছিটে দিয়ে দেখি, তুই ততক্ষণ বাতাস কর্, (উভয়ের শুশ্রূষা) প্রমদা!—প্রমদা!—সখি!—প্রিয় সখি!

প্রম। অ্যাঁ——

কুন্ত। অমন হ'য়ে প'ড়্লে কেন?

প্রম। কেও কুন্তলা? কুন্তলা—সত্য বল্ আমার ফণি কি যথার্থই আমায় জন্মের মত ত্যাগ ক'রে গেল?—সত্যই কি আমি বিধবা হলেম?

গীত

রাগিনী কোকভ—তাল যৎ।

অভাগীর্ কপালে, বল সই কি হ'ল,
বুঝি প্রাণ কান্তের্, প্রাণান্ত হইল।
এত দিন্ যে সাধ, অন্তরে আছিল,
আমার সে সাধে, বিধি বাদ্ সাধিল।
হৃদয় কাননে, আশাবীজ্ রোপিলাম্,
না হ'তে অঙ্কুর, আজি তা শুকাল।

জীবন ত্যজিলে, যদি যায় এ জ্বালা,
তবে আর্ জীবনে, যতনে কি ফল।
জনমের মত, সম্ভাষি এস সই,
নিবাব মনানল্, প্রবেশি অনল।

(মনোরমার প্রবেশ)

মনো। একি ?—প্রমদার কি হয়েছে ? (নিকটে উপবেশন)

কুন্ত। প্রমদার কপালে যে আজ কি আছে তা ব'ল্তে পারিনে ! কি ব'লে যে বুঝাব, তা কিছুই ভেবে পাইনে ! এখন তোমায় দেখে আমাদের ভরসা হ'ল।

মনো। কি হয়েছে বল্ না।

কুন্ত। মহারাজ নাকি ফণিকে কা'ট্‌তে গিয়েছেন, তাই শুনে, প্রিয়সখী অপনার প্রাণ বিনাশ ক'র্‌তে উদ্যত হয়েছেন !

প্রম। মনোরমা ! তুমি যে প্রমদাকে এক মুহূর্ত্তের জন্যে নয়নের অন্তর ক'র্‌তে না, আজ তোমার সেই প্রমদা চিরদিনের মত তোমায় পরিত্যাগ ক'রে চ'ল্লো !—আজ্ অবধি তোমাকে আমার সখী সম্বোধন শেষ হ'ল !—সখি, এই আমার শেষ দেখা ;—আজ এই আমার শেষ দিনের শেষ সম্বোধন ! সখি, এস ভাই একবার জনমের মত শেষ আলিঙ্গন করি !

(মনোরমার কণ্ঠধারণ পূর্ব্বক রোদন)

মনো। (প্রমদার চক্ষের জল্ মুছাইয়া) প্রমদা, চুপ কর, কি হয়েছে আগে ভাল ক'রে শুনি। কুন্তলা, মহা-

রাজ যে ফণিকে কা'ট্‌তে গিয়েছেন, তোরা কা'র্‌ মুখে শু'ন্‌লি ?

কুন্ত। প্রিয়সখীই ব'ল্‌ছিলেন ; আর এই মাত্র বাইরে একটা কি গোল উ'ঠ্‌লো,—তাই শুনে উনি মূর্চ্ছিত হ'য়ে পড়েন।

মনো। আচ্ছা, তোমরা বাইরে গিয়ে দেখে এস দেখি মহারাজ কি ক'র্‌চেন। তা হলে সত্যি মিথ্যে জা'ন্‌তে পা'র্‌ব।

(কুন্তলা ও সুষমার প্রস্থান)

প্রম। আর কি দেখে আ'স্‌বে ? সখি, তুমি কি ভেবেছ আমি প্রাণেশ্বরের মৃত্যু সংবাদ শো'ন্‌বার জন্যে অপেক্ষা ক'রে থা'ক্‌ব ?

মনো। প্রমদা, স্থির হও,—অত উতলা হ'য়না ; ফণি যাতে ধরা না পড়ে, তার উপায় না ক'রেই কি আমি নিশ্চিন্ত আছি ?

প্রম। সখি, তুমি কি এই রকম প্রবোধ দিয়ে আমার প্রাণরক্ষার চেষ্টা ক'র্‌চ ?

মনো। এই কি মিথ্যা স্তোভ দিবার সময় ? আর তুমি তোমার প্রাণেশ্বরের বিহনে প্রাণত্যাগ ক'র্‌লে, আমি কি কেবল অশ্রুমোচন ক'রেই ক্ষান্ত হব ? প্রাণ পরিত্যাগ ক'র্‌তে হয়, দুজনেই ক'র্‌ব! যেমন আমরা এক শয্যায় শয়ন ক'রে, প্রিয় আলাপে সুখী হ'তেম ; যদি বিধাতা আমাদের প্রতি নিতান্তই প্রতিকূল হন্‌,—যদি ম'র্‌তেই হয়, তবে দুজনেই একত্রে মৃত্যু শয্যায় শয়ন ক'রে, সকল জ্বালা নিবারণ ক'র্‌ব ! তবে বিপদের সময় অত কাতর বা

ব্যস্ত হওয়া উচিত নয়; যতক্ষণ আশা আছে, প্রতিকারের চেষ্টা করা উচিত।

প্রম। মনোরমা, তিনি যে ধরা প'ড়্‌বেন না, তুমি তার কি উপায় করেছ?

মনো। এখন ব'ল্‌বার সময় নয়, পরে ব'ল্‌ব, যদি কেউ শু'ন্‌তে পায়, তা হ'লে সর্ব্বনাশ হবে!

প্রম। আমি যে কিছুতেই স্থির হ'তে পাচ্চিনে! সখি, আমারই জন্যে তাঁর প্রাণ যাবে? (রোদন)

মনো। কষ্ট হ'চ্চে তাকি আমি জা'ন্‌তে পাচ্চিনে?—আমি ও কি সে রকম কষ্ট সহ্য কচ্চিনে? ফণি তোমার প্রাণেশ্বর, সেই জন্যে তুমি তাঁকে প্রাণাপেক্ষা ভাল বাস; তোমার মত আমিও তাঁকে প্রাণতুল্য ভাল বাসি। কিন্তু আমার ভালবাসাকে যে কি বলে, তা জানিনে; এ শ্রদ্ধা নয়,—পিতৃভক্তি নয়,—ভ্রাতৃস্নেহ নয়,—দাম্পত্য-প্রণয় নয়—কিন্তু দর্শনাবধি তাঁর প্রতি আমার এমন বিশুদ্ধ অনুরাগ জন্মেছে, যে প্রাণ দিয়েও তাঁর প্রাণ রক্ষা ক'র্‌তে প্রস্তুত আছি! সেই ফণির অমঙ্গলের আশঙ্কা থা'ক্‌লে আমি কি স্থির হ'য়ে থা'ক্‌তেম?

প্রম। মনোরমা, কৈ, কুন্তলা ত এখনও ফিরে এলনা?

মনো। তোমার যদি কিছুতেই সন্দেহ দূর না হয়, তবে আমার সঙ্গে এস, ছাদের উপর থেকে তোমাকে দেখিয়ে আনিগে।

প্রম। না সখি, আমি তা পা'র্‌ব না; কেন আর সে সর্ব্বনাশ চকে দে'খ্‌ব?

মনো। যদি একান্তই বিধাতা নিদয় হন,—যদি নিতান্তই ফণির কোন ভদ্রাভদ্র দে'খ্‌তে হয়,—তা হ'লে সেই মূহুর্ত্তেই, দুজনেই দুর্গ-বেষ্ঠিত জলে ঝাঁপ দেব !

(উভয়ের প্রস্থান)

(ইতি দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক)

দ্বিতীয় অঙ্ক।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

(বন-মধ্যস্থ ভগ্ন মন্দির)

(ফণিভূষণের প্রবেশ)

ফণি। (বিষণ্ণ ভাবে পরিক্রমণ) উঃ—কি ভয়ানক বন!—রজনী সমাগমে কি ভীষণ মূর্ত্তি ধারণ করেছে! স্থানটী যেন মূর্ত্তিমান ভয়ের আবাস ভূমি! এদিকে ও আবার গগণ-মণ্ডল ক্রমে ঘন ঘটায় আচ্ছন্ন হ'য়ে এল;—গাঢ় অন্ধকারে আপনার হস্ত পদই লক্ষ্য হ'চ্চে না! (নেপথ্যে মেঘ গর্জ্জন) উঃ—কি ভীষণ গর্জ্জন! এমন সময় এমন স্থলে আ'স্‌তে বীর পুরুষেরও হৃদ্‌কম্প হয়; কিন্তু কোমল হৃদয়া প্রমদাকে ল'য়ে, মনোরমা যে কেমন ক'রে এমন সময় এখানে আ'স্‌বে, তা বু'ঝ্‌তে পা'র্‌চি না! কেমন ক'রে প্রমদার চাঁদমুখখানি আর একটীবার জন্মের মত দে'খ্‌তে পাব? রাজা চন্দ্রকান্ত,—তাঁর সমস্ত প্রজামণ্ডলী,—এমন কি সমস্ত জগৎ, যখন আমার উপর

খড়্গ হস্ত, তখন আর এমন ক'রে কত দিন লুকিয়ে জীবন রক্ষা ক'র্‌ব? হায়, প্রমদা! কি অশুভ লগ্নে এ হতভাগ্য তোমার নয়ন পথের পথিক হয়েছিল? কেন তুমি পরিণাম বিরস এই অসংলগ্ন প্রণয়ে বদ্ধ হয়েছিলে? হা মনোরমে— হা ভগ্নি! তুমি এত বুদ্ধিমতী হ'য়েও, কেন দেব-বাঞ্ছিনী রাজনন্দিনীর সঙ্গে, এই বনবাসী ভিখারীর পরিচয় করালে? অথবা তোমারই বা দোষ কি;—এ সকলি বিধাতার বিড়ম্বনা! বিধাতাকে ও দোষ দিই বৃথা! দারুণ লোভের বশবর্ত্তী হ'য়ে, ভয়ঙ্কর বিষধরের মস্তক হ'তে মণি অপহরণে হস্ত প্রসারণ করেছিলেম, এখন সেই অদূরদর্শিতার ফল ভোগ ক'র্‌চি! কি আশ্চর্য্য! মানব হৃদয় কি ভয়ানক মোহ-জালে জড়িত!—জীবনের প্রতি মনুষ্যের কি অপরিহার্য্য মায়া!—এই বিশাল জগতে যার আপনার জন কেহই নাই, অপনার ব'ল্‌তে কিছুই নাই, তারও জীবনের প্রতি মায়া? আমি এই দণ্ডেই রাজা চন্দ্রকান্তের সম্মুখে উপস্থিত হ'য়ে, আপনার সকল দোষ স্বীকার ক'রে, আমার শোণিত পিপাসু তাঁর সেই সুতীক্ষ্ণ খড়্গে এই পাপ প্রাণকে বলি দিব। তা হ'লে কিয়ৎ পরিমাণে তাঁর বৈর-নির্য্যাতন, কথঞ্চিৎ তাঁর মনঃক্ষোভের উপশম হ'তে পার্‌বে! আরও দে'খ্‌চি জগতে যতদিন আমার নাম থা'ক্‌বে, ততদিন কিছুতেই প্রমদার মনের পরিবর্ত্তন হবে না, সুতরাং আমার নামের লোপ হ'লে, কালে প্রমদারও স্মৃতির লোপ হ'তে পারে; কালে প্রমদাও সুখী হ'তে পারে। কিন্তু প্রমদা,—সরল হৃদয়া,—মুগ্ধ স্বভাবা, প্রমদা আমার জন্য পাগলিনী!—গুরু জনের গঞ্জনায়, পিতা

মাতার তাড়নায় ও তিরস্কারে নিরস্ত নয়, তবু আমার প্রতি অনুরাগিণী, সুতরাং আমার নিধনে সে যে আর কখন সুখী হবে, কি প্রাণ রাখ্‌বে, এমন্ ত বোধ হয় না; তবে আমার প্রাণ পরিত্যাগে তার অপকার বই উপকার ত হ'ল না। তবে প্রাণত্যাগ না ক'রে বরং এ রাজ্য হ'তে পলায়ন ক'রে সন্ন্যাস-আশ্রম অবলম্বন ক'র্‌ব,—প্রমদাকেই আরাধ্য দেবী জ্ঞানে ধ্যান ক'র্‌ব; এ জন্মেত হ'ল না, পর জন্মে যাতে তাকে পত্নীরূপে প্রাপ্ত হই সেই মত তপস্যা ক'র্‌ব!

নিস্তেজ ইন্দ্রিয়গণ!--আজ তোমরা নির্ব্বাণোন্মুখ দীপের ন্যায়, একবার সমুজ্জ্বল হ'য়ে, জন্মের মত প্রমদার সহিত ভাল ক'রে সাক্ষাৎ ক'রে লও!—লোচন! আজ্ এই শেষ দিন,—আজ্ সহস্র লোচনের জ্যোতিঃ ধারণ ক'রে, তোমার চিরানন্দদায়িনীর কোমলতাময় মধুর মূর্ত্তিকে প্রাণ ভ'রে দেখে লও! —শ্রবণ! সেই মধুরভাষিণীর মধুর বচনে, তোমার বিবরদ্বয়, পরিপূর্ণ ক'রে রাখ, সে সুধাময় বাক্য এ জন্মে আর শু'ন্‌তে পাবে না!—রসনে! আজ্ মনের সাধে সেই প্রেমময়ীর সঙ্গে প্রেমালাপ ক'রে লও;—আজ্ অনন্ত দেবের ন্যায় সহস্র বদন বিস্তার ক'রে, সেই গুণময়ীর গুণ গরিমা গান কর!—ঘ্রাণেন্দ্রিয়! স্পর্শেন্দ্রিয়! আজ্ তোমরা চিরদিনের মত স্ব স্ব অভিলাষ পূর্ণ ক'রে লও!—মন! আজ্ হৃদয় সিংহাসনে প্রাণেশ্বরীর সেই লাবণ্যময়ী প্রতিমাখানি দৃঢ়রূপে অঙ্কিত ক'রে রাখ, এমন প্রত্যাশা ক'রনা যে প্রমদার সঙ্গে এ জন্মে পুনর্ব্বার সাক্ষাৎ হবে!

(বিষণ্ণ ভাবে উপবেশন)

(প্রমদা ও মনোরমার প্রবেশ)।

প্রম। (ফণির হস্ত ধারণ করিয়া) কেন হবে না?— প্রমদাকে কেন দে'খ্‌তে পাবে না? যত দিন প্রমদার দেহে প্রাণ্ থা'ক্‌বে,—যত দিন প্রমদার দেহের এক পরমাণুর সঙ্গে অপর পরমাণুর যোগ থা'ক্‌বে, ততদিন প্রমদা তোমারই; ততদিন প্রমদাকে তোমার চরণ হ'তে স্থানান্তরিত ক'র্‌তে কেউ পা'র্‌বেনা।

ফণি। প্রমদা, আর কেন মায়া বাড়াও! এখনও কি তুমি মোহ নিদ্রায় অভিভূত? এখনও কি তোমার সুখস্বপ্ন ভঙ্গ হয় নি? একবার চক্ষু উন্মীলন ক'রে দেখ, তোমার পিতার, শাণিত খড়্গ আমার মাথার উপর ঝু'ল্‌ছে, হয় ত দে'খ্‌বে দুদণ্ড পরে আমাকে এ মর্ত্ত্য ভূমি ত্যাগ ক'র্‌তে হবে—

প্রম। (অঞ্চল দ্বারা ফণির মুখ চাপিয়া) ক্ষমা কর, ফণি ওকথা আমার কাছে আর ব'ল না! ঈশ্বর যদি আমাদের প্রতি এতই নিদয় হন, তবে এটী কখনও মনে ক'রনা যে, তোমার ভদ্রাভদ্র আমি জীবিত থেকে চক্ষে দে'খ্‌ব। খড়্গের প্রথম আঘাত আপনার মস্তকে নেব, তার পর যার মনে যা আছে সে তা ক'র্‌বে।

মনো। ফণি! যতক্ষণ আমি জীবিত আছি, ততক্ষণ তোমার কোন শঙ্কা নাই; ততক্ষণ তোমার মস্তকের এক গাছি কেশও কেউ স্পর্শ ক'র্‌তে পা'র্‌বে না

ফণি। ভগ্নি, তোমার গুণের কথা জন্ম জন্মান্তরে ও ভু'ল্‌তে পা'র্‌ব না। এক মাত্র তোমারই যত্নে,—তোমারই কৌশলে এ হতভাগ্যের দেহভার পৃথিবী এখনও বহন

ক'র্‌চেন। আমার প্রাণ রক্ষার জন্যে তুমি আপনার প্রাণ বিসর্জ্জন দিতে উদ্যত হয়েছ; তোমার এ ঋণ আমি জন্ম জন্মান্তরেও পরিশোধ ক'র্‌তে পা'র্‌ব না! কিন্তু ভগ্নি, আমার কথা রাখ, আমার জন্য তোমার আর কষ্ট পাবার প্রয়োজন নাই; এখন আমার জীবন ভার বোধ হয়েছে, এ শূন্য জীবন ধারণে আর ফল কি? যত শীঘ্র এর ধ্বংস হয় ততই ভাল!

মনো। ওকি ফণি, ও কথা কি ব'ল্‌তে আছে? বল দেখি আশার আশ্বাসে লোকে কি যন্ত্রণাই না সহ্য করে? আশাই জীবন ধারণের মূল।

ফণি। আর সেই আশা যার নাই?

মনো। কেন, ফণি, লোকে কথায় বলে "যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণ আশ"।

ফণি। আমি জীবিত থা'ক্‌লে প্রমদা সুখী হ'তে পা'র্‌বেনা।

প্রম। (সরোদনে) ফণি! আজ্ তুমি কেমন ক'রে এমন কঠিন হ'লে?—কেমন ক'রে বজ্র অপেক্ষাও কঠিন এমন নিদারুণ কথা তোমার মুখ থেকে নির্গত হ'ল? এতে যে, আমার কি দুঃখ হ'ল, বুক চিরে দেখাবার হ'লে এই দণ্ডেই তা দেখাতেম।

ফণি। না প্রমদা, আমি তা ব'ল্‌চিনা; তবে আমাদের নাকি পরস্পর মিলনের কোন সম্ভাবনা নাই, তাই ব'ল্‌ছিলেম যে আজ্ হ'তে তুমি আমাকে বিস্মৃত হও।

প্রম। ফণি! কারে ভু'ল্‌তে ব'ল্‌চ? আমার হৃদয় খণ্ড খণ্ড ক'রে দেখ, প্রত্যেক পরমাণুতে তোমার প্রতিমূর্ত্তি অঙ্কিত রয়েছে।

ফণি। প্রমদা, তুমি যে কি গুণ দেখে আমার এত পক্ষপাতিনী হয়েছ, তা ব'লতে পারিনে; জগতে প্রধান সামগ্রী ধন,—কেননা ধনেই সকল দোষ ঢেকে রাখে,—ধনে মূর্খকে পণ্ডিত করে,—কুরূপকে রূপবান্ করে,—নির্গুণকে গুণবান্ করে,—বৃদ্ধকে যুবা করে, আমি সেই ধনে বঞ্চিত। সহস্র গুণে গুণবান্, সাক্ষাৎ কন্দর্পের ন্যায় রূপবান্, কতশত দিগ্বিজয়ী সম্রাট্ তোমার পাণি-গ্রহণে অভিলাষী, তাদের কাকেও বরণ ক'র্‌লে, তোমার পিতার মুখোজ্জ্বল ও বংশের নামোজ্জ্বল হ'ত; আর তুমিও পরম সুখে জীবন যাপন ক'র্‌তে পা'র্‌তে।

প্রম। সে সুখে আমার প্রয়োজন কি? তোমাকে এক মুহুর্ত্তের জন্য বিস্মৃত হ'য়ে আমি অমরাবতীর সুখও প্রার্থনা করিনা! আর নাথ, তুমি কেমন ক'রে, আমাকে অপরকে বরণ ক'র্‌তে ব'লছ?—তা হ'লে কি আমি দ্বিচারিণী হব না? যে দিন উপবন মধ্যে আমরা পরস্পর মালা বদল করেছি, সেই দিনই ত গন্ধর্ব্ব মতে আমাদের পরিণয় কার্য্য হয়েছে—সেই দিনই ত তুমি আমার প্রাণেশ্বর,—আমি তোমার ধর্ম্মপত্নী রূপে পরিণত হয়েছি!

ফণি। প্রিয়ে, আজীবন তুমি কষ্ট পাবে ব'লেই, আমি ও কথা ব'ল্‌ছিলেম; দেখ, আমাকে যদি জীবিত থা'ক্‌তে হয়, তা হ'লে আমি ত আর এ রাজ্যে—এ বেশে থা'ক্‌তে পা'র্‌বনা; আমাকে সন্ন্যাসী-বেশ ধারণ ক'রে, দেশে ২ ভ্রমণ ক'র্‌তে হবে।

প্রম। কেন, নাথ, তুমি সন্ন্যাসী হ'লে, এ দাসীও কি সন্ন্যাসিনী হ'তে পা'র্‌বেনা?

ফণি। সে কি, প্রমদা, তোমার এই কুসুম-সুকুমার দেহ কি সন্ন্যাসিনীর কঠোর ব্রত পালনের যোগ্য? এক দিনের জন্যেও সে দারুণ ক্লেশ তোমার সহ্য হবে না; সে কষ্ট তোমার কল্পনাতেও আসে না! আর তোমায় নিয়ে পলায়ন ক'র্‌লে যদি ধরা পড়ি, তা হ'লে মহাবিপদে প'ড়্‌তে হবে; তাই বলি প্রমদা আমার কথা রাখ, গৃহে প্রত্যাগমন ক'রে পিতা মাতার বশবর্ত্তিনী হ'য়ে থাক।

প্রম। প্রাণেশ্বর! তুমি কি মনে ভেবেছ, আমি আবার গৃহে ফিরে যাব? তা হলে তোমার সঙ্গে আর সাক্ষাৎ ক'র্‌তে এখানে আ'স্‌তেম না!

মনো। তাইত, প্রমদা মনে মনে এমন অভিসন্ধি করেছে, আগে জা'ন্‌তে পা'র্‌লে যে এখানে আ'ন্‌তেম না! না হয় কিছু দিন তোমাদের দেখা শুনা নাই হ'ত। ভাল প্রমদা, তুমি কি কিছু দিনের জন্যে ফণিকে বিদায় দিতে পার না? কারও স্বামী কি বিদেশে যায় না? দিন কতক অপেক্ষা কর, যাতে তোমাদের পুনরায় মিলন হয়, প্রাণপণে তার চেষ্টা ক'র্‌ব। এখন নাকি বড় গোলযোগটা হ'য়ে উঠেছে, কাজেই এখানে রা'খ্‌তে ভয় হয়; কি জানি রাগের বশে যদি কেউ এসে অমঙ্গল ঘটিয়ে বসে; তার চেয়ে সাবধান হওয়া ভাল না? দিন কতক বাদে অবশ্যই তোমার পিতা মাতার মন নরম হবে; হাজার হোক সন্তান তুমি, তোমার কষ্ট দেখ্‌লে অবশ্যই তাঁরা আপনারা অনুসন্ধান ক'রে ওই ফণিকে আনিয়ে তোমার সহিত বিবাহ দেবেন।

প্রম। আর এদিকে যে সুরেন্দ্রের সঙ্গে বিবাহের সম্বন্ধ স্থির হয়েছে!

মনো। হাজার সম্বন্ধ স্থির হ'ক্, তোমার অমতে তাঁরা কখনই তোমার বিবাহ দেবেন না। আর শুনেছি সুরেন্দ্রের সঙ্গে বিবাহ দিতে তোমার মায়ের মত নাই।

প্রম। মায়ের মতামতে এসে যায় কি? পিতার ত সম্পূর্ণ মত;—মত কেন, এক প্রকার প্রতিজ্ঞা ব'ল্লেই হয়। ক্ষত্রিয়ের প্রতিজ্ঞা ত জান, কিছুতেই লঙ্ঘন হবার নয়। সেদিন উঃ—পিতার সেই ভয়ানক মূর্ত্তির কথা মনে হ'লে, এখনও হৃদ্-কম্প উপস্থিত হয়! আমাকে কা'ট্‌বার জন্যে যখন তিনি অসি তুলেছিলেন, মা সে সময় উপস্থিত না থা'ক্‌লে হয়ত এক আঘাতেই আমার প্রাণ সংহার ক'র্‌তেন! আহা তাই যদি তিনি ক'র্‌তেন, তা হ'লে সব চুকে যেত; আর কোন যন্ত্রণাই ভোগ ক'র্‌তে হতনা! সে যাহ'ক্, সখি, আমি তাঁর সম্মুখে আর যেতে প'ার্‌ব না; যখন একবার গৃহ পরিত্যাগ ক'রে এসেছি, তখন আর ফিরে যাব না; বড় দুঃখ রৈল যে, মাকে চিরদিনের জন্যে চোখের জলে ভাসিয়ে এলেম! আহা! পিতা পাছে আমার প্রাণদণ্ড করেন, মা আমার সেই ভয়েতে এক দণ্ড আমার কাছ ছাড়া হ'তেন না! আমি যখন সেই মায়ের মায়া কাটিয়ে এসেছি, তখন আর সে ফাঁদে পা দেব না। এখন যদি প্রাণেশ্বর দাসী ব'লে অধিনীকে সঙ্গে লন, তবেই জীবন রক্ষা হবে; নতুবা আজ্ এই স্থানেই আমার জীবনের শেষ হবে! (রোদন)

ফনি। (প্রমদার হস্ত ধারণ করিয়া) ছি! ছি! প্রমদা, কেঁদ না! যদি তুমি একান্তই নিষেধ শু'ন্‌বে না, তবে চল! আমি আর কিছু ভা'ব্‌চি না,—তুমি রাজনন্দিনী হ'য়ে কেমন ক'রে যে পথের সেই দুঃসহ ক্লেশ সহ্য ক'র্‌বে, সেই চিন্তাতেই আমি ব্যাকুল হচ্ছি।

প্রম। সে জন্যে তোমার কোন চিন্তা নাই! মাতৃ গর্ভে থেকে কেউ কষ্ট সহ্য ক'র্‌তে শিখে আসে না! শৈব্যা, দ্রৌপদী, দময়ন্তী, সীতা, চিন্তা, এঁরা কি রাজনন্দিনী ছিলেন না?—এঁরা কি পতি প্রেম উদ্দেশে রাজ্য-ভোগ-সুখ বিসর্জ্জন-- দেননি?—বন মধ্যে মরণাধিক যন্ত্রণা পেলেও কি তাঁরা সে সকল কষ্ট সহ্য করেন নি? তাঁরা যদি পেরে থাকেন, তবে, নাথ, আমিই বা পা'র্‌বনা কেন?

মনো। প্রমদা!—তোমরা চ'লে গেলে আমার দশা কি হবে? (সরোদনে) তোমাদের নিয়ে যে আমি সকল দুঃখ ভুলে ছিলাম; তোমরা বই ত্রিলোকে যে আমার আর কেউ নাই! অতি শৈশব কালে পিতা মাতাকে হারিয়েছিলেম! রমণীর সার ধন যে পতি, সেই পতি যে কি পদার্থ তা এক দিনের জন্যে জা'ন্‌তে পারলেম না; বিবাহ হবার দুদিন না যেতে যেতেই এ রাক্ষসী তাঁকেও গ্রাস করেছে! এমন আত্মীয় স্বজন কেউ ছিলনা, যে অভাগিনীর মুখ চেয়ে দুট কথা বলে! তার পর যে দিন হ'তে তোমার পিতা, আমার কষ্টের কথা শুনে, তোমার সঙ্গিনী করেছিলেন, যে দিন তোমার ঐ চাঁদ মুখে আমায় দিদি ব'লে ডা'ক্‌লে, সেই দিন হ'তেই আমি সকল দুঃখ ভুলে গেলেম! আবার যে দিন

ফণি আমার ব্যথার ব্যথি হ'য়ে, আমার দুঃখের সমানাংশ-ভাগী হ'ল; যখন জা'নৃতে পা'র্‌লেম, ফণিও আমার মত ভাগ্যহীন, সেই দিন হ'তে ফণির উপর আমার সহোদর স্নেহ জন্মাল। তারপর দিন দিন ফণির গুণরাশিতে মুগ্ধ হ'য়ে, তোমার সঙ্গে ওঁর পরিচয় করিয়ে দিলেম। আমার বড় সাধ ছিল, তোমাদের মিলন করিয়ে দিয়ে, নয়ন, মন, চরিতার্থ ও জন্ম সার্থক ক'র্‌ব! কিন্তু হতভাগিনীর কপাল গুণে আপাততঃ ঘ'টে উ'ঠ্‌লনা—তা নাই হ'ক্‌, আমি কেবল ঈশ্বরের কাছে কায়মনোবাক্যে এই প্রার্থনা করি, যেখানে থাক তোমরা যেন সুখে থাক। এ পোড়া কপালী দুঃখ ভোগ ক'র্‌তেই পৃথিবীতে জন্মেছে, দুঃখ ভোগ ক'রেই যাবে, আমাকে আবার কে সুখী ক'র্‌তে পা'র্‌বে?

প্রম। ভাল দিদি! এস না কেন, আমরা তিন জনেই এদেশ থেকে চ'লে যাই?

মনো। তা হ'লে ত সুখের এক শেষ হ'ত। কিন্তু অভাগিনীর যে কপাল পোড়া, এই বয়েসে লোকে কি একটা কলঙ্ক রটাবে? আমার বেশ মনে নিচ্চে, কে যেন আমার কাণে কাণে এসে ব'লে দিচ্চে, যে তোমরা কোকনদে ফিরে এসে রাজসিংহাসনে ব'স্‌বে। যদি আমি তোমাদের সঙ্গে যাই—তা হ'লে ফিরে এসে কেমন ক'রে লোকালয়ে মুখ দেখাব?

প্রম। (মনোরমার হস্ত ধারণ করিয়া সংবাদনে) তবে কার কাছে আর মনের কথা বলে সুখী হব; যদি বিপদে পড়ি, কে সদ্‌যুক্তি দিয়ে আমাদের বিপদ থেকে উদ্ধার করবে,

এমন ক'রে বুক দিয়ে প'ড়ে, কে আর আমাদের রক্ষা ক'র্‌বে? দিদি, এ জন্মে কি আর তোমার সঙ্গে দেখা হবে না?

মনো। যদি পরমেশ্বর দিন দেন ত অবশ্যই হবে। এখন আর তোমরা এখানে বিলম্ব ক'র না।

প্রম। (সরোদনে) এস ভাই, একবার জন্মের মত আলিঙ্গন করি।

মনো। (সজল নয়নে গদ্গদ স্বরে) বালাই!

(পরস্পর আলিঙ্গন, প্রমদা কর্ত্তৃক মনোরমার পদধূলি গ্রহণ, মনোরমা প্রমদার চিবুক স্পর্শ করিয়া চুম্বন ও মস্তকাঘ্রাণ।)

প্রমদা! আর কাঁদাস্‌নে!—ফণি, সাবধান--খুব সাবধান! একে দেশ পর্য্যটন,—তায় নারী সঙ্গ।

ফণি। দিদি! তবে এই কি জন্মের মত—(নয়নে বসন দিয়া নিঃশব্দে রোদন)।

মনো। ওকি ফণি! তুমি পুরুষ হ'য়ে, এমন সময় এমন ক'রে মেয়ে মা'ন্‌ষের মত কাঁ'দ্‌তে লা'গ্‌লে! ছি-ছি চুপকর; প্রমদাকে নিয়ে শীঘ্র এখান থেকে চ'লে যাও, যদি কেউ তোমাদের খুঁ'জ্‌তে আসে ত সর্ব্বনাশ হবে।

(ফণি ও প্রমদার প্রস্থান।)

(নেপথ্যাভিমুখে দৃষ্টি করিতে করিতে) বুকফেটে যায়রে! কেমন করে বাড়ী ফিরে যাব? রে দারুণ বিধি! আমায় কি ভালবাসার সামগ্রী ভোগ ক'র্‌তে দিবি নে? (কাতর ভাবে ভূতলে উপবেশন পূর্ব্বক) হে বিপত্তারণ মধুসূদন! জন্ম দুঃখিনী মনোরমার কপালে যা ছিল তাই হ'ল; কিন্তু শোক দুঃখ বাল্যাবধিই আমার সহ্য আছে, সে জন্যে আমি কিছু

মাত্র কাতর নই; এখন তোমার চরণে দাসীর কেবল এই ভিক্ষা,—এই ক'র নাথ! যেন ফণি প্রমদা যেখানে থাকে, নিরাপদে থাকে!

পটক্ষেপণ।

[ইতি দ্বিতীয়াঙ্ক]

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

(মহীশূর রাজ্যের সমীপস্থ উপবন,)

(ফণিভূষণ ও প্রমদার প্রবেশ)।

প্রম। (ফণিভূষণের বাহু অবলম্বন পূর্ব্বক) নাথ! আর যে আমি চ'ল্‌তে পারিনে, আমার সর্ব্ব শরীর অবশ হ'য়ে আ'স্‌চে! এখনও আর কতদূর যেতে হবে?

ফণি। (সহাস্যে) প্রমদা, তুমি এই টুকু পথ এসেই এত ক্লান্ত হ'য়ে প'ড়্‌লে, এখনও অনেক দূর গেলে তবে নিরাপদ হ'তে পা'র্‌ব।

প্রম। কেন, এ স্থানটী ত বেশ নির্জ্জন ব'লে বোধ হ'চ্চে।

ফণি। স্থানটী নির্জ্জন বটে, কিন্তু এর অতি সন্নিকটেই অমরেন্দ্রের রাজধানী; তারা সর্ব্বদাই এই দিকে এসে থাকে। বরং মহারাজ চন্দ্রকান্তের হাতে পার আ'ছে; কিন্তু সুরেন্দ্রের হাতে প'ড়্‌লে, কিছুতেই নিস্তার থা'ক্‌বে না, দুজনকেই প্রাণ হারাতে হবে।

প্রম। তবে এখন উপায় কি? আমি ত আর পা তু'ল্‌তে পাচ্চিনে,—তৃষ্ণায় গলা শুকিয়ে গেছে—কথা কইতেও কষ্ট বোধ হচ্চে!

ফণি। এস তবে ক্ষণকাল না হয় এই স্থানেই বিশ্রাম করা যাক্‌

(ফণির উপবেশন ও ফণির ক্রোড়ে মস্তক রাখিয়া প্রমদার শয়ন)।

ফণি। (বসন দ্বারা প্রমদার মুখ মুছাইয়া) আহা, প্রমদা! তোমার এ কষ্ট যে আর দে'খ্‌তে পারিনে! আমি তখনইত তোমাকে ব'লেছিলাম, বনের দারুণ কষ্ট তোমার কখনই সহ্য হবে না! সূর্য্যের প্রখর কিরণে, তোমার কোমল শরীর দগ্ধ হ'য়ে যাবে,—পথশ্রমে নিতান্ত ক্লান্ত হ'য়ে প'ড়্‌বে! চির দিন রাজভোগে ছিলে, ক্লেশ কারে বলে জা'ন্‌তে না; এখন কেমন ক'রে এই কণ্টকময় বনভূমিপর্য্যটনের দারুণ কষ্ট সহ্য ক'রে, বন্য ফলমূল খেয়ে যে প্রাণ ধারণ ক'র্‌বে, আমি তাই ভেবে অস্থির হচ্চি। আগমন কালে মনোরমাও —তোমায় কত বুঝিয়ে ছিল, তুমি কারও কথা শু'ন্‌লে না।

প্রম। প্রাণেশ্বর! সে জন্যে তোমার চিন্তা নাই; এ রকম কষ্ট নূতন নূতন দু এক দিন হ'তে পারে; তারপর আপনিই সহ্য হ'য়ে যাবে। আর যদি নিতান্তই সহ্য না হয় যদি প্রাণই যায়, তবে গৃহে থেকে আত্মীয় স্বজনের— ভর্ৎসনায় প্রতিবাসীর গঞ্জনায়--পিতা মাতার তাড়নায় প্রাণ পরিত্যাগ করা অপেক্ষা, যদি তোমার চরণ-তলে মৃত্যু হয়, সে মৃত্যু কি সুখের হবে না? অবলাগণের এমন মৃত্যু কি প্রার্থনীয় নয়?

ফণি। তা হ'লে অঙ্ক-লক্ষ্মী-বিহীন, এই ভাগ্যহীন পুরুষের দশা কি হবে ?

প্রম। নাথ! ভবিষ্যতের ভাবনা ভেবে, এমন ক'রে মনকে বৃথা কষ্ট দিলে কি হবে ? অদৃষ্টের লিখনত কেউ খণ্ডাতে পা'র্‌বে না! সে যা হ'ক্ নাথ, এর সন্নিকটে কি কোন সরোবর নাই ?-আমার অত্যন্ত পিপাসা পেয়েছে। প্রস্থান

ফণি। তবে তুমি ক্ষণকাল এই বৃক্ষমূলে বিশ্রাম কর, আমি অন্বেষণ ক'রে দেখি, কোথাও জল আছে কি না।

প্রম। অধিকক্ষণ যেন বিলম্ব না হয়—আমি একা থা'ক্‌তে পা'র্‌বনা।

ফণি। না আমি এখনই ফিরে আ'স্‌চি।

(ফণির প্রস্থান)

প্রম। আহা, এই অভাগিনীর জন্যে প্রাণেশ্বর কত কষ্টই পাচ্চেন! এ রাক্ষসী যে কি কুক্ষণে সংসারে পা বাড়িয়েছিল, তা ব'ল্‌তে পারিনে! এ পাপিনী সকলেরই দারুণ অসুখের কারণ হ'ল! এ হতভাগিনীর যদি নিতান্তই হতভাগ্য না হবে, তা হ'লে, যিনি প্রাণাপেক্ষা আমাকে স্নেহ ক'র্‌তেন,—অতি গুরুতর অপরাধেও আমাকে একটী উচ্চ কথা বলেননি ; সেই স্নেহময় পিতা এক সামান্য কারণে, সেই অপার স্নেহ মমতায় জলাঞ্জলি দিয়ে, এমন বিজাতীয় ক্রোধের বশীভূত হবেন কেন ? আহা! আমার স্নেহময়ী জননী, আমি এক দণ্ড চক্ষের অন্তরাল হ'লে যিনি পৃথিবী শূন্য দে'খ্‌তেন ; আমার বিচ্ছেদ শোকে না জানি তিনি কি ক'রচেন!—আমিই তাঁর জীবনের একমাত্র আধার! আহা!

তিনি ব'লতেন "প্রমদাই আমার মেয়ে—প্রমদাই আমার ছেলে—প্রমদাই রাজ সিংহাসনে ব'সে রাজত্ব ক'রবে"। আমি তাঁর সে সকল সাধেই বঞ্চিত ক'রেছি! হায় মা! কেন তুমি এই নৃশংসা রাক্ষসীকে, জঠরে ধারণ ক'রেছিলে?

(নেপথ্যে চীৎকার শব্দ।)

প্রম। (গাত্রোত্থান পূর্ব্বক শশব্যস্তে) ওকি? প্রাণেশ্বরের কণ্ঠস্বরের ন্যায় বোধ হ'ল না? কোন হিংস্র জন্তুতে কি তাঁরে আক্রমণ ক'রেছে?—না আমার ব্যাধরূপী পিতা, ব্যাধতাড়িতা এই হরিণীর হরিণটীকে জাল বদ্ধ ক'রলেন? এখন আমি কি করি? (পুনরায় শব্দ) ওই যে আবার! এবার তাঁর কণ্ঠস্বর স্পষ্ট শু'নতে পাচ্চি, আর আমি অপেক্ষা ক'রতে পারিনে; আমিও গিয়ে সেই জালে বদ্ধ হই; যদি প্রাণ হারাতে হয়—একেবারে দুজনেই হারাব!

(একদিক দিয়া দ্রুতবেগে প্রস্থান।)

(ক্ষণকাল পরে অপর দিক দিয়া ফণিভূষণের প্রবেশ।)

ফণি। (ইতস্ততঃ দেখিয়া) কৈ, প্রমদা কোথায় গেল?—দুরাত্মা কি আমাকে ধ'রতে না পেরে, আমার নয়ন-মণি অপহরণ করেছে?—আমার প্রাণ বধ ক'রতে না পেরে কি আমার প্রাণের প্রাণ—প্রমদার প্রাণ বধ ক'রলে?—হায়! প্রমদা! কোথায় গেলে? হা প্রিয়ে, তোমার অদৃষ্টে কি শেষে এই ছিল?—আমি এত যত্নে সিংহ শাবককে, সিংহের গুহা হ'তে এনে, শেষে শৃগালের হস্তে অর্পণ ক'রলেম?—অতি কষ্টে সমুদ্র গর্ভ হ'তে রত্ন এনে,

কি শত্রুর মনোরথ পূর্ণ ক’র্‌লেম? সুরেন্দ্র! তুই আমার জীবনের জীবন—সর্ব্বস্বধন অপহরণ ক’রে, মনে করিস্‌নে যে নির্ব্বিঘ্নে থা’ক্‌তে পা’র্‌বি! ভীম-পরাক্রম ভীমসেন, যেমন দুঃশাসনের শোণিত পান ক’রেছিল, ফণিভূষণও যদি জীবিত থাকে, তবে যখনই হ’ক্‌,—যে উপায়েই হ’ক্‌, সেই রূপে তোর শোণিত পান ক’র্‌বে!

[অসি হস্তে বেগে সুরেন্দ্রের প্রবেশ]

সুরে। রে ভীরু! প্রাণ ভয়ে পলায়ন করেছিলি,—এখন তোর্‌ জীবন কা’র হাতে?—এই দেখ্‌ তোর কৃতান্ত তোর সম্মুখে উপস্থিত;—জন্মের মত আত্মীয় স্বজনকে স্মরণ ক’রে নে—আজ তোর বিবাহের সাধ জন্মের মত ঘুচাব!

ফণি। বিধাতা আমার প্রতি প্রসন্ন হ’য়ে, আমার চির শত্রুকে সম্মুখে এনে দেছেন; পামর!—আজ তোর শোণিতে গায়ের জ্বালা নিবারণ ক’র্‌ব! ক্ষত্রিয়াধম! ফণিভূষণ নিরস্ত্র হলেও, তোর মত সহস্র অস্ত্রধারীকে, অবলীলাক্রমে পদতলে দলিত ক’র্‌তে পারে। (সজোরে বৃক্ষের একটী শাখা ভগ্ন করিয়া) ফণি ভূষণের শত্রু কখনই অক্ষত শরীরে জয়লাভ ক’র্‌তে পা’র্‌বেনা!

সুরে। দেখ্‌ পারে কিনা!—আজ ইন্দ্র, চন্দ্র, রুদ্রপালও তোকে রক্ষা ক’র্‌তে সমর্থ হবেনা। (অসি উত্তোলন করিয়া) এই তোর সমর-সাধ জন্মের মত শেষ হয়!

(সুরেন্দ্র ফনিকে আঘাত করিবার পূর্ব্বে, ফনি বৃক্ষ শাখা দ্বারা সুরেন্দ্রের হস্তে সজোরে আঘাত, ও সুরেন্দ্রের অসি ভূতলে পতন—ফনি বাম হস্তে সুরেন্দ্রের গ্রীবাদেশ ধারণ করিয়া দক্ষিণ হস্তে কপোল দেশে ঘন ঘন মুষ্টাঘাত)

ফনি। দুরাশয়! দেখ্, ধর্ম্মের জয়—সত্যের জয় আছে কিনা!—দেখ্, দুরাত্মার দুরভিসন্ধির পরিণাম—দুষ্কর্ম্মের প্রতিফল কি রূপ! (সজোরে সুরেন্দ্রকে ভূতলে নিক্ষেপ করিয়া বক্ষঃস্থলে উপবেশন পূর্ব্বক,) সুরেন্দ্র! এই তোর বীরত্ব?—এই তোর ভুজবল?—এই ভুজবলে তুই রাজ্য রক্ষা ক'র্বি? সশস্ত্র হয়েও একজন নিরস্ত্র ব্যক্তির নিকট পরাস্ত হলি? ধিক্ তোর জীবনে!--ধিক্ তোর বাহুবলে!--ধিক্ তোর অস্ত্র ধারণে! ক্ষত্রিয়াধম! তুই কোন্ মুখে ক্ষত্রিয়কুমার—রাজকুমার ব'লে পরিচয় দিস্?—তুই ক্ষত্রিয় কুলের কুলাঙ্গার—তোর হ'তে আজ ক্ষত্রিয় কুলের কলঙ্ক হ'ল! এখন তোর সে দম্ভ কোথায় রৈল—এই না একটু পূর্ব্বে আমাকে বল্ছিলি "তোর জীবন এখন কার হাতে"? এখন বল্দেখি পামর—কার জীবন কার হাতে? তোর তরবার দিয়েই, যদি তোর শিরচ্ছেদন করি, তাহ'লে কে তোকে রক্ষা ক'র্তে পারে? কিন্তু তোর সে ভয় নাই;—ফনি এমন কাপুরুষ নয়—যে অস্ত্রহীন ভূতলশায়ী ব্যক্তির উপর অস্ত্রাঘাত ক'র্বে! তোকে আমি যা জিজ্ঞাসা ক'র্ব, তার যদি যথার্থ উত্তর দিস্ তাহ'লে এখনই তোকে নির্ব্বিঘ্নে যেতে দিই; শীঘ্র বল—প্রমদা কোথায় গেল!—চুপ ক'রে রৈলি যে? (পরীক্ষা করিয়া) একি—সংজ্ঞাহীন?—না কাপট্য?

(পশ্চাৎ দিক্ হইতে অতি সতর্ক পূর্ব্বক কতিপয় সৈনিকের প্রবেশ ও ফণির কর ধারণ)

ফণি। দস্যু ছাড়্ ব'লচি—নৈলে এখনি এর প্রতিফল পাবি! (সুরেন্দ্রর বক্ষ হইতে অবতরণ; সজোরে সৈনিকগণের হস্ত ছাড়াইয়া, রিক্ত হস্তে যুদ্ধ; ফণিকে বেষ্টন করিয়া, ফণির মস্তকোপরি এককালে সকল সৈনিকের প্রহার; মস্তক ধরিয়া ফণির ভূতলে উপবেশন, ও সকলে একত্রে হইয়া ফণিকে বন্ধন)

১ম সৈনি। কি হে ঠাকুরজামাই যে, বলি এত রাগ কেন? কাকেও না ব'লে ক'য়ে ঠাকুরঝির হাতটী ধ'রে চ'লে এলে, আর ওদিকে মহারাজ তোমার বিয়ের সব উদ্যুগ ক'রে ব'সে আছেন; পাতরের পাঁচিল ঘেরা সুন্দর বাসর ঘর সাজিয়ে রেখেছেন, এখন চল সেই খানে তোমায় নিয়ে গিয়ে একটু আমোদ করি।

ফণি। (স্বগত) আঃ সর্ব্বনাশ! যাদের ভয়ে পলায়ন ক'র্‌লেম, এখানে এসেও আবার তাদেরই হাতে প'ড়্‌লেম? (প্রকাশ্যে) কি ব'ল্‌ব কেশরী আজ কৌশলে-জালে বদ্ধ হয়েছে!

২য় সৈনি। ওহে ঠাকুর জামাই, তোমার শ্যালী শ্যালাজ-দের কেমন সুন্দর চেহারা গুলি দেখেছ?—যেন যমের বৈমাত্র ভগ্নি—এরা আবার যখন রসিকতা ক'র্‌বে, তোমাকে আর পাশফিরে শুতে হবেনা, মাইরি ব'লচি তেমন রসিকতা তোমার বয়সে কখন দেখনি।

১ম সৈনি। (অসি ও যষ্টি উত্তোলন করিয়া) আবার এদিকে দেখেছ ?—বাসর ঘরে তামাসা ক'রে এই সকল জল খাবার দেব ; চিনে খেতে হবে ভাই, দেখ্‌ব কেমন তুমি রসিক।

২য় সৈনি। হয় ত বাসর ঘরে মূলেই জা'গ্‌তে হবেনা, একেবারেই ফুল শয্যায় শুতে হবে ; চেলা কাটের কোমল শয্যায় শুয়ে পরম সুখে গাঢ় ঘুমে অচেতন হবে।

৩য় সৈনি। ওহে আবার এদিকে দেখ (সুরেন্দ্রের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া) আমাদের রাজনন্দিনী পুরুষের বেশ ধ'রে শুয়ে আছেন। (সুরেন্দ্রের নিকট গমন পূর্ব্বক) রাজকুমারি! তোমার এ বুদ্ধি কেন হ'য়েছিল মা ? তুমি একজন ভণ্ডের কথায় ভুলে, এমন কুকাজ কেন ক'রে ছিলে মা ? তুমি যে মা কোকনদের রাজ্যেশ্বরী-রাজলক্ষ্মী ; আমরা তোমার আজ্ঞাবহ দাস হ'য়ে, কেমন ক'রে, তোমাকে এখন বন্দিনী ক'রে নিয়ে যাব ?

(সুরেন্দ্রর পার্শ্ব পরিবর্ত্তন)

১ম সৈনি। ওরে ব্যাটা মা ব'ল্‌চিস্ কারে ?—এতো মা নয়, এযে দে'খ্‌ছি বাবা !

২য় সৈনি। ওরে চুপ্ চুপ্ !

১ম সৈনি। কেন ?—উনি কে ?

২য় সৈনি। জানিস্ নে ?—উনি মহারাজ অমরেন্দ্রের পুত্র, সুরেন্দ্র।

১ম সৈনি। কি সর্ব্বনাশ ! উনি তবে এ অবস্থায় এখানে শুয়ে কেন ?

২য় সৈনি। কিছুই তো বুঝ্‌তে পার্‌চিনে।

সুরে। (গাত্রোত্থান পূর্ব্বক) কে তোরা ?

৩য় সৈনি। আজ্ঞা, আমরা মহারাজ চন্দ্রকান্তের সৈন্য; রাজকুমারী আর এই বিটলে বামুনটার সন্ধানে এসেছিলেম।

সুরে। সে দুরাত্মা যে এই খানে ছিল! কোথায় গেল ?

১ম সৈনি। এই যে আমরা তাকে বন্ধন করেছি।

সুরে। (দণ্ডায়মান হইয়া) কৈ সে পিশাচ ?—কৈ সে ভীরু! আমি এখনই তার পাপের প্রতিফল দিচ্চি! আমি এখনই ওকে যমালয়ে পাঠাচ্চি!

ফণি। হাঁ—সুরেন্দ্র, এই তোর বীরত্ব প্রকাশের সময় হয়েছে; যদি তুই রুদ্ধ-দ্বার-অন্তঃপুরের মধ্যে,—তোর জননীর—অথবা তোর সহধর্ম্মিণীর অঞ্চল ধারণ ক'রে, এই বীরত্ব প্রকাশ ক'র্‌তিস, তা হ'লে আরও মিষ্ট লা'গ্‌ত!

সুরে। এ ইতরের বাক্য আর সহ্য হয় না, তোমরা ওকে শীঘ্র ছাড়!

ফণি। কি ?—আমি ইতর ? কাপুরুষ!-তুই কি ক্ষত্রিয়ের ঔরসে জন্মেছিস্‌ ? কৃতঘ্ন!—মনে নাই, এই ফণিভূষণ মুহূর্ত্ত পূর্ব্বে দয়া ক'রে তোর জীবন রক্ষা করেছে ? (দন্তে দন্ত ঘর্ষণ পূর্ব্বক) ওঃ—কি ব'ল্‌ব উপায় নেই!

সুরে। (আরক্ত নয়নে সৈন্যগণের প্রতি) তোমরা কি আমার অনুমতি শুন্‌বেনা ?

৩য় সৈনি। যুবরাজ, ক্ষান্ত হ'ন,—আমরা কর যোড়ে ব'ল্‌চি, ক্ষান্ত হ'ন! আপনি ক্ষত্রিয় কুমার হ'য়ে কেমন ক'রে

নিরস্ত্র ব্যক্তির উপর অস্ত্রাঘাত ক'রবেন? বিশেষতঃ আমাদের মহারাজ ফনিকে ধ'রে নিয়ে যেতে অনুমতি করেছেন, প্রাণদণ্ড ক'র্‌তে বলেন নাই; তবে কেমন ক'রে আমরা ওর প্রাণ দণ্ড ক'র্‌তে ব'ল্‌তে পারি?

সুরে তবে শীঘ্র ও দুর্ম্মুখকে আমার সম্মুখ হ'তে লয়ে যাও।

১ম সৈনি। যে আজ্ঞা।

২য় সৈনি। সুধু একে নিয়ে গেলে কি হ'বে? রাজকুমারী কৈ? এখনও পর্য্যন্ত তাঁর ত কোন সন্ধান পেলেম না।

সুরে। আচ্ছা—আমি নিজে তার সন্ধান ক'র্‌চি! তোমরা ওই পাপিষ্ঠকে ল'য়ে গিয়ে, তোমাদের মহারাজকে আমার অভিবাদন জানিয়ে ব'ল, যেন তিনি গমন-মাত্রেই মস্তক ছেদন করেন।

৩য় সৈনি। যে আজ্ঞা।

(ফনিকে লইয়া সৈন্যগণের প্রস্থান)

সুরে। একটা শক্রত নিপাত হ'ল! ওঃ—পাপিষ্ঠকে আমি দুর্ব্বল ব্রাহ্মণ ব'লে উপেক্ষা ক'রেছিলেম; কিন্তু দেখ্‌লেম, নিতান্ত দুর্ব্বল নয়—গায় বিলক্ষণ শক্তি আছে! সৈন্যগণ সে সময় উপস্থিত না হ'লেত, আমার প্রাণ বিনাশ ক'রেছিল! যাহ'ক এখন সে কালসাপিনী কোথায়?—দুজনে একত্রে এসেছিল—কিন্তু সে পাপীয়সী কোথায় পলায়ন ক'র্‌লে? যেখানেই যাক্, এখনও এ উপবন ছাড়িয়ে যেতে পারেনি; সন্ধান ক'র্‌লে তারে ধ'র্‌তে পা'র্‌ব।

(ইতস্ততঃ অন্বেষণ) ওই যে কে একজন এই দিকে আস্‌চেনা?—তারই মত বোধ হ'চ্চে যে! যেই হ'ক আমি এই বৃক্ষান্তরালে দাঁড়িয়ে দেখি, কোথায় যায়—কি ক'রে। (বৃক্ষান্তরালে অবস্থিতি)

(প্রমদার প্রবেশ)

প্রম। (ইতস্ততঃ অন্বেষণ করিতে করিতে) এই যে দে'খ্‌লেম, আবার কোথায় গেলেন?-পরিহাস ক'র্‌চেন নাকি? প্রাণেশ্বর! তোমার পায়ে পড়ি, আর পরিহাসে কাজ নাই; আমার অত্যন্ত পিপাসা হ'য়েছে প্রাণ যায়—শীঘ্র জল দিয়ে প্রাণ রক্ষা কর!—কখন্ জল আ'ন্‌তে গিয়েছিলে বল দিকি? শীঘ্র আ'স্‌ব ব'লে গেলে—এই কি তোমার শীঘ্র আসা? আমি অবলা হ'য়ে, এই বনের মধ্যে কি একা থা'ক্‌তে পারি?—ভয়ে আমার প্রাণ কাঁপ্‌চে; এর একটু পূর্ব্বে ভয়ানক একটা চীৎকার শুনে, আমার প্রাণ উড়ে গিয়েছিল, ভা'বলেম বুঝি কি সর্ব্বনাশ হ'ল। ছুটো ছুটী ক'রে দে'খ্‌তে গিয়ে, এই দেখ, গাছের ডাল-পালা-কাঁটা লেগে, সর্ব্বশরীর ক্ষত বিক্ষত হ'য়ে গেছে—ঝর ঝর ক'রে রক্ত প'ড়্‌চে! (সুরেন্দ্রকে বৃক্ষান্তরালে দেখিয়া) আমি দেখ্‌তে পেয়েছি—আর লুক'তে হবে না! প্রাণেশ্বর—

(বৃক্ষান্তরাল হইতে সুরেন্দ্রের বহির্গমন)

সুরে। হা! হা! হা! প্রমদা, ধর্ম্ম সাক্ষী! তুমি আমাকে প্রাণেশ্বর বলে সম্বোধন ক'র্‌লে!

প্রম। (সভয়ে স্বগত) হায়, একি সর্ব্বনাশ! তবে জীবিতেশ্বর কোথায় গেলেন! ওই যে ওর হাতে অস্ত্র, তবেই

আমার কপাল পুড়েছে! তখন সেই দারুণ চীৎকার শুনে, আমি যা ভেবেছি, যথার্থই কি আমার সর্ব্বনাশ হ'ল! হা নাথ!—অভাগিনীর জন্যে যথার্থই কি তোমার প্রাণ গেছে? এত ক'রে কিছুতেই রক্ষা ক'র্তে পা'র্লেম না? কেন আমার মাথা খেয়ে তোমায় জল আ'ন্তে পাঠিয়েছিলাম? পিপাসায় না হয় আমার প্রাণ যেত! হা হৃদয় বল্লভ! সিংহের গ্রাস থেকে মুক্ত হ'য়ে, শেষে কি শৃগালের হাতে প্রাণ হারালে? (রোদন)

সুরে। প্রমদা, আর রোদনে ফল কি? তুমি আমাকে বঞ্চিত ক'রে, তোমার হৃদয় সিংহাসনে ফণিকে অভিষেক করেছিলে; আমি আজ ভুজবলে, আমার সেই প্রতিদ্বন্দীকে পরাস্ত ক'রে, সেই সিংহাসন পুনরায় অধিকার ক'র্ব।

প্রম। সুরেন্দ্র আর বাক্যবাণে আমাকে বিদ্ধ ক'র না; শীঘ্র বল, তাঁর প্রতি কোন অত্যাচার করেছ কি না? যদি ক'রে থাক, তবে যে অসিতে—যে দারুণ অসিতে—যে পাপ হস্তে আমার হৃদয়বল্লভকে বিনাশ করেছ;—সেই পাপ অসি দিয়ে, আমার হৃদয়কেও খণ্ড খণ্ড ক'রে ফেল, তোমার চরণে ধরি আর বিলম্ব ক'র না!

সুরে। ছি প্রমদা! তুমি মহারাজ চন্দ্রকান্তের কন্যা হ'য়ে, একজন ভিক্ষুক ব্রাহ্মণের প্রণয়ে অন্ধ হয়েছ?

প্রম। যে তাঁকে ভিক্ষুক ভাবে ভাবুক; আমি তাঁকে সসাগরা সদ্বীপা পৃথিবীর অধীশ্বর জ্ঞান করি।

সুরে। তা বড় অসঙ্গত নয়; তোমার এই অমূল্য যৌবনধনে যে অধিকারী হবে, সে সসাগরা পৃথিবীর

অধীশ্বর হ'তেও শ্রেষ্ঠ!—কিন্তু তা ব'লে কি, হোমের ঘৃত কুকুরের সেব্য হবে?—অমূল্য মুক্তার মালা কি বানরের কণ্ঠভূষণ হবে?—দেবাঙ্গনা কি অসুরের ভোগ্যা হবে? প্রমদা, আমি তোমায় বিনয় ক'রে ব'লচি, সে ভিক্ষোপ-জীবীর কথা আর মুখে এননা। আমি তোমার সকল অপরাধ মার্জ্জনা ক'রচি। চল, আমার সঙ্গে মহীশূরের রাজ-রাজেশ্বরী হ'য়ে, পরম সুখে কালযাপন ক'রবে।

প্রম। সুরেন্দ্র, তুমি কি সামান্য রাজ্য ঐশ্বর্য্যের লোভ দেখাচ্চ? আমার পিতার কি রাজ্য ছিল না?—অতুল ঐশ্চর্য্য ছিলনা?--আমিই কি সে সকলের অধিকারিণী হ'তেম না? সে সমস্ত যখন অবলীলাক্রমে পরিত্যাগ ক'রে এসেছি; তখন তোমার ও সামান্য রাজ্য লোভে কি আর মুগ্ধ হ'ব? তুমি বারবার ওরকম কথা ব'লে, আমাকে ত্যক্ত ক'র না। যদি তোমার ক্ষমতা থাকে, আমার উপকার ক'রবার ইচ্ছা থাকে—তোমার ঐ অসি দিয়ে, আমাকে খণ্ড খণ্ড ক'রে, আমার সকল যন্ত্রণা নিবারণ কর।

সুরে। প্রমদা, এখনও আমি তোমাকে বন্ধুর ন্যায় উপদেশ দিচ্চি; যদি আপনার মঙ্গল চাও, তবে দ্বিরুক্তি ক'র না, আমার পশ্চাদ্বর্ত্তিনী হও। ভাল, আমাকে তুমি এত ঘৃণা কর কেন? আমার কি রূপ নাই—না গুণ নাই,—না ঐশ্বর্য্য নাই! তবে তুমি আমায় কেন না বিবাহ ক'রবে।

প্রমা। স্ত্রীলোকের কতবার বিবাহ হ'য়ে থাকে? আমি পুনঃ পুনঃ ব'লচি সেই ব্রাহ্মণ কুমার আমার হৃদয় বল্লভ—তাঁর সঙ্গে গোপনে আমার বিবাহ হয়েছে।

সুরে। বিবাহ গোপনে হয়েছে? প্রকাশ্যে ত হয়নি? তবে তাতে কোন দোষ নাই। আর তুমি যদি লোক লজ্জার ভয়ে, নিতান্তই আমাকে পতিত্বে বরণ না কর; তবে চল, তোমাকে গোপনে আমার বিলাস কাননে নিয়ে রাখি; সেখানে চন্দ্র সূর্য্যও তোমাকে দে'খ্‌তে পাবে না—পবনও তোমায় স্পর্শ ক'র্‌তে পা'র্‌বেনা। তুমি সেই উপবনের অধিষ্ঠাত্রী দেবীর মত আমার হৃদয়েশ্বরী হ'য়ে থা'ক্‌বে, আমি অনুগত দাসের মত দিবা রাত্রি তোমাকে ভজনা ক'র্‌ব।

প্রম। (সদর্পে) কুলাঙ্গার! ধিক্ তোরে! এ কথা উচ্চারণ ক'র্‌তে তোর জিহ্বা শত খণ্ড হ'য়ে প'ড়লনা? মানব দেহ ধারণ ক'রে, পশুর ন্যায় ব্যবহার? রাজা চন্দ্র-কান্তের কন্যা কি বারবিলাসিনীর ন্যায় তোর জঘন্য পশু বৃত্তি চরিতার্থের সামগ্রী হ'বে? তুই বারবার কি ঐশ্বর্য্য সুখের প্রলোভন দেখাচ্চিস্? আমি দর্প ক'রে ব'ল্‌চি, যদি শচীপতি শচীকে পরিত্যাগ ক'রে আমাকে ভজনা করেন,—যদি রোহিণীনাথ রোহিণীর প্রণয়ে পরাঙ্মুখ হ'য়ে, আমার পাণি গ্রহণে অভিলাষী হ'ন,—যদি ধনেশ্বর তাঁর সমস্ত ধনের অধিকারিণী করেন,—অধিক কি যদি স্বয়ং দেবাদিদেব মহাদেব, মোক্ষধন প্রদানে অঙ্গীকৃত হ'য়ে, তাঁর সহধর্ম্মিণী হ'তে বলেন; স্ত্রীলোকের অমূল্য ধন সতীত্ব রত্ন রক্ষার জন্যে, সে সমস্ত ও তুচ্ছ জ্ঞান করি!

সুরে। তাইত, এযে দেখ্‌চি—সতী সাধ্বী পতিব্রতা সাবিত্রীর দ্বিতীয় অবতার! ভাল যার জন্যে সতীত্বের এত

ছড়া ছড়ি ক'র্‌চ—যদি রাজা চন্দ্রকান্ত তাঁর প্রাণ দণ্ড করেন ?

প্রম। যদি করেন ? তবে কি তিনি এখনও জীবিত আছেন ? আবার কি হতভাগিনী তাঁর শ্রীচরণ দেখ্‌তে পাবে ?

সুরে। তা আর বড় হ'য়ে উঠ্‌চেনা, অধিকক্ষণ আর তাঁকে মর্ত্ত্যভূমে থাক্‌তে হবে না ? তোমার পিতার শাণিত খড়্‌গ, তার জন্যে অপেক্ষা ক'রে আছে—সেখানে উপস্থিত হবা মাত্রেই তার উচ্চাভিলাষের মূলচ্ছেদ হবে।

প্রম। যদি পিতা এতই নিষ্ঠুর হন, যদি নিতান্তই প্রাণেশ্বরের প্রাণ দণ্ড করেন ; তবে তাঁর বিচ্ছেদে, আমি চির বৈধব্য যন্ত্রণা সহ্য ক'র্‌ব ! অরণ্য আমার বাস ভূমি হ'বে, বন দেবতাগণ আমাকে আপদে বিপদে রক্ষা ক'র্‌বেন, বনচারিণীগণ আমার সহচারিণী হবেন, বন্য ফল মূল, খেয়ে জীবন ধারণ ক'র্‌ব ! পরকালের চিন্তায়—পরমেশ্বরের আরাধনায়—কঠোর সাধ্য ব্রত আচরণে দেহ পাত ক'রব ; কিন্তু প্রাণ থা'ক্‌তে কখনই কুপথে পদার্পণ ক'র্‌ব না। প্রাণেশ্বর ভিন্ন অন্য কোন পুরুষকে হৃদয়ে স্থান দান কর্‌তে অভিলাষ ক'র্‌লে, যদি সে পাপহৃদয়কে খণ্ড খণ্ড ক'র্‌তে না পা'র্‌ব ; এ পাপ নয়ন সতৃষ্ণ ভাবে পরপুরুষের দিকে দৃষ্টিপাত ক'র্‌লে, যদি তা উৎপাটন ক'র্‌তে না পা'র্‌ব ; তবে সতীর সতীত্বই বা কি, আর পতিব্রতা ধর্ম্মই বা কি ? এ সকল কি কেবল কথা মাত্র ? কখনই নয় ! আমি নিশ্চিত ব'ল্‌চি, যদি আমার প্রতি বল প্রকাশ ক'র্‌তে চেষ্টা কর,

তবে সেই দণ্ডেই, তোমার সম্মুখে আত্মঘাতিনী হ'য়ে, এই সংসারে পতিব্রতা সতী আছে কিনা দেখাব !

সুরে। কুলনাশিনি !—স্বেচ্ছাচারিণি ! তোর আবার সতীত্ব ? এতক্ষণ মিষ্ট কথায় ব'ল্‌ছিলাম ব'লে কি স্পর্দ্ধা বেড়ে গিয়েছে ? সহজে না গেলে, আমি কি তোকে জোর ক'রে নিয়ে যেতে পারিনে ? তোর এখানে কে আছে—কে রক্ষা ক'রবে ? কার ভরসায় এখনও এ প্রলাপ বাক্য মুখ দিয়ে বা'র ক'র্‌চিস্‌ ?

প্রম। আমার কে আছে ?—কে রক্ষা ক'র্‌বে? পামর ! জাননা, অবলার বল—অনাথার সহায়—সেই সর্ব্বশক্তিমান্‌ ঈশ্বর সর্ব্বত্র বিদ্যমান্‌ রয়েছেন ? তিনি কি এই অনাথার রোদন শু'ন্‌বেন না ? তিনি কি তোর এই দুষ্কর্ম্মের সমুচিত দণ্ড বিধান ক'র্‌বেন না ?

সুরে। নিতান্তই তোর দুর্ব্বুদ্ধি ঘটেছে! আমি এখনও ব'ল্‌চি, যদি মান চাস্‌, প্রাণ চাস্‌—আমার কথা রাখ্‌, তা না হ'লে নিশ্চয়ই তোকে বেঁধে নিয়ে যাব।

প্রম। তুই আমাকেই বেঁধে নিয়ে যাবি, আমার মনকে কখনই বাঁ'ধ্‌তে পা'র্‌বিনে। আমার মন আজও যেরূপ, কালও সেইরূপ থা'ক্‌বে, দুদিন পরেও সেইরূপ থা'ক্‌বে ! তুই কি মনে করেছিস্‌, ভয় দেখিয়ে আমাকে বশীভূত ক'র্‌বি ? ভয়ে আমি কুপথে পদার্পণ ক'র্‌ব ! অন্য ভয় কি দেখাস্‌—আমি মৃত্যুকেও ভয় করিনে!

সুরে। কি পাপিয়সি ! মৃত্যুকে ভয় করিস্‌নে ? (অসি

নিষ্কোষিত করিয়া) চল্—শীঘ্র চল্, নতুবা এখনই তোকে দ্বিখণ্ড ক'র্‌ব।

প্রম। আমি প্রাণ থা'ক্‌তে কখনই যাবনা! তুই এখনিই আমাকে দ্বিখণ্ড কর্; যদি তোর সাহস না হয়, আমার হাতে তরবার দে, আমি আপনার গলায় আপনি দিচ্চি! তুই নিজে ক্ষত্রিয় হ'য়ে, জানিস্‌নে কি বর্ব্বর, কিরূপে ক্ষত্রিয় কন্যারা দুর্জনের হস্ত হ'তে সতীত্ব রক্ষা করে?

সুরে। হাঁ—ক্ষত্রিয় কুমার বিলক্ষণ জানে, কি ক'রে সতীর সতীত্ব রক্ষা ক'র্‌তে হয়; আর কিরূপে স্বেচ্ছাচারিণী,—কুল-কলঙ্কিনীর দণ্ড বিধান ক'র্‌তে হয়। দেখ্, আজ্ তোর কি দশা ঘটে—তোর ও পাপ দেহ কুক্কুরের ভক্ষ্য দ্রব্য হবে—শকুনীতে ছিঁড়ে খাবে! (কেশাকর্ষণ পূর্ব্বক) এই তোর গর্ব্বের পুরস্কার,—পাপের প্রায়শ্চিত্ত,—স্বেচ্ছাচারের প্রতি-ফল!

প্রম। ছুঁস্‌নে—সুরেন্ ছুঁস্‌নে! ছাড়্—দুরাচার ছাড়্! আমি পরস্ত্রী; যদি প্রাণ চাস্, তোর কঠোর অসিতে প্রাণকে বলি দিচ্চি,—কিন্তু প্রাণান্তে সতীত্বে জলাঞ্জলি দিতে পা'র্‌বনা।

সুরে। এখন ও সতীত্ব প্রকাশ? (সজোরে কেশাকর্ষণ)

প্রম। (সরোদনে) মাগো—যাইগো! তুমি এমন সময় কোথায় রৈলে? দেখ এসে তোমার প্রমদার কি দুর্দ্দশা হচ্চে! পিতা যে সময় কা'ট্‌তে এসেছিলেন, তখন যে তুমি বুক্‌দে প'ড়ে আমাকে রক্ষা করেছিলে! এখন আমাকে তেমন ক'রে কে রক্ষা ক'র্‌বে? যাকে তুমি পুত্রের মত স্নেহ

ক'র্‌তে, আজ্ সেই নির্দ্দয় দস্যু আমার প্রাণ সংহার করে! হা নাথ!—হা হৃদয় বল্লভ!—এই সময় তুমি একবার এসে দেখা দাও, দাসী জন্মের মত একটীবার তোমার চন্দ্রবদন দেখে বিদায় হয়! হা ভগবন্!--মহারাজ চন্দ্রকান্তের কন্যার এই দশা হ'ল? হে অনাথ নাথ!—তুমি বই অনাথার আর কেউ নাই! হে লজ্জা নিবারণ!—আজ এ দাসীর লজ্জা নিবারণ কর! যদি পতি ভিন্ন অন্য পুরুষের চিন্তা না ক'রে থাকি, তবে যেন এই দণ্ডেই এ পাপাত্মা পাপের সমুচিত শাস্তি পায়!

(একজন উদাসীনের প্রবেশ)

উদা। কি নরাধম!—অবলার প্রতি বল প্রকাশ? পতিপ্রাণা—পতিব্রতার প্রতি অহিতাচরণ? সতীর সতীত্ব নাশে অভিলাষ্? পামর!--এখনও কেশাকর্ষণ ক'রে আছিস্? ছাড়্, শীঘ্র ছাড়্! প্রাণ চাস্‌ত এই দণ্ডে পলায়ন কর্, নচেৎ তোর ছিন্ন মস্তক এখনিই ধরাতলে লুণ্ঠিত হবে!

সুরে। কে তুই বর্ব্বর? যেই হ'স্, তোর যদি প্রাণে মায়া থাকে, তবে এই দণ্ডেই প্রস্থান কর্। আমি আমার স্ত্রীকে শাসন ক'র্‌চি, তাতে তোর কি অনিষ্ট হয়েছে?

প্রম। (উদাসীনের প্রতি) না প্রভু! আমি ওর স্ত্রী নই; ওই দস্যু বল পূর্ব্বক আমার ধর্ম্ম নষ্ট ক'র্‌তে উদ্যত হয়েছে! আপনি যেই হ'ন, আপনি আমার পিতার স্বরূপ—আমাকে এই দস্যুর হাত্ থেকে মুক্ত করুন।

উদা। তবে রে বর্ব্বর, এখনও আমার কথায় কর্ণপাত ক’র্‌চিস্‌নে? কামান্ধ হ’য়ে, হিতাহিত বিবেচনা শূন্য হয়েছিস্? এখনও এই অসহায়া অবলার কেশাকর্ষণ ক’রে আছিস্? আজ্ নিতান্তই তোর পরমায়ু শেষ হয়েছে!

সুরে। দেখ্, উদাসীন্ ব’লে এখনও তোকে ক্ষমা ক’র্‌চি? কিন্তু পুনঃ পুনঃ তোর ও কঠোর বাক্য সহ্য ক’র্‌বনা! প্রাণ চাস্, এখনও সতর্ক হ; স্বইচ্ছায় কাল ভুজঙ্গ বিবরে হস্তক্ষেপ করিস্‌নে। (নিষ্কোষিত তরবার হস্তে লইয়া) পুনর্ব্বার প্রলাপ বাক্য উচ্চারণ ক’র্‌লে, এই তরবারির এক আঘাতেই তোকে যমালয়ে পাঠাব!

উদা। কি?—তুই এতবড় বীর? আমাকে তরবার দেখাস্? তোর ও তেজ দশা-দহনোন্মুখ দীপ--শিখার ন্যায় সমুজ্জল,—এখনি নির্ব্বাণ হবে। যথার্থই যদি তোর তেজ থাকে,-বল থাকে,-বীর্য্য থাকে,-বীরের ঔরসে জন্মে থাকিস্,-যদি তোর জননীর কোল শূন্য ক’রতে বাসনা ক’রে থাকিস্, পত্নীকে চির বিরহানলে দগ্ধ ক’র্‌তে অভিলাষী হ’য়ে থাকিস্; তবে অবলাকে পরিত্যাগ ক’রে, আয়্ শীঘ্র-আয়্; তোর পাপানলে সতীর, -মনস্তাপে তাপিতা পৃথিবীকে, আজ তোর শোণিতে শীতল করি।

সুরে। কি? মহারাজ অমরেন্দ্রের পুত্র হ’য়ে, আমি ইতরের বাক্য সহ্য ক’র্‌ব? কখনই না!—কখনই তোকে উদাসীন ব’লে আর ক্ষমা ক’র্‌বনা! যদি তোর মস্তক ছেদন ক’র্‌তে না পারি, আমার এ জীবনে ধিক্-এ বাহুবলে

ধিক্—অরাতিকুলনাশক এই শাণিত তরবারিকেও ধিক্! (বেগে উদাসীনের প্রতি ধাবমান)

(উদাসীন মৃগচর্ম্ম হইতে অসি বাহির করিয়া সুরেন্দ্রের সহিত ঘোরতর যুদ্ধ, ইত্যবসরে প্রমদার প্রস্থান)

উদা। তুই অমরেন্দ্রের পুত্র? আমিতো তোরেই চাই! পামর!—বিজয় কৃষ্ণের সর্ব্বনাশ ক'রেছিস্,—বিনাপরাধে তাঁর প্রাণ দণ্ড ক'রেছিস্! নৃশংস, দেখ্ তার প্রতিফল কি! দেখ্ পৃথিবীতে ধর্ম্ম আছে কিনা!--দেখ দুষ্কর্ম্মের ফল ভোগ ক'র্‌তে হয় কিনা! (সুরেন্দ্রের ভূতলে পতন) দুরাশয়! এতদিন যত পাপ ক'রেছিলি, ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নির ন্যায় তোর শরীরে ছিল; আজ অনাথা শোকসন্তপ্তা সতীর দীর্ঘনিশ্বাস-পবনে সে ভস্ম দূরীভূত ক'রে, তোর পাপানল প্রজ্বলিত করেছে, তাইতে দগ্ধ হলি—আমি মারিলাম না!

নেপথ্যে। এদিকে--এদিকে--এই যে সেনাপতি—দিকে।

উদা। (পুনরায় অসি নিষ্কোসিত করিয়া) আয়, শীঘ্র আয়? আমি আজ্ একাকী, এই একমাত্র অসির সহায়ে, সকলের সমর সাধ ঘুচাব! অমরেন্দ্রকে সমাচার দিতে এক প্রাণীকেও ফিরে যেতে দিবনা!

(কতিপয় সৈনিকের প্রবেশ)

১ম সৈনি। সেনাপতি মশাই—আমরা বিপক্ষ নই, আপনারই সৈন্য, আপনাকেই অনুসন্ধান ক'র্‌চি।

উদা। আমার অনুসন্ধানে প্রয়োজন?

২য় সৈনি। আপনি ব'লেছিলেন, রামগড় দুর্গ অবরোধ ক'রে, মহীশূর দুর্গে এসে, আমাদের সহিত মিলিত হবেন। কিন্তু আমরা পৌঁছে শু'নলেম, আপনি এসে পঁহুছেন নাই সুতরাং আমরা অবশিষ্ট সৈন্যগণকে মহীশূর দুর্গে বিশ্রাম ক'রতে ব'লে, আমরা এই কয়েকজন মাত্র আপনার অনুসন্ধানে রামগড়ে যাচ্ছিলেম।

উদা। স্রোতস্বতীর সেতু ভগ্ন হ'য়েছে?

২য় সৈনি। আজ্ঞে হাঁ।

উদা। চন্দ্রকান্তের সৈন্যেরা কি বাধা দিয়েছিল?

৩য় সৈনি। যাতে আমরা সেতু ভগ্ন ক'রতে না পারি, প্রাণপণে তার চেষ্টা ক'রেছিল। কিন্তু আমরা তাদের পরাস্ত ক'রে, সেতু ভগ্ন ক'রে এসেছি।

২য় সৈনি। আপনার এত বিলম্ব হবার কারণ কি? রামগড়ের সমাচার সমস্ত মঙ্গল ত?

উদা। হাঁ সেখানকার সমস্তই মঙ্গল। রামগড় অধিকার ক'রে, সৈন্যেরা বিপক্ষগণকে বন্দী ক'রে পশ্চাতে লয়ে আ'সচে। সেখানে আমার অধিক বিলম্ব হয় নাই; এই খানেই আমার বিলম্ব হয়েছে। (সুরেন্দ্রের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া) এই দুরাত্মা একটী যুবতীর প্রতি যার পর নাই অত্যাচার ক'রতেছিল, সে জন্যে ওকে সমুচিত শাস্তি দিয়েছি। কিন্তু এখনও ওর সকল পাপের প্রায়শ্চিত হয় নাই! ওই দুর্বৃত্তই আমাদের মহারাজের জীবন নষ্ট করেছে! ওরই নাম সুরেন্দ্র, পাপাত্মা অমরেন্দ্রের পুত্র।

৪ সৈনি। এই সেই ক্ষত্রিয়াধম? এখনও ওকে জীবিত রেখেছেন? এখনও ওর মুখ দর্শন ক'রচেন? এখনও পাপাত্মার নিশ্বাসে জগত দূষিত হ'চ্চে? অনুমতি করুন, এখনি ওকে যমালয়ে পাঠাই।

উদা। ক্ষান্ত হও!—ক্ষান্ত হও!—ক্রোধের বশে অধর্ম্ম ক'রনা! ক্ষত্রিয় হ'য়ে নিরস্ত্র ব্যক্তির উপর অস্ত্রাঘাত ক'রনা! এক্ষণে তোমরা এক কাজ কর, এই দুরাত্মাকে বন্ধন ক'রে, মহীশূর দুর্গে লয়ে যাও। আমি তোমাদের সঙ্গে শীঘ্রই সেখানে মিলিত হব।

(সুরেন্দ্রকে লইয়া সৈন্যগণের প্রস্থান)

উদা। ভাল সে যুবতীটী কোথায় গেল? (চিন্তা করিয়া) বোধ হয় ভয়ে কোথায় পলায়ন করেছে। কে সে, কি জন্যেই বা একাকিনী এসেছিল, কি করেই বা এই দুর্দ্দান্ত চণ্ডালের হাতে পড়েছিল; তা কিছুই তারে জিজ্ঞাসা ক'রতে পা'রলেম না। যাই হ'ক, একবার ভাল ক'রে অনুসন্ধান ক'রতে হয়েছে। (ইতস্ততঃ অনুসন্ধান করিতে করিতে প্রস্থান)

(ইতি প্রথম গর্ভাঙ্ক)

তৃতীয় অঙ্ক।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

(অমরেন্দ্রের রাজ পুরীর সম্মুখে অজিতের
সৈন্য গণ দণ্ডায়মান)
(সশস্ত্র অজিতের বেগে প্রবেশ)

অজি। (সরোষে)—

ওরে রে পামর ভীরু সেনাগণ!
এই তোরা সব ক্ষত্রিয় নন্দন?
এই কি তোদের বীর আচরণ?
রণে ভঙ্গ দিয়ে পলাও সবে!

ধিক্‌রে তোদের ঘৃণিত জীবনে!
ধিক্‌রে তোদের শর শরাসনে!
ধিক্‌রে তোদের সুশাণ কৃপাণে!
ধিক্‌রে তোদের ভীষণ রবে।

ওরে কুলাঙ্গার, তোদেরি কারণে,
আর্য্যজাতি নাম ডোবে এতদিনে!
কেননা যাইলি শমন সদনে?
কেন বৃথা ভার বহিছে ধরা?

জনক প্রতিম বিজয় ভূপতি;
ভুলিলে কি তাঁর অপার দুর্গতি?
হায়! তোরা দেখি অকৃতজ্ঞ অতি,
প্রতিশোধ দিতে না কর ত্বরা?

চিরকাল জানি,—চিরকাল শুনি,-
ক্ষত্রিয় জননী বীর প্রসবিনী;
এবে দেখি ব্যর্থ হ'ল সেই বাণী,
প্রসব করিয়া ভয়ার্ত্ত জনে।

যাও যাও ফিরে সবে গৃহে চলে,
কি ফল সমরে ল'য়ে মেষ দলে?
একাকী নাশিব অরাতি মণ্ডলে,
অথবা মরিব সম্মুখ রণে।

সৈন্য। শৃগালে দেখিয়া, সিংহ পলাইয়া
যাইবে, এওকি সম্ভব হয়?
পাইলে আদেশ, সমরে প্রবেশ
করিয়া, নাশিব অরাতি চয়।

ওহে সেনাপতি, কর অনুমতি,
তোমার সম্মুখে ত্যজিব প্রাণ;
নাহি ডরি রণে, না ডরি মরণে,
জীবন মরণ সমান জ্ঞান।

অজি। সাবাস, সাবাস, ওহে বীরগণ!
বীরোচিত বাণী, বলিলে সবে;
চল রণ-সাজে, যাই রণ মাঝে,
ফাটাও মেদিনী ভীষণ রবে।

অমর পামরে বিনাশি সমরে,
বিজয় রাজার যাতনা ভুলি!

সবে একতানে, জয় জয় গানে,
বিজয় পতাকা গগণে তুলি।

সৈন্য। করি প্রাণপণ, মারি অরিগণ,
এখনি ঘুচাব ধরার ভার।
জয় জয় জয়, বিজয় ভূপতি,
জয় সেনাপতি অজিত তাঁর।

(পূরী আক্রমণ)

বি, সৈন্য। কে তোরা ? তস্কর, আইলি মরিতে?
জানিস্, বর্ব্বর, এ পুরী কার ?

অজি। জানি জানি সেই পাপী দুরাচার
দস্যু অমরের ভবন এই;
প্রভুর জীবন, করেছে হনন,
গোপনে কৃতঘ্ন পামর যেই।

তোরা হীন প্রাণী, কি ফল মারিয়া?
ডা'ক্‌রে তোদের রাজাকে আগে;
তাহার শোণিতে নিবাইব আজি
যেই বৈরানল হৃদয়ে জাগে॥

বি সৈন্য। কি বলিলি তুই, মোরা হীন প্রাণী?
আগে দেখ্ তবে হীনের বল;
কে কোথায় বল্ কামান পাতিয়া,
ধরিবারে চায় মশক দল?

অজি। সহে না রে আর,—খোল তরবার,
হয়ে আগুসার, সবারে মার!

সৈন্য। জয় জয় জয়, বিজয় ভূপতি,
জয় সেনাপতি অজিত তাঁর।

(দুই দল সৈন্যের পরস্পর যুদ্ধ)

অজি। (উচ্চৈঃস্বরে)
ধন্য বীরগণ! ধন্য পরাক্রম!
পরাব সবারে বিজয় হার।

(বিপক্ষ সৈন্যের পরাজয় ও পলায়ন)

সৈন্য। জয় জয় জয় বিজয় ভূপতি,
জয় সেনাপতি অজিত তাঁর।

অজি। যাও সৈন্যগণ, কর অন্বেষণ,
তন্ন তন্ন ক'রে এ রাজ-ভবন;
অমরে ধরিয়া কররে বন্ধন;
দেখ পলাইয়া যেন না যায়।

কিন্তু সবধান! কভু তার প্রাণ্—
দ্বেষানলে কেহ না করে হনন,
অবলা রমণী আর শিশুগণ,
দেখিও কেহ না আঘাত পায়।

(সৈন্যগণের পুরী প্রবেশ ও ইতস্ততঃ

ওরে অমরেন্দ্র!—ওরে কুলাঙ্গার!
কোথা তোর আজি সেই অহঙ্কার?

সেই দম্ভ তেজ, ভুজ বীর্য্য আর?
যে গরবে ধরা দেখিতে সরা?

কেন আজ্, ভীরু, কাপুরুষ প্রায়,
ভয়াকুল মনে, সকম্পিত কায়,
রমণী অঞ্চল করিলি আশ্রয়?
ছি ছি কোথা গেল পৌরুষ করা?

ভাবি আপনাকে, বীর চুড়ামণি,
তর্জ্জন গর্জ্জনে কাঁপাতে মেদিনী;
বিনা দোষে কত নাশিয়াছ প্রাণী;
সহসা আজি রে নীরব কেন?

নিরস্ত্র প্রভুর পবিত্র শোণিত
পাত ক'রে, যেই কর কলুষিত;
তার প্রতিফল দিতে সমুচিত,
এসেছি বাসনা করিয়ে হেন।

ধর তরবার, হও আগুসার;
রমণী অঞ্চল কর পরিহার;
অভীষ্ট দেবতা স্ম'রে একবার,
স্বজন সদনে বিদায় লও।

নেপথ্যে। ছাড়্-ছাড়্-ছাড়্, সহেনা রে আর,
অসহ্য নীচের এই তিরস্কার!
অসি-চর্ম্ম-বর্ম্ম আন রে আমার,
কিভয় শৃগালে? নির্ভয়ে রও।

অজি। ধিক্ ধিক্ ভীরু, বুঝিয়াছি বল;
ছাড়াতে পার না রমণী অঞ্চল?

ওরে কাপুরুষ! এই কি সময়,
যুবতীর সনে করিতে প্রণয়?
দেখ্ দ্বারে তব শমন উদয়,
এখনি তোমারে বধিবে ধ'রে।

কেন রাজকুলে তুই জন্মেছিলি?
এ দুরপনেয় কলঙ্ক রাখিলি,
ক্ষত্রিয় গৌরবে জলাঞ্জলি দিলি,
কোন্ বীর বল্ সমরে ডরে?

থাক্ থাক্ জানা গেছে বীরপনা,
ভয় নাই তোরে প্রাণে মারিব না;
বৃথা কেন আর সহিবি গঞ্জনা
এখনও আসিয়া শরণ লও।

অম। তবে রে বর্ব্বর, দস্যু দুরাচার!
এই কিরে তোর ন্যায় বীরাচার?
তস্করের প্রায়র প্রবেশ আগার,
ইহাকেই ন্যায় সংগ্রাম কও?

এই ঘোর নিশি, মোর সেনাগণ
সবে অস্ত্রহীন, ঘুমে অচেতন;
চুপে চুপে ক'রে সবে আক্রমণ,
অনায়াসে কিনা করিলি ক্ষয়?

অজি। ওরে মূঢ়, জানি, অধার্ম্মিক লোকে,
বিপদে পড়িলে ধর্ম্মকেই ডাকে।
তা ব'লে ধার্ম্মিক, বলে নাক তাকে,
তোর মুখে হেন শোভা না পায়।

সে সময়ে কোথা থাকে ধর্ম্ম ভয়?—
ভেবে দেখ্ দেখি, স্মরণ কি হয়?—
শত শত জনে ধনে প্রাণে ক্ষয়
কর যবে ছলে বঞ্চনা বলে।

পাপী! আর শোন্ তোর পাপাচার,
যে পাপের হাতে নাহিক নিস্তার;
অনন্ত জীবনে পাবি ফল তার;
দহিবি অনন্ত নরকানলে!

স্নেহে যিনি পিতা, প্রণয়েতে মিতা,
বীরোচিত যাঁর অপার ক্ষমতা;
শত্রু মিত্রে যাঁর সমান মমতা,
কাহার তুলনা তাঁহার সনে;—

বিনা দোষে, আর ঘোর অত্যাচারে,
অস্ত্রাদি বিহীন ধরিয়া যাঁহারে;
নাশিয়াছ প্রাণে, রুদ্ধ কারাগারে,
সে বিজয় কৃষ্ণে পড়ে কি মনে?

ধর্ম্ম বুদ্ধি কোথা ছিল সে সময়?
কিন্তু যার তরে পাপের সঞ্চয়,

গেল কোথা আজি, তোর সে তনয়?
সে বিনা বহিছ এ দেহ ভার?

(নেপথ্যে পুরস্ত্রীগণের আর্ত্তনাদ)

অম। কি বলিলি?—নাই সুরেন্ আমার?

(দ্বারোৎঘাটন পূর্ব্বক অসি হস্তে বেগে প্রবেশ)

বল্ কোথা গেল প্রাণের কুমার?

(অসি উত্তোলন করিয়া)

নতুবা করিনু অসির প্রহার,
এখন ও বল কি হল তার?

অজি। (সহসা অসি সহ অমরেন্দ্রের হস্তধারণ, ও চতুর্দ্দিকে সৈন্যগণের আক্রমণ)

সৈন্য। জয় জয় জয়, বিজয় ভূপতি,
জয় সেনাপতি অজিত তাঁর।

অজি। ওহে সৈন্যগণ, কর আক্রমণ;
অস্ত্রাদি ইহার কররে হরণ;
সুদৃঢ় শৃঙ্খলে করিয়া বন্ধন,
সাবধানে কর পুরীর বার।

(অমরেন্দ্রের অসি আকর্ষণ করিয়া)

ছাড়্ ছাড়্, ভীরু, ছাড়্ তরবার,
নারী ভুলাবার নহে অলঙ্কার;
কাপুরুষ তুমি, সাজেনা তোমার,
বীর আভরণ কৃপাণ করে।

অম। হায় পুত্র! হায় প্রাণের পুতলি।
এ সময় বাপ্ কোথা গেলে চলি,
সুপ্ত কেশরীকে চরণেতে দলি,
কি লাঞ্ছনা দেখ শৃগালে করে?

তোমার বিহনে, কি ফল জীবনে?
কিবা প্রয়োজন রাজ সিংহাসনে?
এরাজ ভবনে, রাজ আভরণে,
তুমি যেই পথে সকলি যাক্!

রে নির্দ্দয়, দেরি কর কি কারণ?
যে করে করিলি সুরেনে নিধন,
সেই করে বধে আমার জীবন,
এই রাজ্য লয়ে,—স্বচ্ছন্দে থাক্।

আজি অমর, এখন বুঝেছ বেশ,
কি কষ্ট এ রূপে জীবন শেষ?
এ হ'তে কঠোর যাতনা দিয়া,
বিজয় কৃষ্ণের বধেছ হিয়া!
বধকালে হেন মনের গতি,
পেয়েছিল সেই ধরণি পতি!

অম। তাঁহার চরম যাতনা সম,
কখন তুলনা হবেনা মম।
তাঁহার নিধন সিংহের করে,
শৃগালে বধিল আমায় ধ'রে!

সুরেনের তরে না করি খেদ,
সম্মুখ সমরে তাহার ছেদ !
কিন্তু হায়! মোর কি পাপ ছিল,
নীচ দস্যুদলে জীবন নিল?
ছাড়্ তরবার, দে মোর করে,
ভয় নাই, নাহি মারিব তোরে !

সাক্ষ্য দিবাকর, অবনী, অম্বর,
ক্ষত্রিয় প্রতিজ্ঞা কভু না টলে ;
নীচ তুই, তোর হাতে মরা চেয়ে,
অসি দিব আমি আপন গলে !

অজি। (সহাস্যে) থাক্ থাক্, বীরত্বের ওই টুকু বাকী,
তুমি যত বীর, আমি জ্ঞাত নহি তাকি ?

প্রতারক যেই, তাহার কথায়
কে বল কোথায় প্রত্যয় করে ?
ব্যাঘ্র পান্থ দশা হইবে কি শেষে,
তরবার দিয়া তোমার করে ?

এইমাত্র দয়া করিবারে পারি,
যেই অস্ত্রে তুমি মরিতে চাও,
কর নিবেদন, তাহে বধি প্রাণ,
পাপ দেহ ত্যজি স্বরগে যাও।

অম। (সরোদনে)
ভাই রে যতীন্দ্র, কোথা এ সময় ?
ইতরের গালি আর নাহি সয় !

আমি তোমা প্রতি হইয়া নির্দ্দয়,
করেছিনু যেই অনিষ্ট পাত ;—

কর এবে সেই বৈরতা সাধন,
স্বহস্তে বধিয়া আমার জীবন !
অধিকার করি রাজ সিংহাসন,
এই দস্যুদলে কররে নিপাত !

হা বাপ্ সুরেন্দ্র! হা যতীন্দ্র ভাই !
হেন দুঃসময় কার দেখা নাই ?
হায়রে যতীন, আয়রে যতীন,
দেখি নাই ভাই তোরে কত দিন !—

(ভূমিতে পতন)

অজি। (অন্য দিকে মুখ ফিরাইয়া অশ্রু মোচন পূর্ব্বক স্বগত) আর না, যথেষ্ট হয়েছে। এঁর এ অবস্থা দেখে কিছুতেই অশ্রু নিবারণ ক'র্‌তে পা'র্‌চিনে ! (একজন সৈনিকের প্রতি জনান্তিকে) দলিপ্ ! তুমি এই বন্দীকে খুব সতর্কতা পূর্ব্বক শিবিরে ল'য়ে গিয়ে, রাজ সমাদরে রক্ষা কর। দে'খ, সৈন্যগণের মধ্যে কেহ যেন এঁর একগাছি কেশস্পর্শ না করে। ইহাঁর সঙ্গে কেহ যেন বাদানুবাদ না করে। যদি কোনরূপ কটূক্তি করেন সহ্য ক'রে থেক ; কিন্তু সাবধান যেন পলায়ন না করেন।

দলিপ্। (করযোড়ে) প্রভু ! যদি অভয় প্রদান করেন, তা হ'লে একটী কথা জিজ্ঞাসা করি।

অজি। স্বচ্ছন্দে বল।

দলিপ। ক্ষণেক পূর্ব্বে যে শত্রুকে বিনাশ ক'র্‌বার জন্যে এত ব্যগ্র হ'য়ে ছিলেন; এখন তাকে রাজ সমাদরে রা'খ্‌তে আদেশ ক'র্‌চেন, এর ভাবত, প্রভু, কিছুই বু'ঝ্‌তে পা'র্‌চিনে?

অজি। পরাজিত শত্রুর প্রতি অহিতাচরণ, কেবল শবের উপর খড়্গাঘাত বইত নয়। তুমি আর বিলম্ব ক'র না; এক দল সৈন্য তোমার সঙ্গে যাক্।

দলিপ্। যে আজ্ঞা।

(অমরেন্দ্রকে লইয়া প্রস্থান)

অজি। (অপর সৈন্যগণের প্রতি) আর দেখ তোমরা এক এক দল খুব সতর্কতা পূর্ব্বক এক এক দ্বার রক্ষা কর, যেন পূরী মধ্যে কেউ প্রবেশ ক'র্‌তে না পারে; অথবা বাহিরে না যেতে পারে। আর একদল আমার সঙ্গে চল; অন্তঃপুর মধ্যে প্রবেশ ক'রে দেখি, কি কোথায় আছে। সাবধান! যেন কেউ লুট পাট ক'র না,—কি পুরবাসীগণকে কোন রূপ পীড়ন ক'র না।

তোমরা সকলে, যে অদ্ভুত বলে,
জিনিয়াছ আজি এই শত্রু দলে,
পুরস্কার তার পরাইব গলে
যতনে গাঁথিয়া বিজয় হার।

সৈন্য। জয় জয় জয়, বিজয় ভূপতি,
জয় সেনাপতি অজিত তাঁর।

(সকলের প্রস্থান।)

ইতি তৃতীয় অঙ্ক।

চতুর্থ অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

কোকনদের রাজ সভা।

(মন্ত্রি, সেনাপতি, সভাপণ্ডিত ও অন্যান্য পণ্ডিতগণ আসীন।)

১ম প। বলি, চতুবর্ণের মধ্যে ব্রাহ্মণ কি শ্রেষ্ঠ নয়?

২য় প। ভাল অর্ব্বাচীনের হাতে প'ড়্‌লেম ত হ্যা! আরে ব্রাহ্মণ যে শ্রেষ্ঠ বর্ণ নয়, এ কথা তোমাকে কে বল্লে? তুমি এক কথায় আর এক কথা আ'ন্‌চ যে।

১ম প। আমি অর্ব্বাচীন, না তুমি অর্ব্বাচীন? বেল্লিক! সভার মধ্যে অপমান সূচক কথা প্রয়োগ কর? যত বড় মুখ তত বড় কথা?—আমি অর্ব্বাচীন?

২য় প। অর্ব্বাচীন বৃক্ষের ফল নয়, অর্ব্বাচীনের মত কথা বল্লেই অর্ব্বাচীন হয়।

১ম প। শিরোমণি ভায়া! তুমি ত আদ্যোপান্ত শু'ন্‌চ অর্ব্বাচীনের মত কি কথা বলা হয়েছে।

শিরো। (নস্য গ্রহণ করিতে করিতে) হুঁ এমন—কি—তা—নয়—তবে—

১ম প। বিচারের নামে ওঁর গায়ে জ্বর আসে; এতদিন অধ্যয়ন ক'রে কেবল কতকগুলি অশ্লীল বাক্য শিক্ষা করে-ছেন।

২য় প। বিচারটা কি হ্যা ?—তোমার সঙ্গে আবার বিচার কি ?—বিচারের কি জান, তা বিচার ক'র্‌তে এস ?

১ম প। আমি বিচার জানি না ?—তুমি যদি আমাকে পরাস্ত ক'র্‌তে পার, তা হ'লে কেউ যেন আর আমাকে তর্ক-বাগীশ না বলে।

২য় প। তোমাকে যদি পরাস্ত ক'র্‌তে না পারি, তবে আমাকে যেন কেউ আর ন্যায়বাগীশ না বলে।

১ম প। বেশ্ কথা। আচ্ছা, ব্রাহ্মণ যখন শ্রেষ্ঠ বর্ণ, তখন ক্ষত্রিয়গণ ব্রাহ্মণকে কন্যা দান ক'র্‌লে, ক্ষত্রিয়দিগের মুখোজ্জ্বল বৈ মানের লাঘব কদাচ সম্ভব নয়, এটা স্বীকার ক'র্‌তেই হবে ! আর ব্রাহ্মণ ও যে ক্ষত্রিয় কন্যা বিবাহ ক'র্‌তে পারে, পৈঠিনশিব বচনে এ কথা স্পষ্ট বলে গেছেন—

"অলাভে কন্যায়া স্নাতক ব্রত মাচরেৎ,
অপিবা ক্ষত্রিয়ায়াং পুত্র মুৎপাদয়েৎ,
বৈশ্যায়াং শূদ্রায়াঞ্চিত্যেকে।"

শিরো। হাঁ যুক্তি সঙ্গত বটে, এরূপ পরিণয় না হবে কেন ?

২য় প। কিসে যুক্তি সঙ্গত হ'ল ? মনু ব'লে গেছেন "সবর্ণাগ্রে দ্বিজাতিনাং প্রশস্তা দ্বারকর্ম্মণি !"

শিরো। হাঁ, প্রশস্ত নয় ব'লে এরূপ বিবাহ এখন প্রচলিত নাই।

১ম প। কেন ? এরূপ বিবাহ প্রশস্ত নয় কিসে ? উনি যে শ্লোক পাঠ ক'র্‌লেন তার দ্বিতীয় বচনে ব'ল্‌চে—

"শূদ্রৈব ভার্য্যা শূদ্রস্য সাচ স্বাচ বিশস্মৃতে।
তেচ স্বাচৈব রাজ্ঞস্ত তাশ্চ স্বাচাগ্রজন্মনাং॥"—

শিরো। একেবারে যে না হতে পারে, এমন কথা কে ব'ল্‌বে?

২য় প। আমি ব'ল্‌চি কিছুতেই হ'তে পারে না। আমি ঐ শ্লোকটী সমগ্র পাঠ ক'র্‌চি শুন, শুনে যা ব'ল্‌বার আছে বল। মনু বলেছেন—

"সবর্ণাগ্রে দ্বিজাতিনাং প্রশস্তা দ্বারকর্ম্মণি।
কামতস্ত প্রবৃত্তাণামিমাঃস্যু ক্রমশোবরাঃ॥
শূদ্রৈব ভার্য্যা শূদ্রস্য, সাচ স্বাচ বিশস্মৃতে।
তেচ স্বাচৈব রাজ্ঞস্ত তাশ্চ স্বাচাগ্রজন্মনাং॥"

তা এরূপ বিবাহকে কি বিবাহ বলে? এ কেবল কামেন্দ্রিয়ের তৃপ্তি সাধন জন্য পৈশাচ মিলন মাত্র।

শিরো। মূল কথা ভেবে দে'খ্‌লে তাই বই আর কি?

২য় প। পৈশাচ মিলন হ'ক্ আর যাই হ'ক্, ব্রাহ্মণে ক্ষত্রিয় কন্যা বিবাহ ক'র্‌লে, ক্ষত্রিয়ের পক্ষে গৌরবের বিষয় হয়, কি অগৌরবের বিষয় হয়, তাই আমাকে বুঝিয়ে দাও।

শিরো। অগৌরবের হয় একথা কে ব'ল্‌চে? ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় কন্যা বিবাহ ক'র্‌লে, সেত ক্ষত্রিয়ের সৌভাগ্যের বিষয়।

২য় প। গৌরব অগৌরব কি?— এরূপ বিবাহ হতেই পারে না। বৃহন্নারদীয় বচনে আছে—

"দ্বিজানমসবর্ণাসু—কন্যাসূপযমস্তথা।
দেবরেণ সুতোৎপত্তি র্মধুপর্কে পশোর্বধ॥

ইত্যাদিন্যভিধায়—

এতানি লোক গুপ্ত্যর্থং কলেরাদৌ মহাত্মভিঃ।
নিবর্ত্তিতানি কর্ম্মাণি ব্যবস্থা পূর্ব্বকং বুধৈঃ॥"

শিরো। হাঁ—হাঁ ঐ এক কথা বটে, তা ওটা এ হয়েছে, তা এ হলে—তা—কেমন করে—তা এ হয়।

১ম প। কলিতে যে হতে পারে না, তার যুক্তি কি দেখিয়েছেন? স্বধু হতে পারে না বল্লেই ত হবে না। কেন হতে পারে না? বুধগণ বলে গেছেন বলেই কি শু'ন্তে হবে?

২য় প। তুমি কি তাঁদের অপেক্ষাও বড় লোক হ'লে নাকি? সে সমস্ত জগৎ মান্য পণ্ডিত লোকের কথা গ্রাহ্য না ক'রে, তোমার কথা গ্রাহ্য ক'র্‌তে হবে বটে?

১ম প। অবশ্যই হবে। যদি যুক্তি সঙ্গত হয় তবে কেন না গ্রাহ্য ক'র্‌বে? তুমি সেই মহামান্য পণ্ডিত গণের স্বরূপ হ'য়ে, তর্ক দ্বারা আমাকে নিরুত্তর কর না দেখি।

২য় প। উন্মাদকে আবার বিচারে নিরুত্তর ক'র্‌বে কি? কিছুদিন মস্তকে বিষ্ণুতৈল ব্যবহার কর, ক্রমশঃ নিরুত্তর হবে।

১ম প। কি বেল্লিক! আমি উন্মাদ? তুমি ইতর, তাই ইতরের ন্যায় তোমার কথা,—ইতরের ন্যায় ব্যবহার—

২য় প। (কম্পিত কলেবরে) ইতর?—ইতর?—আমি ইতর?—ব্যাধি-করণ! তোর অশ্লীলবাদী জিহ্বাকে এখনও শাসনে রাখ্, নচেৎ এখনি প্রতিফল পাবি!

শিরো। ওহে ভায়ারা, ক্ষান্ত হও, ক্ষান্ত হও, অসবর্ণ বিবাহ হ'তেও পারে, না হ'তেও পারে; এখন ক্ষান্ত হও, বিচারের তরঙ্গ মস্তকোপরি উঠেছে।

(ফণিভূষণকে লইয়া এক জন প্রহরীর প্রবেশ।)

সভ্যগণ। এই যে সেই দুরাশয়, এই যে সেই ব্রাহ্মণাধম, কোথায় ছিল ?—কে ধ'র্‌লে ? মন্ত্রী মহাশয় এখনি এই দুষ্টের দেহ খণ্ড খণ্ড ক'রে, পৃথিবীকে পাপভার হ'তে মুক্ত করুন !—এখনি বিনাশ করুন। এ পাপাত্মার মুখ দে'খ্‌তে নাই !

মন্ত্রী। চুপ কর—চুপ কর ! (প্রহরীর প্রতি) এ কোথায় ছিল ?

প্রহরী। মহীশূরে।

মন্ত্রী। মহীশূরে ? সেখানে কোথায় ছিল ?

প্রহরী। এক উপবন মধ্যে। আমরা সেখানে গিয়ে দে'খি, এই ব্রাহ্মণ তনয়, কুমার সুরেন্দ্রের প্রাণবধ ক'র্‌বার উদ্যোগ ক'র্‌ছে। সেখানে উপস্থিত হ'তে আমাদের আর ক্ষণমাত্র বিলম্ব হ'লেই রাজকুমার প্রাণ হারাতেন।

মন্ত্রী। সুরেন্দ্র ? কোন সুরেন্দ্র ? মহারাজ অমরেন্দ্রের পুত্র সুরেন্দ্র ?

প্রহ। আজ্ঞে হাঁ !

মন্ত্রী। রাজকুমার বুঝি অগ্রে গিয়ে, একে ধ'র্‌বার চেষ্টা ক'র্‌ছিলেন।

প্রহরী। আজ্ঞা হাঁ। আমরা গিয়ে দেখি, রাজকুমার ভূতলে অবসন্ন ভাবে প'ড়ে আছেন, আর এই পাপমতি তাঁহারিই অসি ল'য়ে, তাঁহারই প্রাণ দণ্ড ক'র্‌তে উদ্যত হয়েছে।

সেনা। (ফণিভূষণের প্রতি) ধন্য বলি তোকে ! তুই আমাদের পরম শত্রু, তথাপি তোকে ধন্য ! ধন্য তোর ভুজ বীর্য্য !

প্রহ। সেকি সেনাপতি মশাই! এ পাপাত্মার কি গুণে এত প্রশংসা ক'র্‌চেন?

সেনা। ও পাপাত্মা হ'ক্‌, নারকী হ'ক্‌, নরকের কীটই হ'ক্‌, ওর পাপের জন্য ও অনন্তকাল নরক যন্ত্রণাই ভোগ করুক, কিন্তু ও নিরস্ত্র হ'য়েও একজন সশস্ত্র ক্ষত্রিয় বীরকে যে পরাস্ত করেছে, সে জন্য উহাকে সহস্রবার ধন্য বলি!

২য় প। (১ম পণ্ডিতের প্রতি জনান্তিকে) ওহে ভায়া, তর্ক বিতর্ক করি আর যা করি, কিন্তু এই ব্রাহ্মণ কুমারটীর সঙ্গে রাজ কন্যার বিবাহ হ'লে হ'ত ভাল। রাজার ত আর অন্য সন্তান সন্ততি কিছুই নাই, ভবিষ্যতে ওই রাজা হ'ত, সুতরাং আমাদের ব্রাহ্মণের পক্ষে বড়ই মঙ্গল হ'ত।

শিরো। এমনি কপাল ব্রাহ্মণের বটে, ভবিষ্যতের মঙ্গল দূরে যা'ক্‌, এই শুভ বিবাহটা হ'য়ে গেলে যে আপাততঃ দুদিন পাঁচ দিন রসনা রাজভোগ উপযোগী উপাদেয় সব আস্বাদন ক'র্‌তেন, তাও হ'ল না!

১ম প। যা হ'ক্‌ রাজকন্যা যে একে দেখে মোহিত হয়েছিলেন, তাতে রাজকন্যার অপরাধ নাই, অনুরূপ পাত্র বটে; একে দেখে মানবী দূরে যা'ক্‌, বিদ্যাধরীগণও মোহিত হয়। আহা ওর মুখের দিকে চাইতে আমার বুক ফেটে যাচ্চে! আজ ওর অদৃষ্টে যে কি আছে তা ব'ল্‌তে পারিনে।

মন্ত্রী। পামর! তুই ভিক্ষাভোজী ব্রাহ্মণ হ'য়ে কি গুণে রাজকন্যার পাণিগ্রহণে অভিলাষী হয়েছিলি? ব্রাহ্মণ রূপী চণ্ডাল! তুই বামন হ'য়ে শশধর ধ'র্‌তে কর প্রসারণ করেছিলি?—শৃগাল হ'য়ে গুহাশায়ী সুপ্ত সিংহ ক্রোড়স্থিত সিংহ

শাবক অপহরণ ক'রে, কোন্ সাহসে বনান্তরে প্রস্থান করেছিলি? দুরাশয়! আজ তোর ঘৃণিত জীবন কা'র হাতে? কা'র আশ্রয় নিবি? আজ তোর সে দুরাশা কোথায় রইল?

ফণি। আমার আশা এখনও স্থান ভ্রষ্ট হয় নাই; যত দিন ফণির জীবনান্ত নাহবে ততদিনও হবে না।

সভ্য। দুর্ম্মুখের মুখে এখনও বজ্র পতন হ'ল না?—জিহ্বা শতধা বিদীর্ণ হ'ল না? মন্ত্রী মহাশয়! কেমন ক'রে এ অসহ্য বাক্য সহ্য ক'র্‌চেন? এখন ওর মুখ অনলে দগ্ধ করুন।

মন্ত্রী। তুই কি ব্রাহ্মণ ব'লে—ক্ষত্রিয়ের অবধ্য মনে ভেবে—এই দুর্ব্বাক্য ব'লছিস্? না তোর মৃত্যুকাল আসন্ন মনে ক'রে, এই প্রলাপ বাক্য ব'ল্‌চিস্? তুই কি মনে করেছিস্ সহজে তোর মৃত্যু হবে? দেখ্‌তে.কে কি যন্ত্রণা সহ্য ক'র্‌তে হয়।

ফণি। যন্ত্রণা? আবার কি যন্ত্রণা? প্রমদার জন্য যে যন্ত্রণা সহ্য ক'র্‌ছি, তা অপেক্ষা অধিকতর যন্ত্রণা আর কি আছে? যদি কিছু থাকে, তা আমার সকল যন্ত্রণা নিবারণের কারণ হবে; আমি এখনি তা সহ্য ক'র্‌তে প্রস্তুত আছি।

মন্ত্রী। ক্ষণকাল বিলম্ব কর্, মহারাজ এলেই তোর্ সকল যন্ত্রণার শেষ হবে। (প্রহরীর প্রতি) প্রহরি, একে যে কেবল ধরে নিয়ে এলে, রাজকুমারী কোথায়?

প্রহ। আঁজ্ঞা আমরা তাঁর কোন সন্ধান পাই নাই; রাজ কুমার সুরেন্দ্র তাঁর সন্ধান কচ্চেন।

(একজন প্রতিহারীর প্রবেশ।)

প্রতি। মন্ত্রীবর! বিজয় নগর হ'তে একজন রাজদূত এসেছেন, অনুমতি হয়ত এখানে নিয়ে আসি।

মন্ত্রী। লয়ে এস।

(প্রতিহারীর প্রস্থান।)

(রাজদূত সমভিব্যাহারে প্রতিহারীর প্রবেশ।)

মন্ত্রী। (সাদর সম্ভাষণ পূর্ব্বক) আসুন, এই আসনে উপবেশন করুন। (রাজ দূতের উপবেশন) আপনাদের সেনাপতি কুশলে আছেন ত? আপনাদের সকলের মঙ্গল ত?

দূত। ঈশ্বরের কৃপায় এক্ষণে মঙ্গল।

মন্ত্রী। আমরা যে প্রস্তাব করেছিলাম, তাতে আপনাদের সেনাপতির অভিপ্রায় কি?

দূত। মন্ত্রীবর! যখন এ কার্য্যের ভার গ্রহণ করেছি, তখন এ সংবাদ প্রিয়ই হ'ক্, বা অপ্রিয়ই হ'ক্, আমাকে ব'ল্‌তে হবে। আমাদের সেনাপতি স্রোতস্বতীর সেতুভগ্ন জন্য ক্ষতি পূরণে প্রস্তুত আছেন। কিন্তু সন্ধি সম্বন্ধে এই মাত্র বলেছেন, "যখন আমাদের মহারাজ বিজয় কৃষ্ণ কারারুদ্ধ হয়েছিলেন,—অমরেন্দ্র বিনা অপরাধে তাঁর প্রাণবধ করেছিলেন, তখন মহারাজ চন্দ্রকান্ত কোথায় ছিলেন?"

সেনা। আপনাদের সেনাপতি কি মনে করেছেন, সহজে না হ'লে, আমাদের মহারাজ বাহু বলে তাঁর অভীষ্ট সিদ্ধ ক'র্‌তে পা'র্‌বেন না? আপনাদের সেনাপতি কি উন্মত্ত হয়েছেন? এ প্রলাপ বাক্য মুখ দিয়ে নির্গত ক'র্‌তে কুণ্ঠিত হলেন না; তা এর প্রত্যুত্তর দিবার জন্য মহারাজ বা মন্ত্রীবরের

প্রয়োজন কি? সেনাপতিই সেনাপতির কথার প্রত্যুত্তর দেবে; আপনি আপনাদের সেনাপতিকে ব'ল্বেন, যে আর আমরা বাক্যের দ্বারা সন্ধির প্রস্তাব ক'র্‌তে চাই না, সন্ধির প্রস্তাব রণস্থলে অসি দ্বারাই হবে।

দূত। (গাত্রোত্থান পূর্ব্বক) আমি আপনাদের বীরত্ব দে'খ্‌তে বা দম্ভপূর্ণ বাক্য শু'ন্‌তে আসিনি। আমার কর্ত্তব্য কার্য্য আমি ক'র্‌লেম, আপনাদের কর্ত্তব্য আপনারা ক'র্‌বেন; বলবীর্য্য উপযুক্ত স্থলেই দেখাবেন।

(দূতের প্রস্থান।)

মন্ত্রী। দূতের মুখে যে রূপ শোনা গেল, তাতে সন্ধি হবার পরিবর্ত্তে অচিরেই সমরানল প্রজ্জ্বলিত হয় দে'খ্‌ছি। এখন উপায় কি? মহারাজ একে অত্যন্ত মনের অসুখে আছেন, তাতে এ সংবাদ পেলে আরও অসুখী হবেন।

সভ্য। এক্ষণে মহারাজের মনের স্বচ্ছন্দতা নাই জেনে-ইত অজিত এরূপ সাহস করেছে; না হলে পৃথিবীতে এমন বীর কে আছে, যে মহারাজ চন্দ্রকান্তের সহিত শত্রুতা ক'র্‌তে সাহসী হবে?

সেনা। মন্ত্রিবর! কোন চিন্তা ক'র্‌বেননা; আপনি কেবল মহারাজের অনুমতি মাত্র লয়ে আসুন, আমি এই সর্ব্বলোক সমক্ষে প্রতিজ্ঞা ক'রে ব'ল্‌চি, যদি বিজয়কৃষ্ণের সৈন্যগণের অস্থি দ্বারা স্রোতস্বতীর সেতু নির্ম্মাণ ক'র্‌তে না পারি, তবে এ দুর্ব্বল হস্তকে আর অসি ধারণে নিযুক্ত ক'র্‌ব না।

(চন্দ্রকান্তের প্রবেশ।)

সভ্য। (সসম্ভ্রমে গাত্রোত্থানপূর্ব্বক) মহারাজের জয় হ'ক্!

চন্দ্র। বিজয় নগরের কোন সংবাদ এসেছে কি ?

মন্ত্রী। আজ্ঞা-হাঁ, দূত এসেছিল।

চন্দ্র। সন্ধি সম্বন্ধে তাঁদের অভিপ্রায় কি ?

মন্ত্রী। মহারাজ! তাদের সে গর্ব্বের কথা আপনার নিকট আর কেমন ক'রে ব'ল্‌ব।

চন্দ্র। আমি ও তা শু'ন্‌তে চাই না। যে দিন স্রোতস্বতীর সেতু ভগ্ন হয়েছে, সেই দিনই জেনেছি সন্ধি হবে না। এক্ষণে সভাস্থ সকলের নিকট আমার এই বক্তব্য, যে অমরেন্দ্র আমার পরম বন্ধু. অনেক সময় অমরেন্দ্র দ্বারা উপকৃত হয়েছি; আর উপকৃত হই বা না হই, শুধু বন্ধুত্বের অনুরোধে ও তাঁর এ বিপদ সময় আমি নিশ্চিন্ত থা'ক্‌তে পারিনে। তায় আবার তিনি সাহায্য প্রার্থনা করেছেন; অতএব যদি আমি তোমাদিগকে অপত্য নির্ব্বিশেষে পালন ক'রে থাকি, যদি আমার প্রতি তোমাদিগের ভক্তি থাকে, আমার দুঃখে দুঃখী হও, আমার শুভাকাঙ্ক্ষী হও, তবে অদ্যই রণসজ্জায় সজ্জিত হ'য়ে, অমরেন্দ্রের সাহায্যার্থে আমার সহিত যুদ্ধ যাত্রা কর। আমি প্রতিজ্ঞা ক'রে ব'ল্‌ছি আজ হতে ত্রিরাত্র মধ্যে হয় বিজয়নগর শ্মশান ভূমি হবে, না হয় কোকনদের সিংহাসন কোকনদের রাজবংশকে অঙ্কে ধারণ ক'র্‌বে না।

সেনা। মহারাজ ক্ষান্ত হ'ন, আমাদের হৃদয় বিদীর্ণ হচ্চে, আর যেন আমাদের ও সকল শু'ন্‌তে না হয়; আমরা আপনার জন্য প্রাণ দিতে প্রস্তুত আছি, তথাপি প্রাণ থা'ক্‌তে কোকনদের সিংহাসনে দেবরাজ ইন্দ্রকেও ব'স্‌তে দেবনা। যদি স্বয়ং ধূর্জ্জটী এসে অজিতের সাহায্যার্থে সমরাঙ্গনে প্রবেশ করেন,

তথাপি আমি দর্প ক'রে ব'ল্‌তে পারি, অরাতি কুল কখনই মহারাজ চন্দ্রকান্তের সৈন্যগণের পৃষ্ঠ দর্শন ক'র্‌বে না।

চন্দ্র। তবে আর ক্ষণকাল বিলম্ব ক'রনা, সৈন্যগণকে প্রস্তুত হ'তে বল। (ফণিভূষণের দিকে দৃষ্টি করিয়া) ওকে? ওকে বেঁধে নিয়ে এসেছ কেন?

মন্ত্রী। আঁজ্ঞে ওর কথাই আপনাকে ব'ল্‌ছিলেম, ওই পাপিষ্ঠই সেই মহর্ষি মাণ্ডব্যের আশ্রম পালিত ঋষি কুমার।

চন্দ্র। কৌতুক দে'খ্‌বার জন্য কি ওকে এখানে আনা হয়েছে? ওর শোণিত এনে আমাকে দেখালে না কেন? এখনি আমার সম্মুখ হ'তে লয়ে যাও, এই মূহুর্ত্তেই আমি ওর শোণিত দে'খ্‌তে চাই।

১মপ। মহারাজ! এসময় ব'ল্‌তে সাহস হয় না, কিন্তু আমরা যখন আপনার সভাপণ্ডিত, তখন আমাদের কর্ত্তব্য কার্য্যে আমরা পরাঙ্মুখ হ'তে পারি না। যা হবার তা হয়েছে, এক্ষণে আমাদের বিবেচনায় ব্রহ্মহত্যা ক'রে আপনার স্বর্গ-রোধ ক'র্‌বেন না; ওর প্রাণদণ্ড ক'র্‌লে এখনি ত ওর সকল যন্ত্রণার শেষ হবে; বরং ওকে কারারুদ্ধ ক'রে রাখুন, ও নিত্যই মৃত্যু যাতনা ভোগ করুক।

চন্দ্র। (ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া) তবে তাই হ'ক। এক্ষণে আমি চল্লেম।

(ইতি প্রথম গর্ভাঙ্ক।)

চতুর্থ অঙ্ক।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

(মনোরমার বাটীর সন্মুখস্থ প্রাঙ্গন)

(মনোরমা ও কুন্তলা উপস্থিত।)

মনো। কুন্তল! আমার মাথা খাস্, ঠিক্ ক'রে বল দিকি কি হয়েছে; তামাসা কচ্ছিস্ নেতো?

কুন্ত। একি তামাসা ক'র্‌বার বিষয়?

মনো। কুন্তলরে, কি ভয়ানক কুসমাচার দিলি! আমি যা ভেবেছি, যা ভয় করেছি, সত্যি সত্যিই তাই ঘ'ট্‌ল? ফণির অদৃষ্টের পরিণাম কি এই হ'ল? আহা যার ভয়ে গৃহ ত্যাগী—দেশত্যাগী হ'ল, আবার প'ড়্‌ল কিনা তারই হাতে? যখন ফণি ধরা প'ড়েছে, তখন হয়ত প্রমদাও ঐ সর্ব্বনেশের হাতে প'ড়ে থা'ক্‌বে।

কুন্ত। তা হ'লে কি সুরেন তাকেও বাড়ী পাঠিয়ে দিত না?

মনো। হয়ত এমন হ'য়ে থা'ক্‌বে ঐ সব কথা নিয়ে তাদের দুজনে বিবাদ হয়েছে; হয়ত প্রমদা সুরেনকে বিবাহ ক'র্‌তে অসন্মত হ'লে, সে দুরাচার জোর ক'রে তার ধর্ম্মনষ্ট ক'র্‌তে উদ্যত হয়ে থা'ক্‌বে; আর প্রমদা যে অভিমানিনী, যে রকম সাধ্বী, তাতে সে ধর্ম্মনষ্টের ভয়ে হয়ত আত্মঘাতিনী

হয়েছে। যদি এ সবও না ঘটে, যদি সুরেনের হাতেও না প'ড়ে থাকে, তবুও কোন ক্রমে তার নিস্তার দে'খ্‌ছিনে। হয় চোর ডাকাতে, ন হয় বাঘ ভাল্লুকের হাতে মারা প'ড়্‌বে; কি না খেতে পেয়ে শুকিয়ে মারা যাবে? হায় হায়! এই সকল সহ্য ক'র্‌তে হবে বলে কি, বিধাতা আমাকে অখণ্ড পরমায়ু দিয়েছিলেন? কুন্তল! এখন বল্‌ দেখি, কি উপায়ে ফণির সঙ্গে কারাগারে একবার দেখা করি?

কুন্ত। ও বাপ্‌রে! সে'কি তোমার আমার সাধ্যি! সেখানে মাছিটী পর্য্যন্ত ঢু'ক্‌তে পারে না।

মনো। তবেইত কি হবে? আহা ফণি না জানি কত কষ্টই পাচ্চে! হয়ত লোহার শিকল দিয়ে হাত পা বেঁধে, সেই অন্ধকার পাতাল পুরীর মধ্যে ফেলে রেখেছে, সেখানে একটু বাতাস ঢোক্‌বার ও পথ নেই! হয়ত তৃষ্ণা পেলে কেউ একটু জল ও দেয় না, ক্ষুধা পেলে এক মুটো খেতেও দেয় না, আর প্রহরী গুলোতো সাক্ষাৎ যম বল্লেই হয়! তাদের মনে দয়াও নেই, মায়াও নেই, হয়ত সেই শীর্ণ শরীরের উপর কষাঘাত ক'র্‌তে কিছু মাত্র কুণ্ঠিত হচ্ছে না! যায় প্রাণ, থাক প্রাণ; আমি প্রতিজ্ঞা ক'রে ব'ল্‌ছি ফণিকে কারাগার থেকে উদ্ধার ক'র্‌বই ক'র্‌ব। এতে আবশ্যক হ'লে তুমি কি কিছু সাহায্য ক'র্‌বে না?

কুন্ত। আমার, দিদি, যা ব'ল্‌বে তাই ক'র্‌ব, প্রাণ দিতে বল তাতেও প্রস্তুত; প্রিয়সখি প্রমদার প্রিয়তমের জন্যে প্রাণ দেব তার বাড়া আর ভাগ্য কি!

মনো। এখন উপায় কি?

(মদনের প্রবেশ।

এ আবার কে ?

মদ। আ-আ-আ-জ্ঞে।

মনো। কে তুই ?

মদ। অ'-আ-মি—ম-অ-অ-দন্।

কুন্ত। আহা, মদনের ন্যায় রূপখানিই বটে।

মনো। তুই কোথা থেকে আস্‌ছিস্ ?

মদ। উই ও পাড়া থেকে।

মনো। কার কাছ্ থেকে ?

মদ। বড় কত্তা।

কুন্ত। আ মর্ মিন্‌সে, বড় কর্ত্তা কে তোর ?

মদ। মোদের বড় কত্তাকে চেননা ? তাঁদের এই এত টাকা। (হস্তদ্বারা দর্শায়ন) বড় কত্তা মোকে বড্ড ভাল বাসে, এই দেখ মোরে জুতো দেচে, জামা দেচে। মুই কত লোকের কাছে চাক্‌রি করেছি, মোর অদেষ্টে জুতোটা আর কখনই জোটেনি।

কুন্ত। তুই যে রকম মানুষ, তোর জুতোরিই অদেষ্ট বটে; তবে এতদিন জোটেনি কেন ব'ল্‌তে পারিনে। আচ্ছা তোর বড় কর্ত্তার নাম কি বল দিকি ?

মদ। তেনার নাম রাজ মিস্তিরি।

কুন্ত। তবেত তোর বড় কর্ত্তা বড্ড লোক দে'খ্‌ছি ! তুই কি তার যোগাড়ে নাকি ?

মনো। তুই যাচ্ছিস্ কোথা ?

মদ। মণির মার কাছে।

মনো। মণির মা আবার কে?

মদ। বড় কত্তা মোরে বলে দিলে, তেনার বাড়ীর কাছে একটা পকুর আছে। মুইতো দে'খ্‌তে নেগেছি, কত নোকের বাড়ীর কাছে পকুর রয়েছে; সম্মাইকে জিজ্ঞেস কন্নু, কিন্তু মণিরমার কথাডা কেউ ব'ল্‌তে পাল্লে না। কোন্ রাস্তাডা মোরে ব'লে দিলে, সেটা ভুলে গিছি। মুই দুপুর বেলা থেকে ঘু'র্‌তে নেগেছি, সাঁজ হ'য়ে গেল, তবু মুই খুজে পেনু না। মোরে কত ব'ক্‌বে অখন।

মনো। মণির মাকে কি দরকার বল্ দিকি?

মদ। বড় কত্তা তেনারে একটা নেকা পেটিয়ে দেচে।

মনো। কই কি নেকা দেখি?

মদ। তোমারে দেব কেন? মোরে বলে দেচে মণির মার হাতে দিস্, আর কারুকে দিস্‌নে।

মনো। (স্বগত) আমার বোধ হচ্চে, এ বেটা মস্ত বোকা, যা ব'লে দেচে, সব ভুলে গেছে; ঐ যে বল্লে রাজমিস্তিরি, তা নয় রাজ মন্ত্রী; আর মনোরমা ভুলে মণির মা করে ফেলেছে; তবে বোধ হয়, মন্ত্রী আমাকেই কোন পত্র টত্র পাঠিয়ে থা'ক্‌বে;—তাই সম্ভব! আজ কাল আমার উপর মন্ত্রীর বড় দৃষ্টি পড়েছে। যাই হ'ক, পত্রে কি লিখেছে দেখ্‌তে হ'ল; কিন্তু কুন্তলার সুমুকে দেখা হবে না, ওকে অন্তর ক'র্‌তে হ'ল (প্রকাশ্যে) দুর হ'ক্ কুন্তল, এ পাগলের সঙ্গে বকে কি হবে; এখন আমার বাড়ীতে চল, সেখানে দুজনে পরামর্শ ক'রে যা হয় স্থির ক'র্‌ব।

কুন্ত। এখন যাই, কাজকর্ম্ম সব সেরে, একটু বিলম্বে এসে তোমার সঙ্গে দেখা ক'র্‌ব।

মনো। আমার মাথা খাও, অবিশ্যি করে আ'স্তে চাও।

কুন্ত। আমায় দিদি, অত ক'রে ব'ল্তে হবে কেন!

(কুন্তলার প্রস্থান।)

মদ! হ্যাঁগা মা ঠাক্রুণ, মুই তবে কি ক'র্ব?

মনো। আচ্ছা তুই বল্ দিকি, মণির মা—না মনোরমা?

মদ। হাঁ-মা ঠাকরুণ ঐ বটে, মুই ও নাম্ডা ভুলে গিয়েছিনু।

মনো। আর তুই যে বল্লি রাজমিস্তিরি তোরে পাঠিয়েছে, রাজমিস্তিরি—না রাজমন্ত্রী?

মদ। ঐ দ্যাখ, মুই কতবার ঐ নামডা শুনিচি, কিন্তু মোর মুক্‌দে আর বেরল না।

মনো। আমার নামই মনোরমা, কৈ কি পত্র দিয়েছেন দেখি!

মদ। (ইতস্ততঃ অন্বেষণ করিয়া) ঐ যা! মুই সেখানাও ভুলে এয়েচি। মোর হাতে দিলে, মুই গামচার একটা কোণে বাঁদ্‌নু, আর আসবার সময় গামচা খানা ফেলে এয়েচি।

মনো। দূর্ আবাগের বেটা ভূত, তবে কি রূপ দেখাতে এয়েচিস্?

মদ। মা-ঠাকুরুণ, তুমি একটুখানি এই খানে দাঁড়াও, মুই দৌড়ে গে সেখানা নিয়ে আসি।

মনো। আচ্ছা তুই যা, ঐ আমার বাড়ীর দরজা দেখা যাচ্ছে, তুই এসে আমায় ডাকিস্!

(মনোরমার প্রস্থান।)

মদ। মুই কোন্ পথ দে কোথায় এয়েচি, তা যে ঠাওর হচ্ছে না।

(মন্ত্রীর প্রবেশ।)

মন্ত্রী। ব্যাটা কখন এসে ছস্, আর এখানে হাঁ করে দাঁড়িয়ে আছিস্! তোরে যে কর্ম্মের জন্য পাঠিয়ে দিলেম তার কি করেছিস্?

মদ। আজ্ঞে, উই মণির মার দরজা দেখা যাচ্চে, তেনার সঙ্গে মোর দেখা হয়েচে।

মন্ত্রী। তোরে বলে দিলে কি?

মদ। বল্লে ঐ মোর দরজা দেখা যাচ্চে, ওই খান থেকে মোরে ডাকিস্।

মন্ত্রী। যা তবে শীঘ্র ডেকে আন্?

মদ। (গমনোদ্যত)

মন্ত্রী। ওরে ব্যাটা শোন্ শোন্! দেখ্ দেখি আমায় কি ভাল দেখাচ্ছে না?

মদ। আজ্ঞে না।

মন্ত্রী। 'না' কিরে ব্যাটা?

মদ। আজ্ঞে হ্যাঁ।

মন্ত্রী। অ: ম'লো ব্যাটা! ভাল দেখাচ্ছে কি না—তাই বল্ না।

মদ। আজ্ঞে বেশ্ দেখাচ্ছেন।

মন্ত্রী। ঠিক্ ক'রে বল দিকি কি রকম দেখাচ্ছে?

মদ। আজ্ঞা ঠিক্ রতের মতন দেখাচ্ছেন।

মন্ত্রী। অা ম'লো ব্যাটা, রতের মতন কি?

মদ। আজ্ঞে, সেই যে রতের সময় কত রকম সংয়ের ঠাকুর হয়েছিল, তারই মত।

মন্ত্রী। তার মধ্যে কোন ঠাকুরের মত।

মদ। আঁজ্ঞে, সেই যে আল্লাদে না পেল্লাদে কি বলে, যার পেট্‌টা মোটা হাত পা গুণো সরু সরু।——

মন্ত্রী। ব্যাটা আমায় সং পেয়েছিস? (স্বগত) এ ব্যাটা মিছেও বলেনি, যে সে আমায় ঐ পেট মোটার কথা বলে বটে;—তা ব'লে কি আমায় কুৎসিৎ দেখায়? এই রূপেই যখন শত শত রূপবতী কামিনীকে প্রণয় পাশে বদ্ধকরেছি, তখন কি মনোরমাকে ভূলাতে পা'র্‌ব না? আর মাকাল ফলের ন্যায় পুরুষের শুধু রূপে কি হবে? গুণ চাই! এই যে উদরটী, এ ষড়্‌রসের ভাণ্ডার। তার মধ্যে আদি রসের ভাগটাই বেশী; অন্য রস আমার তত মুখ প্রিয় নয়! (প্রকাশ্যে) ওরে ব্যাটা দাঁড়িয়ে রইলি যে, ডাক্‌ না?

মদ। আঁজ্ঞে ডাকি (কিঞ্চিৎ দূরে গমন, পুনরায় প্রত্যাবর্ত্তন।)

মন্ত্রী। আবার ফিরে এলি যে?

মদ। আঁজ্ঞে সাঁজের বেলা, অশোদ গাছের তলাদে যেতে ভয় ক'র্‌চে! মুই একা যেতে পা'র্‌ব না!

মন্ত্রী। আমি এখানে রয়েছি ভয় কি?

মদ। হ্যাঁ! আবার কি সে দিন সে রাত্তিরের মতন হবে; (চীৎকার স্বরে) বাবাগো——

মন্ত্রী। আ ম'লো ব্যাটা! চুপ্‌ চুপ্‌! চল্‌ আমি তোর সঙ্গে যা'চ্ছ।

(উভয়ের দ্বার দেশ পর্য্যন্ত অগ্রসর।)

মন্ত্রী। এই বার ডাক্‌—

মদ। ওগো মা ঠাক্‌রোণ হেতা এস গো, মোন্তোর মশাই এয়েচে।

মন্ত্রী। ওরে ব্যাটা চুপ্ চুপ্। আমার নাম করিস্‌নে!

(দ্বারোদ্‌ঘাটন পূর্ব্বক সসব্যস্তে মনোরমার প্রবেশ।)

মন্ত্রী। এই যে মনোরমে! তুমি আমার রাধা বিনোদিনী, এই দেখ তোমার কাঁলাচাদ তোমার কুঞ্জ-দ্বারে দাঁড়িয়ে মুরলী ধ্বনি ক'র্‌ছেন।

মনো। আজ আমার পরম সৌভাগ্য!

মন্ত্রী। মনোরমে, যে দিন হ'তে তুমি আমার নয়ন পথে পতিত হ'য়েছ, সেই দিন হ'তেই তো তোমার সৌভাগ্য-সঞ্চার হয়েছে। তুমি যে মনে মনে আমাকে ভাল বাস, তাকি আমি জানি নে? তবে তোমাদের মেয়ে জেতের ঐ একটা কেমন রোগ, খেলিয়ে খেলিয়ে জখম না ক'রে, আর ডাঙ্গায় তোল না।

মনো। সজোরে এক টানে তুল্লে, যদি সুতো ছিঁড়ে, কি বঁড়সী ভেঙ্গে পালান, এই জন্যই জখম ক'রে তোলা।

মন্ত্রী। মনোরমে! তোমার রূপের কাছিতে যে ধারাল কটাক্ষ বঁড়সী বাঁধা, যেমন ক'রেই কেন টানন', মাছ গিয়ে আপনিই হাতের উপর উ'ঠ্‌বে। হা-হা-হা——

মদ। ধারাল বঁড়সী? আচ্ছা মোদের বাগানের পকুর থেকে একটা মাচ গেঁত্তে পার, তবে বুঝি ধারাল বঁড়সী! কত্তা মশাই জানেন তো, পরশু দিন বিকেলে সেই সন্নিপাত মশাই——

মন্ত্রী। দূর ব্যাটা—সন্নিপাত না সেনাপতি? ব্যাটা আহাম্মক! ফের যদি পাগলের মত ব'ক্‌বি তো মেরে হাড় ভেঙ্গে দেব। তোর আর এখানে থা'ক্‌বার প্রয়োজন নাই, তুই চ'লে যা!

(মদনের প্রস্থান।)

মনো। আপনার লোকটী যুটেচে বেশ; আপনি যেমন নটবর, সহায় আবার তেমনি মদন। বাছা রূপেও মদন, গুণে ও মদন।

মন্ত্রী। কি জান, মনোরমে, আমার যেমন ব্যবসা, তাতে ঐ রকম বোকা লোক নৈলে কাজ চলে না। তা এখন বাজে কথা ছেড়ে, কাজের কথা বল দিকি? ফলে আজ যদি আমায় নৈরাশ কর, তবে তোমার সম্মুখে গলায় ছুরি দেব!

মনো। মন্ত্রী মশাই! অপরাধ নেবেন্ না, লোকে ভাল জিনিষ কি'ন্‌তে গেলে, আগে তার পরক্ ক'রে দেখে—সোণার জিনিষ ও পুড়িয়ে নেয়।

মন্ত্রী। তা তুমি কসুর ক'চ্ছ কি! বিচ্ছেদ আগুনে কত বার ক'রে পোড়ালে, গলালে—তবু কি তোমার সন্দেহ ঘোচে না? দেখ এ খাটী সোনা, এতে খাদ নেই। (শরীর দর্শায়ন) "বিনা আকিঞ্চন, পাইলে রতন, বল অযতন কে কোথা করে।"

মনো। আপনার ন্যায় অমূল্য রত্ন, অনেকের আকাঙ্ক্ষার সামগ্রী; আমি তো কাঙালিনী, আমি গলায় প'র্‌লে, যদি কেউ কেড়ে নেয়; এই ভয়েই এতদিন লোভ সম্বরণ করে-

ছিলেম; কিন্তু আর পারিনে ;—"যা থাকে কপালে, দোলাইব গলে, কলঙ্ক হারেতে এ নিলমণি।"

মন্ত্রী। মনোরমে! আমার শরীরে আজ আর আহ্লাদ ধরে না (সুর করিয়া) "বিচ্ছেদ বালির বাঁধ, ভাঙ্গ্‌লো প্রেমের ঢেউ লেগে।"

মনো। করেন্‌কি, চুপ্‌ করুন, এখনি সকলে জা'ন্‌তে পা'র্‌বে।

মন্ত্রী। আমি চোকে কাণে দে'খ্‌তে পাচ্চিনে, আমার বুদ্ধি শুদ্ধি লোপ পেয়েছে। মনোরমে! চল তোমার বাড়ী গিয়ে কিছুক্ষণ আমোদ করিগে।

মনো। আজ ক্ষমা করুন, কুন্তলা রাত্রে এখানে আ'স্‌বে বলেছে, যদি আসে দুজনকেই অপদস্থ হ'তে হবে।

মন্ত্রী। কুন্তলা কে?

মনো। রাজকন্যার সহচরী।

মন্ত্রী। সে এখানে কেন?

মনো। রাজকন্যেত আর এখানে নেই, যে তাঁর কাছে থা'ক্‌বে; আমি একাটী থাকি, সেই জন্যে সে যখন অবকাশ পায়, আমার কাছে আসে; কোন কোন দিন রাত্রেও থাকে।

মন্ত্রী। তবেই ত! আজ না হয় আমি ফিরে গেলেম। কালও ত সে আ'স্‌তে পারে, তার কি বল?

মনো। আপনি যদি এক কাজ ক'র্‌তে পারেন, তা হ'লে আর কোন ভাবনা থাকে না!

মন্ত্রী। কি বল।

মনো। আপনি আমাকে এমন একটী উপায় করে দিন, যে যেখানে সেখানে আমি যেতে পারি, কেউ আমাকে কিছু না ব'ল্‌তে পারে ; তা হ'লে সুবিধামত আমিই গিয়ে আপনার সঙ্গে দেখা ক'র্‌ব।

মন্ত্রী। সেই বেশ্‌ কথা !—মেয়ে মানুষ না হলে কি বুদ্ধি যোগায়? তবে ধর, আমি তোমাকে এই অঙ্গুরীটী দিচ্চি, এই অঙ্গুরী দেখিয়ে কোকনদ রাজ্যের মধ্যে যেখানে ইচ্ছা সেখানে তুমি যেতে পা'র্‌বে, কেউ তোমাকে বাধা দেবে না। (অঙ্গুরি প্রদান) কিন্তু তা'তেওতো সুবিধা দে'খ্‌ছিনে !

মনো। কেন ?

মন্ত্রী। তুমি নিয়ত আমার কাছে গেলে, লোকে দে'খ্‌লেই বা কি ব'ল্‌বে ?

মনো। তার অনেক উপায় আছে।

মন্ত্রী। কি উপায় ?

মনো। আমি এমন বেশে যাব কেন ? আপনি আমার জন্যে একটী প্রহরীর পোষাক পাঠিয়ে দেবেন, সেই পোষাক পোরে গেলে, কেউ আর আমাকে চি'ন্‌তে পা'র্‌বে না।

মন্ত্রী। অতি সদ্‌যুক্তি হয়েছে ! মনোরমে, তোমাকে আর কি আশীর্ব্বাদ ক'র্‌ব, আমার মাথায় যত চুল ততদিন তোমার যৌবন স্থায়ী হ'ক্‌ ! আমি আজিই তোমার জন্যে পোষাক পাঠিয়ে দেব।

মনো। তাই অনুগ্রহ ক'রে শীঘ্র পাঠিয়ে দেবেন; আজ্‌ আপনাকে দেখে অবধি মন যে কেন এমন হয়েছে, তা ব'ল্‌তে পারিনে ; আর আপনাকে একদণ্ডের জন্যেও চক্ষের অন্তরাল

ক'র্‌তে ইচ্ছে হচ্চে না;—বাসনা হচ্চে, রাত্রিদিন ঐ চাঁদমুখ খানি দেখি।

মন্ত্রী। মনোরমে, তোমা হেন সুন্দরী, আমার রূপ দেখে ভুলেছে, আর চাঁদ মুখ ব'লে প্রশংসা ক'র্‌ছে, কিন্তু অনেক ব্যাটা বেটি আমাকে নাদাপেটা কুৎসিৎ ব'লে পরিহাস করে।

মনো। তারা অন্ধ! আপনার এত বয়েস হয়েছে, তবু আজও আপনাকে দেখে নবীন যুবা পুরুষেরাও লজ্জা পায়, না জানি যৌবন কালে কি ছিলেন? কত শত কুলকামিনী যে কুলে জলাঞ্জলি দিয়েছে তা ব'ল্‌তে পারিনে। আর পেট মোটাতে আপনারত বেমানান হয়নি; পুরুষমা'ন্‌ষের অমন একটু আধটু না থা'ক্‌লে মানাবে কেন?

মন্ত্রী। তুমি আমাকে ভাল বাস ব'লেই সোণার চক্ষে দেখ।

মনো। সে কথাও মিছে নয়; যাকে ভাল বাসা যায়, তার দোষও গুণ ব'লে বোধ হয়। এই দেখুন, আপনার চুল পেকেছে ব'লে আমার পাকা চুলে আর বিদ্বেষ নেই। বৃন্দাবন বিহারী চিকণ কালার মত—সুচিকণ বর্ণ, তাতে সাদা সাদা চুল গুলি থাকাতে, আপনার মুখশ্রী আরও বৃদ্ধি হয়েছে, যেন মধুপানে উন্মত্ত হ'য়ে, ভ্রমর পদ্মের নীচে গড়িয়ে প'ড়েছে।

মন্ত্রী। না না, পরিহাস নয়, সত্যকি কুৎসিত দেখায়?

মনো। আমি কি আপনার সঙ্গে পরিহাস ক'র্‌ছি? সত্যই যদি কুৎসিত হবেন তবে যুবতীগণ আপনাকে দেখে মুগ্ধ হবে কেন? আর আমার মত হতভাগিনীদের সুন্দর,

—কুৎসিত বা গুণাগুণ বিচারে প্রয়োজন কি? জল উপ্তই হ'ক্ বা শীতলই হ'ক্, কটুকষাই হ'ক্ বা সুস্বাদই হ'ক্ স্বচ্ছই হ'ক্ বা পঙ্কিল হ'ক্, অনল নির্ব্বাণের ক্ষমতাতো ধারণ করে!

মন্ত্রী। মনোরমে, তোমার সুধা মাখা কথাতে তাপসের মনও মুগ্ধ হয়! ঈশ্বর পদ্মেতে মধু দিয়েছেন, আর তোমার মুখ পদ্মে সুধা দিয়াছেন; ইচ্ছা হয় আহার নিদ্রা পরিত্যাগ ক'রে দিবারাত্রি ঐ সুধাই পান করি! (করযোড়ে) তা মনোরমে, আর কেন বিড়ম্বনা কর?

মনো। আজ আমাকে ক্ষমা করুন! (সচকিতে) ঐ বুঝি কুন্তলা আ'স্‌ছে, আর এখানে থাঁকা উচিত নয়, আপনি শীঘ্র এখান হ'তে যান্।

মন্ত্রী। মনোরমে, অধিক আর ব'ল্‌ব কি, মনপ্রাণ এই খানেই প'ড়ে রইল।

মনো। পোষাকটির কথা যেন মনে থাকে।

(উভয়ের প্রস্থান।)

(২য় গর্ভাঙ্ক সমাপ্ত।)

চতুর্থ অঙ্ক।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

(রাজা চন্দ্রকান্তের কারাগার।)

(বিষণ্ণ ভাবে শৃঙ্খলাবদ্ধ ফণি দণ্ডায়মান।)

ফণি। (ঈষৎ কোপ দৃষ্টে) এখনও—এখনও সেই কথা? মায়াবিনি, দূর হ—দূর হ!—আমার সম্মুখ হ'তে দূর হ! এতদিন তোর মুখ চেয়ে,—তোর আশ্বাসবাক্যে বিশ্বাস ক'রে, প্রাণ ধ'রে আছি! কিন্তু হায়!—তোর সে সমস্তই প্রতারণা, —সমস্তই প্রলাপ বাক্য,—সমস্তই ইন্দ্রজাল! আশা!—তুই মায়াবিনী রাক্ষসী! মায়াবলে কত সময় কত মনোমোহিনী মূর্ত্তি—জগৎ মোহিনী মূর্ত্তি—ত্রিলোক মোহিনী মূর্ত্তি ধারণ ক'রে, আমার নয়ন মুগ্ধ ক'র্‌চিস্‌! মধুর ভাষিণি!—তোর সুমধুর বাক্যে, শ্রবণদ্বয় এতদিন পরিতৃপ্ত হয়েছে, কিন্তু এখন বিষবৎ আমার সর্ব্ব শরীর দগ্ধ ক'র্‌চে! স্বীকার করি, তুমি শোক-দুঃখ-সন্তপ্ত হৃদয়ের শান্তিদায়িনী,—আসন্ন মৃত্যুর প্রাণ দায়িনী! কিন্তু যার জীবন রক্ষার কোন সম্ভাবনা নাই,—ভবিষ্যত-সুখের কণামাত্র আশা নাই, তাকে আশ্বাস বাক্যে মুগ্ধ করার ফল কি?—এ অবস্থায় আশ্বাস প্রদান কি কেবল উপহাস নয়? বুঝিচি, তুই বিধাতার মনোরথ পূর্ণ ক'র্‌বার জন্য, তাঁরই অনুরোধে আমার দুঃখানল দ্বিগুণতর প্রজ্বলিত ক'র্‌তে এসেচিস্‌!—দুর্ভেদ্য কুহক জালে আমার চতুর্দ্দিক ঘিরে ফেলেচিস্‌! কুহকিনি, তোর যতদূর ক্ষমতা থাকে চেষ্টা কর্‌—কিছুতেই আমাকে আর ভুলাতে

পা'র্‌বিনে! তোর মুখ পানে আর আমি চাইব না! (অন্য দিকে মুখ ফিরাইয়া) রাক্ষসি! তুই কি কিছুতেই আমার সম্মুখ হতে যাবিনে? (সবিস্ময়ে) একি—প্রমদা?—প্রমদা, তুমি এখানে? হা প্রিয়ে, তুমিও কি আমার মত কারাবদ্ধ হয়েছ? একে আমি আপনার দুঃখই সহ্য ক'র্‌তে পাচ্চিনে, আবার কি ক'রে তোমার কারাবাসের এ দারুণ কষ্ট চোকে দে'খ্‌ব? কিন্তু প্রিয়ে, তুমি যদি কারারুদ্ধাই হও, তবে আমাদের এক গৃহে থা'ক্‌তে দেবে কেন? তবে কি তুমি আমার দুঃখ মোচন ক'র্‌তে এসেচ?—আমাকে কারাগার হতে মুক্ত ক'র্‌তে এসেচ? প্রিয়ে, এ দারুণ কষ্ট আর আমার সহ্য হয় না!—অনাহারে শরীর এমনি দুর্ব্বল হ'য়ে প'ড়েছে, যে চতুর্দ্দিক যেন শূন্য দে'খ্‌ছি;—পিপাসায় কণ্ঠ শুষ্ক হচ্চে, পাষণ্ডেরা একটু জল পর্য্যন্ত দিচ্চে না!—আমার প্রাণ যায়! এস প্রিয়ে,—আমার নিকটে এস, জন্মের মত তোমার চাঁদ মুখ খানি একটি বার দেখে নেই! একটি কথা কও, শুনে আমার প্রাণ শীতল হ'ক! ওকি?—প্রমদা, তোমার ললাটে কি?—সিন্দূর রেখা? তবে কি তোমার বিবাহ হয়েছে?—তুমি কি পরস্ত্রী? ওঃ—তবে তুমি পলায়ন কর;—আর তোমার মুখ দর্শন ক'র্‌তে চাই না!—এখানে আর ক্ষণমাত্র বিলম্ব ক'রনা, তোমার স্বামী দে'খ্‌তে পেলে, আর রক্ষা থা'ক্‌বে না। ওই যে—ওই যে—ওই যে নিষ্কোষিত অসি হস্তে সুরেন্দ্র এই দিকে ছুটে আ'স্‌ছে;—পলাও-পলাও-শীঘ্র পলাও! সুরেন্দ্র, সাবধান!—আমি এখানে আছি; কি পামর,—তবু নিরস্ত নও? তবে এই পাপের ফল ভোগ কর! (মুষ্টাঘাত করিতে গৃহের

প্রাচীরে আঘাত) ওঃ—কি ভ্রান্তি! আমি কি উন্মত্ত হলেম? কোথায় প্রমদা, আর কোথাইবা সুরেন্দ্র! ভাল, প্রমদা যথার্থই কি সুরেন্দ্রের হাতে ধরা প'ড়েছে?—তার সঙ্গে প্রমদার বিবাহ হয়েছে?—প্রমদা কি গৃহে ফিরে এসেছে? না জানি কত লোকে কথা কথাই ব'ল্‌ছে!—রাজা রাণী কত যন্ত্রণা দিচ্ছেন! আমার কারাবাসের কথা শুনে, নির্জ্জনে ব'সে নীরবে রোদন ক'র্‌ছে! (দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া) ওঃ—মৃত্যু—আর সহ্য হয় না!—শীঘ্র এস, তোমাকে আলিঙ্গন ক'রে সকল যন্ত্রণার হস্ত হ'তে মুক্ত হই! জগদীশ্বর!—এ পাপীকে পরিত্রাণ কর! —এ পাপ দেহকে খণ্ড খণ্ড ক'রে, নরকে নিক্ষেপ কর;—যদি নরক অপেক্ষাও কোন জঘন্য স্থান থাকে, সেখানেও আমাকে স্বাধীন ভাবে বিচরণ ক'র্‌তে দাও; কিন্তু এ অবস্থায় আর আমাকে রেখনা;—কারাবাস যন্ত্রণা আর আমার সহ্য হয়না,! হস্ত পদ সমস্ত থা'ক্‌তে, আর আমি জড় পদার্থের মত থা'ক্‌তে পারিনে। (ভূতলে অর্দ্ধ শয়ান)

(এক জন প্রহরীর প্রবেশ।)

প্রহ। (নিঃশব্দ-পদসঞ্চারে ফণির নিকট গমন পূর্ব্বক) ফণি! ফণি!—(গাত্রস্পর্শ করিয়া) ফণি!

ফণি। আমার প্রাণ ওষ্ঠাগত হ'য়েছে, শেষ হ'তে আর বিলম্ব নাই; যদি যন্ত্রণা দিয়ে তোদের মনোভিলাষ পূর্ণ না হ'য়ে থাকে, তবে এই বেলা পূর্ণ কর্।

প্রহ। ফণি তুমি কারে দেখে এত ভয় ক'র্‌ছ?

ফণি। ভয়?—কারে?—প্রহরিকে?—তোদের রাজা চন্দ্রকান্তকেও কি ভয় করি? কি ব'ল্‌ব সহায় হীন,—সম্পদ হীন,—উপায় হীন,—অস্ত্র বিহীন; না হ'লে, পাপাত্মা চন্দ্রকান্ত আমার প্রাণের প্রমদাকে মরণাধিক যন্ত্রণা দিচ্ছে, আর আমি তা অনায়াসে সহ্য ক'চ্চি? দেখাতেম কণা মাত্র অগ্নিতে দাহ্য শক্তি আছে কি না!

প্রহ। ফণি, তুমি এখনও আমাকে প্রহরী জ্ঞান ক'র্‌ছ? প্রহরীগণ তোমার দুঃখে দুঃখী হ'য়ে কবে চক্ষের জলে ভেসেছে?

ফণি। তবে কি তুই যম?—আমার দুঃখ মোচন ক'র্‌তে এসেছিস্‌?—আমার মরণাধিক এই যন্ত্রণা দেখে রোদন করছিস্‌? যদি তুই যথার্থই আমার দুঃখে দুঃখী, তবে এত দিন ভুলে ছিলি কেন? আয়, তবে শীঘ্র আমার নিকটে আয়, তোকে আলিঙ্গন ক'রে আমার তাপিত প্রাণ শীতল করি;—কারাবাসের এ অসহ্য যন্ত্রণা হ'তে মুক্ত হই।

প্রহ। এখনও কি আমাকে চিন্তে পা'র্‌ছ না?—আমার কথা শুনে ও বুঝ্‌তে পা'র্‌ছ না? আমি প্রহরী নই, আমি সেই হতভাগিনী জন্ম দুঃখিনী মনোরমা? তোমাকে কারা মুক্ত ক'র্‌তে এসেছি।

ফণি। পামর!—আমি এখন মৃত্যুকে আলিঙ্গন ক'র্‌তে প্রস্তুত হয়েছি—এই কি তোর পরিহাসের সময়?

প্রহ। আমি তোমাকে উপহাস ক'র্‌তে আসিনি; যথার্থই আমি প্রহরী নই, একবার ভাল ক'রে আমার মুখপানে চেয়ে দেখ দিকি! (মনোরমার দিকে ফণির তীক্ষ্ণ দৃষ্টি)

ফণি। তুমি এখানে কেমন ক'রে এলে ?

মনো। আমি এই প্রহরীর বেশে তোমাকে কারামুক্ত ক'র্‌তে এসেছি ! কি রূপে এসেছি তা পরে ব'ল্‌ছি। এস অগ্রে তোমার বন্ধন মোচন ক'রে দিই।

ফণি। (সহাস্যে) একি সামান্য রজ্জুর বন্ধন, যে মনে ক'র্‌লেই খু'ল্‌তে পা'র্‌বে ? যে দৃঢ় লৌহ শৃঙ্খলে বদ্ধ আছি তোমারসাধ্য কি তা মোচন কর।

মনো। আমি তারও উপায় করেছি (বিশেষ যন্ত্র দ্বারা শৃঙ্খল ছেদন পূর্ব্বক) এখন এক কাজ কর, তোমাকে আমি প্রহ-রীর বেশটী খুলে দিই, তুমি পরিধান ক'রে, যত শীঘ্র পার পলায়ন কর। (বেশ পরিত্যাগে উদ্যত)

ফণি। তার পর তোমার দশা কি হবে ?

মনো। আমার পলায়নের অনেক উপায় আছে; সেউপায় না ক'রে কি আর এখানে এসেছি ? সে জন্যে তোমার কোন চিন্তা নাই।

ফণি। না মনোরমে ! তোমার এ সংকল্পে আমি কখনই সম্মত হ'তে পা'র্‌ব না ; কেন তুমি পরের জন্যে আপনাকে বিপদে ফে'ল্‌তে চাচ্চ ?

মনো। (সজল নয়নে) পর ?—আমি তোমার পর ?—

ফণি। তা বৈকি ? তোমার সঙ্গে আমার এমন কোন সম্বন্ধ নাই যাতে প্রাণ দিয়ে তুমি আমার উপকার ক'র্‌তে পার !

মনো। সম্বন্ধ নাই থাক্, তা ব'লে কি পরের জন্যে পরের প্রাণ কাঁদে না ?—পর কি আত্মীয় স্বজন অপেক্ষা

আপনার হয় না ? মনোরমা তোমার জন্যে যে কেন কাঁদে—কেন প্রাণ দিতে চায়, দারুণ দুঃখে—অপার বিপদে প'ড়ে কি সব ভুলে গিয়েছ ? ফণি ! এক সময় তুমি কি সহোদরার মত আমায় ভাল বা'স্‌তে না ? তবে যে আজ এমন দারুণ কথা বল্লে,সে কেবল এই জন্ম দুঃখিনীর কপাল গুণে ! (অঞ্চল দ্বারা নয়ন মার্জ্জন)

ফণি। মনোরমে ! ভগ্নি ! আমায় ক্ষমা কর ! সাধ্‌ ক'রে কি নিষ্ঠুর বাক্যে তোমায় বিদায় ক'র্‌তে চাচ্ছি ? তোমায় দেখে যে আমার বুক ফেটে যাচ্ছে ? কেন আমাকে কাঁদাতে এলে ? ভগ্নি ! তোমার করে ধ'রে মিনতি ক'রে ব'ল্‌ছি, আমার নিকট আর থেক না। তোমায় দেখে—তোমার কথা শুনে, পূর্ব্বকার প্রতিদিনের—প্রতি মুহূর্ত্তের কথা মনে হ'য়ে, হৃদয়ে শেল সম বিদ্ধ হচ্ছে !

মনো। (সজল নয়নে) কারে ব'ল্‌ছ, ফণি ! তোমার আর প্রমদার অদর্শনে, যে কষ্টে দিনপাত ক'র্‌ছি, তা আর ব'ল্‌তে পারিনে। তারপর তোমার কারাবাসের কথা শুনে, আজ স্বচক্ষে এই দুর্দ্দশা দেখে, মনে যা হচ্ছে, তা দেখাবার নয়—ব'ল্‌বার নয় ! তবে এখনও যে জীবিত আছি, সে কেবল এই পাষাণীর পাষাণ প্রাণের প্রমাণ !

ফণি। মনোরমে, আরও যত অধিকক্ষণ এখানে থা'ক্‌বে, কেবল উভয়েরি যন্ত্রণা বা'ড়্‌বে বৈত নয় ! আর প্রহরীরা যদি এসে জা'ন্‌তে পারে, তা হ'লে মহা বিপদস্থ হ'তে হবে ; তাই বলি, এখানে তোমার আর ক্ষণমাত্র বিলম্ব ক'র্‌বার আবশ্যক নেই।

মনো। প্রহরীরা আসে আসুক, ধন দিয়ে হ'ক্, প্রাণ দিয়ে হ'ক্, আজ আমি তোমাকে কারাগার হ'তে মুক্ত ক'র্‌বই ক'র্‌ব।

ফণি। আমার জন্য ধন দেওয়া, কি প্রাণ দেওয়া তোমার পক্ষে অসম্ভব নয়; কিন্তু আমাকে মুক্ত করা, তোমার অসাধ্য! কিছুতেই আমার প্রাণরক্ষা ক'র্‌তে পা'র্‌বে না, লাভে হতে তুমি নিজে প্রাণ হারাবে!

মনো। আমার প্রাণে জগতের কি উপকার হবে?

ফণি। দেখ, মনোরমে, প্রমদাকে শান্ত ক'র্‌তে, ক্ষণকালের জন্যে চোখের জল মুছাতে, আর কেহই নাই; সকলেই তার বিপক্ষ! যথার্থই যদি আমার উপকার ক'র্‌তে তোমার অভিলাষ থাকে, তবে যাতে প্রমদাকে শান্ত রা'খ্‌তে পার— আমার জন্যে যাতে সে নিতান্ত কাতর না হয়, প্রাণপণে তারই চেষ্টা কর! এই আমার শেষ অনুরোধ! আমাকে জন্মের মত বিদায় দেও! বড় দুঃখ রৈল, প্রমদার সঙ্গে আমার দেখা হ'ল না! তাকে এই কথা বল—(দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া সজল নয়নে) কি কথাই বা ব'ল্‌বে!

মনো। ফণি, তুমি উন্মত্তের ন্যায় কি কথা ব'ল্‌ছ? প্রমদা কোথায়?

ফণি। কেন, সুরেন্দ্র তাকে ধ'রে নিয়ে আসেনি?

মনো। সেকি?—এ কথা তোমাকে কে বল্লে? তোমরা দুজনে কোকনদ ত্যাগ ক'রে বনগমন ক'র্‌লে, আর কি প্রমদার কোন সম্বাদ পাওয়া গেছে?

ফণি। তবেই হয়েছে! এত দিন কি প্রমদা সেই নির্জন গহন বনে, হিংস্র জন্তু গণের মধ্যে প্রাণে বেঁচে আছে? তবে

কি জন্যে তুমি আমার জীবন রক্ষা ক'র্‌তে যত্ন ক'র্‌ছ? আমি আজ ইচ্ছা পূর্ব্বক মৃত্যুর ক্রোড়ে শয়ন ক'রে, সকল যন্ত্রণার হস্ত হ'তে মুক্ত হব।

মনো। আমার মাথা খাও, অমন অমঙ্গলের কথা আর মুখে এননা! প্রাণ ত্যাগ ক'র্‌লে তোমারই বা কি উপকার হবে, আর বিপক্ষদেরই বা কি অপকার হবে! লাভে হ'তে কেবল শত্রু হা'স্‌বে, বৈত নয়! আর প্রমদা যদি বেঁচে থাকে, তা হ'লে ভেবে দেখ দে'খ তার দশাই বা কি হবে? তুমি জীবিত থা'ক্‌লে, তার সঙ্গে পুনর্ম্মিলনের আশা থা'ক্‌তে পারে। তাই বলি ও দুরভিসন্ধি ত্যাগ ক'রে, আমি যা বলি তাই শোনো, যে সকল দিকে মঙ্গল হবে। আমি শুনেছি, আর তোমাকে দেখেও বু'ঝ্‌তে পাচ্চি, প্রহরীরা তোমাকে এক রকম অনাহারে রেখেছে; তা আগে এই গুলি আহার ক'রে শ্রান্তি দূর কর। (বস্ত্রাভ্যন্তর হইতে আহারীয় দ্রব্য বাহির করণ)

ফণি। (সহাস্যে) এসব আর কেন?

মনো। না ফণি, আমার মাথা খাও, এ গুলি তোমায় খেতেই হবে। না খেলে আমি তোমার সম্মুখে আত্মঘাতিনী হব।

ফণি। তোমার মনে কষ্ট দিতে আমি চাইনা। (আহার)

মনো। (প্রহরীর বেশ ত্যাগ করিয়া) তার পর এই গুলি প'রে, যত শীঘ্র পার, পলায়ন কর। যদি কেউ কিছু জিজ্ঞাসা করে, এই অঙ্গুরীটী দেখিও; তা হ'লে আর কেউ কিছু ব'ল্‌বে না। (অঙ্গুরী প্রদান)

ফণি। (অঙ্গুরী হস্তে লইয়া) একি! এযে মন্ত্রীর নামাঙ্কিত অঙ্গুরী দে'খ্‌ছি! এ তুমি কোথায় পেলে?

মনো। সে অনেক কথার কথা, এখন ব'ল্‌বার সময় নেই, যদি ঈশ্বর দিন দেন, পরে জা'ন্‌তে পা'র্‌বে! এখন এই মাত্র জেনে রাখ, যে মন্ত্রী এ অঙ্গুরীটী আমায় দিয়েছে; কেন দিয়েছে, তা এখন ব'ল্‌ব না; কিন্তু ইটি জেন, যে মনোরমা কলঙ্কিনী নয়।

ফণি। ভাল, আমি যেন পলায়ন ক'র্‌লেম, তার পর তোমার দশা কি হবে?

মনো। আবার সেই কথা? সে জন্যে তোমার কোন চিন্তা নেই! তার উপায় না ক'রেই কি এসেছি? যাঁর অনুগ্রহে এতদূর ক'র্‌তে পেরেছি, আবার তাঁরই অনুগ্রহে আমিও কারামুক্ত হতে পা'র্‌ব। এখন তুমি আর বিলম্ব ক'র না, শীঘ্র এই পরিচ্ছদটী পরিধান ক'রে পলায়ন কর।

ফণি। (প্রহরীর বেশ ধারণ) দেও, তোমার ও তরবার খানিও দাও। ও খানি আমার অসময়ের বন্ধু হবে।

মনো। না, তা হবে না, এ সময় তোমার হাতে অস্ত্র রাখা উচিত নয়! শোক দুঃখে লোকের চিত্ত বিকার হ'লে, আত্ম হত্যা ক'র্‌তে সহজেই মন যায়! এখন যাও, শীঘ্র যাও! দেখ, খুব সাবধান, যেন ছদ্ম বেশ কেউ জা'ন্‌তে না পারে!

ফণি। আবার তোমার সঙ্গে কবে দেখা হবে?

মনো। (স্বগত) বোধ হয় এ জন্মে আর হ'চ্চে না! (প্রকাশে) যবে ঈশ্বর আবার দিন দেবেন।

ফণি। আমি তবে চল্লেম

(প্রস্থান)

মনো। (স্বগত) জগদীশ্বর! তোমায় সহস্র সহস্র ধন্যবাদ! আমার মনস্কামনা সিদ্ধ হবার কিছুমাত্র আশা ছিল না, এখন আমি নিশ্চিন্ত হলেম! তার পর আমার নিজের যা হয় হ'ক্।

(এক জন প্রহরীর বেগে প্রবেশ।)

প্রহ। (মনোরমাকে দেখিয়া চমকিত ভাবে স্বগত) একি? এ মেয়ে মানুষটী কে?—এখানে কেমন করে এল? তবে কি আমাদের রাজকুমারী? না, তাও তো নয়! আর তা হ'লেই বা এখানে কেমন ক'রে আ'স্‌বেন? (প্রকাশে) তুমি কে? এখানে কি জন্যে এসেছ? বন্দী তোমার কে হয়? (চতুর্দ্দিক নিরীক্ষণ করিয়া) কৈ, বন্দী?—বন্দী কোথায়? হায় কি সর্ব্বনাশ! কোথায় গেল? (পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে সকল স্থান অন্বেষণ) তবে কি এই সর্ব্বনাশীই সব্বনাশের মূল? শীঘ্র বল বন্দী কোথায়?

মনো। আঃ—ছি—চেঁচাও কেন? চুপকর—চুপকর! (হাস্য)

প্রহ। একি পাগল নাকি? রাক্ষসি! এখন্ তোর পাগলামি রাখ্—শীগ্‌গির বল্ বন্দী কোথায় গেল? না হ'লে এই তরবার দিয়ে, এখনি তোকে কেটে ফে'ল্‌বো! (উচ্চৈঃস্বরে) রঘুবর সিং!

মনো। আঃ! ওকি আবার? চুপ করনা! রঘুবর সিং কেন? তাকে ডেকে আবার কি হবে? গর্হিত কাজ ক'রে

থাকি, তুমিইত কা'ট্‌তে পার। কেন তোমার ওকি মেয়ে মানুষ কাটা খাঁড়া নয়? এই আমি ঘাড় পেতে দিলেম, কাট। (প্রহরীর দিকে মস্তক নত)

প্রহ। তুই যে সব্বনাশ করেছিস্, তোকে কেটে ফেল্লেও রাগ যায় না। তোর জন্যে এখনই আমাদের সকলের শির যাবে। বন্দী তোর কে হয়?

মনো। কেউ নয়।

প্রহ। তবে এমন কাজ ক'র্‌লি কেন?

মনো। কেন করিচি, পরে ব'ল্‌ব। এখন যদি প্রাণ চাও, যা বলি তাই কর; তা হ'লে আমাদের দুজনেরই মঙ্গল। আর কেউ না আ'স্‌তে আ'স্‌তে, চল, আমরা পালিয়ে অন্য কোন দেশে যাই, সেখানে আমরা স্ত্রী পুরুষের মত থা'ক্‌ব। আমার যা কিছু সঙ্গতি আছে, তাতে আমাদের দুজনের অনায়াসেই চ'ল্‌তে পা'র্‌বে। (বস্ত্রের মধ্য হইতে কতকগুলি অলঙ্কার ও মুদ্রা বাহির করিয়া) এই নেও, এ সকল তোমার কাছেই রেখে দেও! (প্রহরীর হস্তে প্রদান)

প্রহ। (সহর্ষে) এ সমস্ত কার?

মনো! আমার নিজের—এখন তোমার হ'ল। তবে আর বিলম্ব ক'রনা, চল।

প্রহ। তবে একবার দেখে আ'স্‌ব, বাইরে কেউ আছে কিনা? (পশ্চাৎ ফিরিয়া) এই সর্ব্বনাশ হ'ল।

(দ্বিতীয় প্রহরী রঘুবর সিংএর প্রবেশ)

রঘু। ভজন সিং! কারাগারের ভেতর এই কাণ্ড! এখানে মেয়ে মানুষ নিয়ে আমোদ ক'র্‌ছ?

ভজ। আমি আমোদ ক'র্‌ছি? না ও তোমার কাছেই এয়েছে? তুমি ওকে এরমধ্যে আ'স্‌তে ব'লে, এখন আমার ঘাড়ে বুঝি উল্‌টে চাপ্‌?

রঘু। সেকি?—আমি আবার ওকে কখন আ'স্‌তে বল্লেম? ওকে আমি চিনিও না!

মনো। তা এখন আর চি'ন্‌বে কেন! ধরা পড়িছি যে!

রঘু। মন্দ নয়, মেয়ে মানুষটি দে'খ্‌ছি খুব রসিক!

ভজ। তা না হ'লে, তোমার মা তোমার মাথা খাবে কেন?

রঘু। এ আবার কি রকম রসিকতা?

ভজ। রকম ভাল; আহা যেন কিছুই জানেন না! এই মেয়ে মানুষটীর সঙ্গে যোগ ক'রে, বন্দীকে ছেড়ে দিয়ে, এখন সাধু হ'য়ে বসেছেন!

রঘু। (কারাগারের চতুর্দ্দিক নিরীক্ষণ করিয়া) অ্যাঁ—সেকি?—বন্দী পলায়ন করেছে? এযে ভারি মজার কথা শুনি! তোরা ছুজনে মিলে এই কাজ ক'রে, এখন আবার আমায় দোষী ক'র্‌ছিস্‌?

ভজ। তুই ত ভারি মজার লোক! আমি করিছি? আমি যখন তোকে জিজ্ঞাসা ক'র্‌লেম, "কারাগার থেকে কে বেরিয়ে গেল?" তুই বল্লি, "মন্ত্রী মহাশয় একজন প্রহরীকে দিয়ে বন্দীর খাবার পাঠিয়েছিলেন, সেই যাচ্চে।"

রঘু। সেত যথার্থই একজন প্রহরী এসেছিল! আমি তাকে বেশ চিনি! তার চ'লে যাওয়ার পর, তুই এই কাণ্ড করিছিস্‌।

ভজ। আমি এখনিই গিয়ে মন্ত্রী মশাইকে বলি, দেখি তুই কত বড় চালাক। (গমনোদ্যত)

(মন্ত্রীর প্রবেশ ও মনোরমার অবগুণ্ঠনাবস্থায় একপার্শ্বে দণ্ডায়মান)

মন্ত্রী। এর মধ্যে এত গোল কিসের ?

রঘু। (মন্ত্রীর সম্মুখে জানু পাতিয়া করযোড়ে) দোহাই ধর্ম্মাবতার! আমি কিছুই জানিনে! ও আপনার কাছে যা ব'ল্‌বে, সব মিছে। ও নিজে এই কাণ্ড ক'রে, আমার নামে দোষ দিচ্চে।

ভজ। (করযোড়ে) দোহাই ধর্ম্ম! পরমেশ্বর সাক্ষী, আমি এর বিন্দু বিসর্গ কিছুই জানিনে! আপনি ধর্ম্মাবতার, এর যথার্থ বিচার ক'রে দেখুন।

মন্ত্রী। কি, হয়েছে কি?

ভজ। আপনি কি এর একটু পূর্ব্বে কোন প্রহরীকে পাঠিয়েছিলেন ?

মন্ত্রী। আমি ?—কৈ না—

ভজ। (রঘুবরের প্রতি) কেমন, কি হ'ল ?

রঘু। (করযোড়ে) দোহাই প্রভু—ও পাকে প্রকারে আমাকে দোষী ক'র্‌চে।

মন্ত্রী। তোরা অনর্থক কেন গোল ক'র্‌ছিস্, কি হয়েছে তাই ব'ল্‌না ?

রঘু। প্রভু, কি ব'ল্‌ব, ব'ল্‌তে মুখে কথা স'র্‌চে না! আমাদের চোখে ধূলো দিয়ে, বন্দী পলায়ন করেছে।

মন্ত্রী। (চকিতভাবে) অ্যাঁ ?—বলিস্ কি ? সর্ব্বনাশ ক'রেছিস্ ? তোরা কি কেবল কতকগুলো অস্ত্র শস্ত্রে সুসজ্জিত

হ'য়ে, কারাগারের শোভা বর্দ্ধন ক'র্‌ছিলি? বন্দী কখন—কেমন ক'রে পলায়ন ক'র্‌লে?

রঘু। আজ্ঞা, এর একটু পূর্ব্বে একজন প্রহরী কতক গুলো খাবার সামগ্রী হাতে ক'রে এসে বল্লে, "মন্ত্রী মশাই বন্দীর জন্যে এই সকল পাঠিয়ে দেচেন।" আমি প্রথমে তার কথায় বিশ্বাস করিনি; তারপর সে আপনার নামাঙ্কিত একটা আংটী দেখালে, আমরা তখন আর কোন সন্দেহ না ক'রে, কারাগারের মধ্যে যেতে দিলুম। খানিক বাদে, সে ফের সেই আংটী দেখিয়ে চলে গেল। সেই সময় আমার একটু বিশেষ কাজ ছিল, আমি ভজন সিংকে দ্বার রক্ষা ক'র্‌তে ব'লে চলে যাই, তার কিছুক্ষণ পরেই, ফিরে এসে কারাগারের মধ্যে ঢুকে দেখি, ও একটা মেয়ে মানুষের সঙ্গে কথা কচ্চে; আমি আ'স্‌তেই আমায় বল্লে, "তুই এই মেয়ে মানুষটীর সঙ্গে সড়্‌ ক'রে বন্দীকে যেতে দিইচিস্‌!" দোহাই ধর্ম্ম! আমি আপনার পা ছুঁয়ে ব'ল্‌চি, আমি এর পূর্ব্বে তাকে কখন চক্ষেও দেখিনি! বরং ও যে রকম ভাবে তার সঙ্গে কথা ক'চ্ছিল, তাতে বেশ বোধ হ'ল, ওদের পরস্পর জানা শুনা আছে।

ভজ। দোহাই ধর্ম্ম! আমি ওকে চিনি না—ও মেয়েমানুষটী হয়ত ব'ল্‌বে, "চেনে!"

রঘু। আপনি বরং ওকে জিজ্ঞাসা করুন।

ভজ। (মনোরমার দিকে করযোড়ে) ধরম্‌ বাপ! তোমার কপালে যা আছে, তাতো হবেই! কিন্তু দে'খ মা, দোহাই তোমার! দে'খ যেন নির্দ্দোষী কাঙ্গালকে মের না!

ধর্ম্মের দিকে চেয়ে—তোমার ছেলে মেয়ের মুখের দিকে চেয়ে—ঠিক্ কথা ব'ল ! না হ'লে ধর্ম্মে সবে না, কখনই সবে না, কখনই সবে না !

মন্ত্রী । তোরা ক্ষান্ত হ—ক্ষান্ত হ । আমি সমস্ত বুঝিছি ; তোদের কা'রও দোষ নেই ! ঐ মায়াবিনী রাক্ষসী স্ত্রীলোক হ'য়েও মায়া প্রভাবে, পুরুষের অসাধ্য কার্য্য সাধন করেছে ! তোরা অতি সত্বরেই সেই বন্দীর অন্বেষণে গমন কর্ ; বোধ হয় এই ঘোর নিশাকালে সে এখনও অধিক দূর যেতে পারেনি ।

রঘু । ভজন সিং, আয় ভাই—দেখি আজ সে কোথায় গিয়ে রক্ষা পায় ! এত বড় আস্পর্দ্ধা—আমাদের ফাঁকি দিয়ে পলায় ?

(প্রহরীদ্বয়ের প্রস্থান ।)

মন্ত্রী । মনোরমা, অবগুণ্ঠনে কি ও কালামুখ ঢাকে ? তোর মত বিশ্বাসঘা'তিনী—তোর মত মায়াবিনী—বোধ হয় জগতে আর দ্বিতীয় নাই ! তুই কা'র্ ভরসায় এমন দুরূহ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করেছিলি ?

মনো । (করযোড়ে) এ দাসী চিরকাল যাঁর ভরসা ক'রে আ'স্ছে, আজও তাঁর ভরসায় এ কাজ করেছে ! অধিনীর ভরসা কেবল ঐ শ্রীচরণ !

মন্ত্রী । কুহকিনি ! আবার তোর কুহকে ভূ'ল্ব ? কি শঠতা !—কি চাতুরী !—এ জগতে তোর অসাধ্য কার্য্যই নাই ! সর্ব্বনাশি ! ভাব্ দেখি তুই আমার কি সর্ব্বনাশ কল্লি ! তোর জন্যে আমাকে লোকালয়ে যতদূর অপদস্থ হবার, হ'তে হবে !

আমার নামাঙ্কিত অঙ্গুরী দেখিয়ে বন্দী পলায়ন করেছে! উঃ—কি ভয়ানক কথা! মহারাজ এ কথা শু'নলে কি আমাকে আর ক্ষমা ক'রবেন? তিনি আমার হস্তে সমস্ত রাজ্য ভার দিয়ে, যুদ্ধ যাত্রায় গমন করেছেন, কিন্তু আমিত রাজ্য সবই রক্ষা ক'রলেম্। আমি তোর প্রণয়ে বদ্ধ হ'য়ে, বিশ্বাস ক'রে তোর হস্তে সমস্তই অর্পণ ক'রছিলেম্; কিন্তু তুই যে এমন বিশ্বাস ঘাতিনী—এমন কাল সাপিনী, তোর মুখে মধু—হৃদে বিষ, তা জা'নব কেমন ক'রে! তবে কেবল রাজকুমারী নয়, তুইও ফণির প্রণয়ে মজেছিলি!

মনো। প্রভু! এ হতভাগিনী শ্রীচরণে যে দারুণ অপরাধ করেছে, তার ক্ষমা নেই; তার জন্যে আমাকে অন্য যা কিছু ব'লে তিরস্কার ক'রবার করুন; কা'টতে হয় কাটুন, —কিন্তু ও কথা ব'লবেন্ না; ফণির সঙ্গে আমারওরূপ সম্বন্ধ নয়।

মন্ত্রী। এখনও সতীত্ব প্রকাশ?—এখনও প্রতারণা? আমি কি জা'নতে পাচ্চিনে বন্দী তোর কে?

মনো। জানেন্ না, কেউই জানেনা! বল্লেও বিশ্বাস ক'রবেন না; বন্দী আর কেউ নয়—আমারই ভাই! ভায়ের জীবন রক্ষার জন্যে ভগ্নী কি আপনার জীবন পর্য্যন্ত দান কর্'তে পারে না?

মন্ত্রী। বন্দী যদি যথার্থই তোর ভাই—তা হ'লে এত কাল এ কথা প্রকাশ করিস্নি কেন?

মনো। কে বিশ্বাস ক'রত; এইত আপনার নিকট প্রকাশ ক'রলেম, আপনি কি বিশ্বাস ক'রলেন?

মন্ত্রী। তুই আমার সঙ্গে যেরূপ শঠতা ব্যবহার করেছিস্, তখন কেমন ক'রে তোর কথায় বিশ্বাস ক'র্ব? আমাকে আশ্বাস দিয়ে বাড়ীতে বসিয়ে রেখে, তুই কিনা এসে এই কাণ্ড ক'র্‌ছিস্?

মনো। বলুন দেখি, যার ভাই কারাগারে অপার যন্ত্রণা ভোগ কর্চ্চে, তার কি সে সময় আমোদ প্রমোদ ভাল লাগে?—তার কি তখন হিতাহিত জ্ঞান থাকে?

মন্ত্রী। আঃ—রাক্ষসি! তুই যদি আগে আমাকে ব'ল্‌তিস্ বন্দী তোর ভাই, তা হ'লে কি এত কাণ্ড হয়?—অনায়াসে তাকে মুক্ত ক'রে দিতেম।

মনো। এখনও যে বিপদ ঘটেছে, তা আপনি মনে কল্লে কি উদ্ধার ক'র্‌তে পারেন না? আপনিইত সর্ব্বময় কর্ত্তা। তবে দাসীর পোড়া অদৃষ্টের গুণে, এর উপর সে কৃপা দৃষ্টি নেই। আমি যখন আপনার জন্যে কুল, মান, লজ্জা সমস্ত পরিত্যাগ ক'র্‌তে পেরেছি; আপনি কি আমার এই একটু সামান্য উপকার ক'র্‌তে পা'র্‌বেন না? আপনাকে আমি যে ভাল বাসি, তা আপনি আর জা'ন্‌বেন কেমন ক'রে, মন তো আর কেউ দে'খ্‌তে পায় না!

মন্ত্রী। ও কেবল মুখে!

মনো। মুখে? আপনি আমার হৃদয় খণ্ড খণ্ড ক'রে দেখুন, হৃদয় আপানার প্রণয়ে পূর্ণ কি না!

মন্ত্রী। (স্বগত) মনোরমা তবে কি যথার্থই আমায় ভাল বাসে? না প্রতারণা ক'র্‌ছে? আর প্রতারণা ক'রেই বা কি ক'র্‌বে? যখন আজ আমার হস্তে পতিত হয়েছে, তখন

কিছুতেই নিস্তার নেই। আহা! মনোরমার মুখের কি লাবণ্য!—নয়নের কি সুন্দর কটাক্ষ!—হৃদয়ে যেন শেল সম বিদ্ধ হচ্চে! (মনোরমার হস্ত ধারণ করিয়া) মনোরমে!——

মনো। ছি-ছি-ছি, করেন্ কি—করেন্ কি! ছেড়ে দিন্, হাত ছাড়ুন!

মন্ত্রী। কখনই না—আজ আর কখনই ছা'ড়্‌ব না!

মনো। দোহাই আপনার ছেড়ে দিন্, এখনি প্রহরীরা এসে, এই অবস্থা দে'খ্‌লে কি মনে ক'র্‌বে?

মন্ত্রী। এখানে এখন কেউ নাই—প্রহরীরা কেউ নাই!

মনো। আমি যেন কা'র পায়ের শব্দ পাচ্চি—আপনি একবার দেখে আসুন দিকি।

মন্ত্রী। আচ্ছা দেখে আ'স্‌ছি—(দ্বারদেশ পর্য্যন্ত গমন ও ইতস্ততঃ দৃষ্টি)

মনো। (স্বগত) না—আর হ'লনা—আর পা'র্‌লেম না, আজ এ পামর ক্ষুধাতুর ব্যাঘ্রের ন্যায় আমাকে আক্রমণ করেছে—আজ আর কিছুতেই নিস্তার নেই! পাপ জীবনের মায়া ক'রে কি কলঙ্ক-পঙ্কে নিমগ্ন হ'ব?—মৃত পতির নিকট বিশ্বাসঘাতিনী হব? তা কখনই পা'র্‌বনা! এ দুরাত্মার দুষ্কর্ম্মের প্রতিফল দিতে পারি; কিন্তু ব্রহ্মহত্যা ক'রে, চিরদিন ঘোর নরকাগ্নিতে কেন দগ্ধ হব? তার চেয়ে আপনার প্রাণকে বলি দিয়ে, সকল যন্ত্রণা হ'তে মুক্ত হই!

মন্ত্রী। কেউ নাই—কেউ নাই, সুন্দরি! আমাকে আর বাধা দিওনা। (দুই বাহু প্রসারিত করিয়া মনোরমাকে ধরিতে উদ্যত)

মনো। (অসি উত্তোলন করিয়া) দুরাশয়—এই তোর দুরাশার মূলোচ্ছেদ—আমার দুঃখের অবসান!

(নিজ কণ্ঠে অস্ত্রাঘাত ও ভূতলে পতন।)

মন্ত্রী। (সত্রাসে) রঘুব——(পতন ও মূর্চ্ছা)

মনো। (অতি কষ্টে) ফণি—ভাই—যাই, দেখা হ'লনা; বিদায়—জন্মের শোধ—প্রমদা—দিদি—কোথায় রৈলে? ওঃ—ওঃ—যাই—যাই—তোমরা—দুজনে সুখে থাক! আমার—ভাগ্যে নেই—তোমাদের মিলন দেখা হ'লনা! জগদীশ্বর—দয়াময়—ক্ষমা,—ধর্ম্ম রক্ষার জন্যে—আত্মহত্যা—মহাপাপ—ক্ষমা—পরমে—(মৃত্যু)

মন্ত্রী। (উঠিয়া সভয়ে চতুর্দ্দিকে চাহিতে চাহিতে,) রঘুবর সিং—ভজন সিং—(বেগে পলায়ন)

(ইতি চতুর্থ অঙ্ক।)

পঞ্চম অঙ্ক।

(অরণ্য মধ্যস্থিত দেব মন্দির)

(মন্দিরাভ্যন্তরে গীত)

রাগিণী ভৈরবী—তাল মধ্যমান।

ত্রাণ কর শঙ্কর, হর করুণা ধার।
সহেনা সহেনা আর, যাতনা অপার॥
সৃজন কারণ, ভূভার হরণ, হরহে দুঃখ হরণ,
দাসীর দুঃখ ভার॥
হেরি অনুক্ষণ, নীর হীন ঘন, তৃষিতা চাতকী মন,
ভোলে নাহে আর॥
অতি অভাগিনী, আমি অনাথিনী, কর চির দুঃখিনীরে
দুঃখ নীরে পার॥

(একজন উদাসীনের প্রবেশ)।

উদা। (চতুর্দ্দিক নিরীক্ষণ করিয়া) কৈ, আরত শু'ন্‌তে পাচ্চিনে! কোথা হ'তে এই শ্রুতপূর্ব্ব গীত ধ্বনি আমার কর্ণ কূহরে প্রবেশ ক'র্‌লে? একি যথার্থই মনুষ্য কণ্ঠ-নিঃসৃত গীতধ্বনি? না, আমার মনের ভাব—মনের কথা—কর্ণে প্রতি শব্দিত হ'য়ে, দ্বিতীয় ব্যক্তির কণ্ঠস্বরের মত বোধ হচ্চে? আমার হৃদয়স্থিত প্রতিমার ছায়া যেমন সময়ে সময়ে আমার নয়ন পথে উদিত হ'য়ে, যে দিকে নেত্র পাত ক'র্‌ছি কেবল সেই ছায়াই দে'খ্‌তে পাচ্চি,—সেই ছায়া'রি অনুগমন ক'র্‌ছি; এ গীতধ্বনিও সেইরূপ মনের ভ্রান্তি! যেমন সুবিস্তৃত প্রান্তর মধ্যে, দিগ্‌ভ্রান্ত পথিকের মরীচিকায় জল ভ্রম হ'লে, সে তদনুসরণে প্রতারিত হয়, আমিও সেইরূপ আমার হৃদয় প্রান্তরস্থিত সেই ছায়ারূপিনী মরীচিকার অনুসরণে প্রতারিত হচ্চি! যাই হ'ক্, প্রতারিত হই হব, তথাপি যত দিন দেহে

প্রাণ থা'ক্‌বে, ঐ ছায়ারই অনুসরণ ক'র্‌ব! তা হ'লেও কি সেই অভীষ্ট রত্ন পাব না? আজ্ না পাই—কাল পাব, কাল না পাই—দুদিন পরে পাব, এ জন্মে না পাই—জন্মান্তরে পাব! আপাততঃ কি করি? কোথায় যাই? (ঊর্দ্ধদৃষ্টিক্ষেপ করিয়া) বেলা ঠিক দ্বিপ্রহর হয়েছে! কি আশ্চর্য্য! এ বনের কি শেষ নাই? যতই চ'ল্‌ছি, তরুলতা সকলও যেন আমার অগ্রসর হ'য়ে চলেছে! আর এত পথ এলেম, কিন্তু একটী মনুষ্যের সঙ্গেও দেখা হ'ল না! (ঈষদ্ হাস্য করিয়া) অথবা আমার পথের পথিক আর কে হ'বে? আরও কত দূর গেলে যে লোকালয় দে'খ্‌তে পাব, তা ব'ল্‌তে পারিনে! ক্ষুৎ-পিপাসায় প্রাণ কণ্ঠাগত হয়েছে, আর এক পাও চ'ল্‌বার শক্তি নাই! ক্ষণকাল না হয় এই তরুতলে বিশ্রাম করি, পরে যা হয় ক'র্‌ব। (উপবেশন)

মন্দিরাভ্যন্তরে পুনরায় গীত।

রাগিণী খট্—তাল ঢিমে তেতালা।

পাষাণ সমান, পাপিনীর এ প্রাণ, জানিলাম কঠিন!
কেন তা না হ'লে, বিচ্ছেদ অনলে, গলিল না এখন?
রাক্ষসী প্রণয়ে, মজাইয়ে তোমারি, এই হ'ল হা নাথ!
হায় কি কুক্ষণে, হেরিলে নয়নে, এ পিশাচীর বদন!
আশারি ছলনে, দেহ নিকেতনে, কেন আর প্রাণ?—যারে!
ভাবিছ কি মনে, প্রাণেশেরি সনে, হবে পুনঃ মিলন?

উদা। (একাগ্রচিত্তে গীত শ্রবণ করিয়া) ইহাও কি স্বপ্ন? কখনই না, অবশ্যই মনুষ্য কণ্ঠস্বর!

(মলিন বসন পরিধানা, আলুলায়িত কেশা রোরুদ্যমানা এক যুবতীর প্রবেশ)

উদা। (স্বগত) এই ত দে'খ্‌ছি একটী স্ত্রীলোক, রোদন ক'র্‌তে ক'র্‌তে এই দিকে আস্‌ছে, ইহাও কি স্বপ্ন? না বন

দেবী? তা হ'লে রোদন ক'র্বেন কেন? তবে কি মানবী? না আমার হৃদয়স্থিত সেই কল্পিত ছায়া, পুনরায় আমাকে ছলনা ক'র্তে এসেছে? যাই হ'ক্, বনদেবী হন, অন্তর্দ্ধান হবেন; ছায়া হয়, বিলুপ্ত হবে। (যুবতীর নিকটস্থ হইয়া) কেন গা তুমি রোদন কচ্চ? তুমি স্ত্রীলোক হ'য়ে, এই নিবিড় অরণ্য মধ্যে একাকিনী কেন ভ্রমণ কচ্চ?

যুব। এ চিরদুঃখিনীর দুঃখের কথা শুনে কি হবে? এ অভাগিনীর কপালে আগুণ লেগেছে! হায়! হায়! "যেখানে বাঘের ভয় সেই খানে সন্ধ্যা হয়?" (সরোদনে) হ্যাঁ গা আর কি পাব না?

উদা। কি পাবে না?—কা'রে পাবে না?

যুব। কেন তুমি কি জান না? এ বনের সবাই জানে, এই গাছ পালা জানে—ঐ মন্দির জানে—ঐ মন্দিরের শিব জানে; আর তুমি জান না?

উদা। আমি এই মাত্র এই অরণ্য মধ্যে প্রবেশ করিছি, সুতরাং আমি কেমন ক'রে জা'ন্‌ব, কি হয়েছে! যদি তোমার ব'ল্‌বার কোন বাধা না থাকে, তবে তোমার পরিচয়, আর রোদনের কারণ ব্যক্ত ক'রে; আমার কৌতূহলাক্রান্ত চিত্তকে সুখী কর।

যুব। কা'রও কাছে ব'ল্‌বে না তো?

উদা। না, ব'ল্‌বনা।

যুব। দে'খ, আমার মাথা খাও!

উদা। ধর্ম্ম সাক্ষী ক'রে ব'ল্‌ছি আমি কা'র ও কাছে প্রকাশ ক'র্ব না।

যুব। পোড়া অদৃষ্টের কথা ব'ল্‌ব কি, আজ আট দিন হ'ল, আমার স্বামীকে বাঘে নিয়ে গেছে! (সরোদনে) হায় বিধি! হায় দারুণ বিধি! তোর মনে কি এই ছিল?

উদা। (সবিস্ময়ে) কি সর্ব্বনাশ! কেমন ক'রে এমন দুর্ঘটনা ঘ'ট্‌লো? তোমরা কি এই বনের মধ্যে বাস কর? আহা! কেনই বা, এই নিদারুণ কথা শো'ন্‌বার জন্যে এত যত্ন ক'র্‌ছিলেম? হা বিধাতঃ! তুমি কি অবলার চক্ষের জল দে'খ্‌তে এতই ভাল বাস? এই নির্জ্জন বনে বনবাসিনীকেও অনুসন্ধান ক'রে ধরেছ!

যুব। (উচ্চহাস্য)

উদা। (সবিস্ময়ে স্বগত) একি আশ্চর্য্য ভাবান্তর! এর ভাবত কিছুই বুঝতে পার্‌চিনা! (প্রকাশে) এই তুমি রোদন ক'র্‌ছিলে, আবার সহসা কি জন্য হাস্য ক'র্‌লে?

যুব। তোমার রকম দেখে।

উদা। আমার এমন কি রকম দে'খ্‌লে যাতে হাস্য ক'র্‌তে হয়?

যুব। হাসি পায় না? আমার স্বামীকে নিয়ে গেল বাঘে, তাই শুনে তোমার চক্ষে জল এল কেন?

উদা। লোকের দুঃখ দে'খ্‌লে, দুঃখের কথা শু'ন্‌লে, দুঃখ হয় না? না, চক্ষে জল আসে না?

যুব। সকলেরই কি দুঃখ হয়?

উদা। যার না হয়—তার হৃদয় পাষাণ!

যুব। তবে বাঘে যখন আমার স্বামীকে ধরে, তখন আমি কত রোদন ক'র্‌লেম, বাঘের মনে দুঃখ হ'লনা

কেন —? আমার কথা শুন্‌লে না কেন ?—তাঁকে ছেড়ে দিলে না কেন ? হ্যাঁগা তাঁকে কি আর পাবনা ?

উদা। যদি ব্যাঘ্রে তাঁর কোন অনিষ্ট না ক'রে থাকে, যদি তিনি জীবিত থাকেন, তা হ'লে অবশ্যই তাঁকে পাবে। ভাল তাঁকে ধ'রে নিয়ে গেলে পর, তুমি কি তাঁর কোন সন্ধান ক'রেছিলে ?

যুব। সন্ধান আবার ক'র্‌লেম না? কত সন্ধান ক'র্‌লেম? কাঁদ্‌লেম, বাঘ এলো, আবার আমায় ধ'র্‌লে, তারপর যেই একটা সিঙ্গি এসে তার ঘাড়ে প'ড়্‌ল, আমি অম্নি পালিয়ে গেলেম! "যেখানে বাঘের ভয় সেইখানে সন্ধ্যা হয়!" (প্রকাশে) হ্যাঁগা তুমি অমন সুন্দর মুখ খানিতে ছাই মেখেছ কেন ?

উদা। (স্বগত) এযে দে'খ্‌ছি উন্মাদিনী! এর প্রকৃত ঘটনা কিছুই বু'ঝ্‌তে পা'র্‌ছিনে! পুনরায় চেষ্টা ক'রে দেখি, যদি মনের কথা কিছু বা'র ক'র্‌তে পারি। (প্রকাশে) হ্যাঁগা, তোমার আর কে আছে ?

যুব। (আপন মনে বন ফুল তুলিয়া কর্ণে পরিতে পরিতে)

গীত।

রাগিণী খাম্বাজ—তাল মধ্যমান।

হেরেছি কিক্ষণে সজনি আমি তারে।
যে করে অন্তরে, কব কায়, প্রাণ যায়, যায়রে।
থাকি যথা তথা, সে সদা মনে গাঁথা,
শয়নে স্বপনে পড়ে মনে, দেখা হলে রাখি হৃদাগারে॥

ওমা! কি ক'র্‌লেম্? অপরিচিত উদাসীনের সম্মুখে গান গাইলেম!

উদা। আহা তোমার দিব্য গলাটী! কৈ আর একটী গাও দেখি!

যুব। (স্বক্রোধে) কি, এতদূর স্পর্দ্ধা ? নরাধম্ !—ছদ্ম বেশী দস্যু ! এদিকে ছাই মেখেছিস্, সন্ন্যাসী হয়েছিস, কিন্তু ভিতরে ভিতরে সব ভণ্ডামী ? আমার সঙ্গে পরিহাস ?—পর-স্ত্রীর সঙ্গে পরিহাস ? তুই জানিস্ আমি রাজার মেয়ে ? আমার বাপ্ এলে এখনি তোকে কেটে ফে'ল্‌বে ?

উদা। তুমি রাজার মেয়ে ? তোমার পিতার নাম কি ? তিনি কোন দেশের রাজা ?

যুব। (একটী বৃক্ষ শাখা হস্তে করিয়া সরোদনে) নাথ ! এত দিন পরে কি দুঃখিনীকে মনে পড়েছে ? কেমন ক'রে এ অভাগিনীকে ভুলে ছিলে ? এমন নিষ্ঠুরতা কা'র কাছে শিখেছিলে ?

গীত।

জয় জয়ন্তি—আড়াঠেকা

অভাগিনীর কপাল গুণে, কি হ'ল বল সজনি ।
কেন আনিল ডাকিনী, বিপিনে হৃদয় মণি ॥
কে তুষিবে দুঃখিনীরে, ডুবিলাম দুঃখনীরে,
কি কাল করিনু সই রে, মণি লোভে ধরি ফণি ॥

উদা। (স্বগত) কেমন ক'রে এর প্রকৃত ঘটনা জা'ন্‌তে পা'র্‌ব ? (প্রকাশ্যে) হ্যাঁগা বনে বনে এমন ক'রে বৃথা কেঁদে কেঁদে বেড়ালে কি হবে ? তার চেয়ে বরং আমার সঙ্গে চল ; তোমার আত্মীয় স্বজনের বাটীতে, অথবা কোন নগরে রেখে, তোমার স্বামীর অনুসন্ধান করি।

যুব। আবার—আবার—আবার ?—এই তোকে নিষেধ ক'র্‌লেম আবার এইছিস্? যা মুখে আ'স্‌ছে তাই ব'ল্‌ছিস্? যখন আমার পতি নেই, তখন আবার কি সুখের অভিলাষিনী

হ'য়ে নগরবাসিনী হব ? দুরাশয়, আমাকে তোর সন্ন্যাসিনী ক'রবি মনে করেছিস্? দূর হ—দূর হ—দূর হ, না হ'লে এখনই ভস্ম ক'রব।

উদা। বিনাপরাধে আমাকে তিরস্কার ক'রলে, আমি তবে চল্লেম, কিন্তু ক্ষুধার্ত্ত অতিথি ফিরে যায়।

যুব। অতিথি ? (করযোড়ে) প্রভু আমার অপরাধ মার্জ্জনা করুন! অবোধ স্ত্রীলোকের কথায় আপনার ন্যায় মহাত্মার রাগ করা কি উচিত ? আমার মাথা খান, আপনি যাবেন না! ক্ষণকালের জন্য এই তরুমূলে বিশ্রাম করুন, আমি শীঘ্রই ফিরে আ'স্ছি।

(প্রস্থান।)

উদা। (স্বগত) এদিকে জ্ঞানও বিলক্ষণ আছে দে'খ্ছি! মায়াবিনী, কি যথার্থই উন্মাদিনী, কিছুই বু'ঝ্তে পা'র্‌চিনে! এত ক'রেও প্রকৃত পরিচয় জা'ন্‌তে পা'র্‌লেম না!

(যুবতীর পুনঃ প্রবেশ।)

যুব। আমি অতি দুঃখিনী—বন বাসিনী—প'তি প্রেম কাঙ্গালিনী—মণি হারা ফণিনী—তৃষিতা চাতকিনী—বারি হীনা কাদম্বিনী—রাজার মেয়ে ভিখারিণী! "যেখানে বাঘের ভয় সেখানেই সন্ধ্যা হয়!" হ্যাঁ গা তুমি একলাটি বনে বনে বেড়াও, তোমায় বাঘে ধরে না ?

উদা। না।

যুব। তবে তুমি ও বুঝি বাঘ ? তাই বাঘে তোমায় কিছু বলে না। তোমার হাতে পায় কিসের দাগ ?

উদা। (অপ্রস্তুত হইয়া) অ্যাঁ-কৈ ? হাঁ-ও, না-তা-না।

যুব। (করতালি দিয়া) হো—হো—হো—বুঝিছি! বুঝিছি! তুমি নিশ্চয়ই বাঘ—ব্যাধেরা তোমায় ধ'রে, হাত পা বেঁধে, পিঁজরের ভিতর পুরে রেখেছিল, তুমি সেই পিঁজরে ভেঙ্গে পালিয়ে এসেছ।

উদা। (সভয়ে চতুর্দ্দিক নিরীক্ষণ করিয়া করযোড়ে) দেবি! আপনি কে বলুন, আমাকে আর ছলনা ক'র্‌বেন না; আমি সব বু'ঝ্‌তে পেরেছি, আপনার যে এ সমস্ত মায়া, তা আমি বেশ জা'ন্‌তে পেরেছি। যদি দয়া ক'রে আত্ম পরিচয় না দেন, তবে আপনার সন্মুখে আত্মঘাতী হব!

যুব। হ্যাঁ গা, তোমার ক্ষিদে পেয়েছে ব'ল্‌ছিলে, তা এই ফল এনেছি খাওনা (অঞ্চল হইতে কতকগুলি ফল বাহির করিয়া উদাসীনের সম্মুখে রাখিয়া) এই খাও।

উদা। পরিচয় না দিলে আমি কিছুই খাব না।

যুব। পরিচয়?—মেয়ে মা'নুষের পরিচয়?—কাঙ্গালিনীর পরিচয়?—বন বাসিনীর পরিচয়?—বিধবার পরিচয়?

উদা। তুমি কি জাতি জানি না—সুতরাং এ ফল মূল আমি কেমন ক'রে খাই?

যুব। আমি যে জাত হই, ফল খেতে দোষ কি? যবন স্পর্শীয় ফল মূল দেবতারাও গ্রহণ করেন।

উদা। (স্বগত) এদিকে ত দিব্য জ্ঞান দে'খ্‌ছি! তবে পাগল বলি কি ব'লে? এ কখনই সামান্য স্ত্রীলোক নয়। সর্ব্বাঙ্গে ধূলি কাদা মাখা, মলিন জীর্ণ বস্ত্র পরিধান, তথাপি উজ্জল রূপরাশি ভস্মাচ্ছাদিত অগ্নির ন্যায় প্রকাশ পাচ্ছে। অঙ্গ প্রত্যঙ্গের কি সুচারু গঠন!

যুব। (মুখের কাছে হাত নাড়িয়া)

মলিন বদন, সজল নয়ন,
মন উচাটন, নিবিড় বনে।
মুখে কথা নাই, বুঝেছি কানাই,
বিনোদিনী রাই, প ড়ে ছে ম নে॥
হ'ল একি দায়, পড়ি প্রেম দায়,
বুঝি প্রাণ যায়, না পেলে তারে।
বল না আমায়, কোথা গেলে হায়,
রাধা প্রমদায়, মিলিতে পারে॥

উদা। (দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ পূর্ব্বক) "রাধা প্রমদায় মিলিতে পারে!" বেশ গানটী, আবার গাও দেখি!

যুব। (সুর করিয়া) রাধা প্রমদায় মিলিতে পারে! রাধা প্রমদায় মিলিতে পারে! রাধা প্রমদায় মিলিতে পারে! হ্যাঁগা সন্ন্যাসী ঠাকুর—তু মত সন্ন্যাসী ঠাকুর, তুমি প্রেমের কথা এত ভাল বাস কেন? তুমি কি প্রেম জান? তবে কি তুমি প্রেমের সন্ন্যাসী?

উদা। প্রেম—প্রেম? তা জেনে তোমার কি হবে? তুমি আবার ঐ গানটী গাও।

যুব। "যেখানে বাঘের ভয়, সেইখানে সন্ধ্যা হয়!" আবার এদিকে চেয়ে দেখ, একটী যুবতী একাকিনী বিষাদিনী, যেন যূথহারা কুরঙ্গিনী; বন মধ্যে চিন্তা দোলায় দু'ল্‌চে, একবার উঠ্‌চে—একবার ব'স্‌চে—আবার চ'ল্‌চে; বৃক্ষের পত্র পতন শব্দে চম্‌কে উ'ঠ্‌চে—কাণ পেতে শু'ন্‌চে—চতুর্দ্দিক চেয়ে দে'খ্‌চে—গুর গুর ক'রে হৃদয় কাঁপ্‌চে! অমনি

যুবতী ছুটিল, একটি পুরুষ আসিয়া যুটিল, যুবতীর হাত ধরিল, উভয়ে প্রেমানন্দে মাতিল। বু'ঝ্‌তে পেরেছ এরা কারা? পুরুষটী আমাদের কানাই, আর যুবতী তাঁর বিনোদিনী রাই।

উদা। আমি তোমায় যা বল্লেম, তাই গাওনা! ও সকল কি ব'ক্‌চ—ও আমি আর শু'ন্‌ব না।

যুব। না তা হবে না, শু'ন্‌তে হবে। কানাই বল্যেন, "রাই, চল কুঞ্জবনে যাই।" রাই বল্যেন, "চ'ল্‌বার শক্তি নাই! পিপাসায় প্রাণ যায়!" অম্নি সেই কথা শুনে, শ্যাম গেলেন জল অন্বেষণে, পথের মধ্যে দেখা আয়ানের সনে; দুজনে মা'ত্‌লেন রণে। এদিকে রাই যুদ্ধের কথা শুনে, ছুটে গিয়ে দেখেন কানাই নাই সেখানে। আয়ান আরক্ত নয়নে, বল্যেন "পাপিনি! কলঙ্কিনি! এখন কোথা তোর নীলমণি? আজ যমের বাড়ী পাঠিয়েছি সে কাল ফণি!"

উদা। "কাল ফণি!—কাল ফণি"—ঠিক্ কথা, "কাল ফণি!"

যুব। মাথার মণি! নীলকান্ত মণি—চন্দ্রকান্ত মণি—অয়স্কান্ত মণি—পদ্মরাগ মণি!!! এই এত মণি আমার গলায় দু'ল্‌চে; তুমি অমন ক'রে, আমার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে রয়েছ যে? মণি চুরি ক'র্‌বে নাকি? তা হবে না—তা হবে না। তুমি ত ভিখারী, মণি নিয়ে কি ক'র্‌বে? তুমি কি মণি কখন দেখেছ? সাপের মাথার মণি?

(নেপথ্যে কোলাহল।)

উদা। (সচকিতে) এ নির্জন বনের মধ্যে, সহসা এমন ভীষণ কোলাহল হ'ল কেন? (চতুর্দ্দিক নিরীক্ষণ)

যুব। পলাও—পলাও—পলাও—একদল বাঘ। "যেখানে বাঘের ভয়, সেইখানে সন্ধ্যা হয়!" (বেগে মন্দিরাভ্যন্তরে প্রস্থান)

উদা। (দৃষ্টি করিয়া) তাইত! এই যে দেখ্‌ছি একদল সৈন্য, এই দিকেই আ'স্‌ছে। কি আপদ! আমি তবে এখন কোথায় যাই? মন্দিরাভ্যন্তরেই যাব কি? সেই ভাল। (গমনোদ্যত)

(উদাসীনের বেশে অজিতের প্রবেশ।)

অজি। নারায়ণ সত্য!

উদা। নারায়ণ সত্য!

অজি। আপনার কি এই আশ্রমেই থাকা হয়?

উদা। (সহাস্যে) উদাসীনের আবার কোথায় নির্দ্দিষ্ট আশ্রম থাকে?

(অমরেন্দ্র ও সুরেন্দ্রকে বন্ধন করিয়া কতিপয় সৈনিকের প্রবেশ।)

অজি। (সৈন্যগণের প্রতি) যদি তোমরা পথশ্রমে নিতান্ত ক্লান্ত হ'য়ে থাক, তবে এই স্থানে কিঞ্চিৎ কালের জন্য বিশ্রাম কর।

দাউ। মহাশয়! একটি কথা জিজ্ঞাসা ক'র্‌তে বাসনা করি; যদি বিশেষ কোন বাধা না থাকে, তা হ'লে প্রকাশ ক'রে, আমার কৌতূহল নিবারণ ক'র্‌লে অত্যন্ত বাধিত হই।

অজি। সে জন্য অত কুণ্ঠিত হচ্যেন কেন? আপনার যা ব'ল্‌বার থাকে, অনায়াসে বলুন।

উদা। আপনি দে'খ্‌ছি উদাসীন, কিন্তু ঐ সৈন্যগণ আপনার আদেশ মত কার্য্য কচ্চে, এর ভাবতো কিছুই বু'ঝ্‌তে পাচ্চিনে। আর ঐ বন্দী দুজন কে? আকার প্রকার,

বেশ ভূষা দেখে বড় লোক ব'লেই বোধ হচ্চে; আপনারা কোথা হ'তে আ'স্‌চেন, আর কোথায়ই বা গমন ক'র্‌বেন, এই সমস্ত সংবাদ জা'ন্‌তে আমার অত্যন্ত ‍অভিলাষ হয়েছে।

অজি। (সহাস্যে) সে সমস্ত অনেক কথা, তবে যদি আপনি শু'ন্‌তে নিতান্ত উৎসুক হ'য়ে থাকেন, তবে চলুন ঐ বৃক্ষমূলে উপবেশন ক'রে সমস্তই ব'ল্‌ছি (উভয়ের বৃক্ষ-মূলে উপবেশন) বোধ হয় বিজয় নগরাধিপতি মহাত্মা সতা-নন্দের পুত্র মহারাজ বিজয় কৃষ্ণের নাম শুনে থা'ক্‌বেন। আমি সেই সর্ব্বগুণসম্পন্ন অমিততেজা রাজা বিজয় কৃষ্ণের সেনাপতি, আমার নাম অজিত।

উদা। আপনারি নাম অজিত? আমি শুনেছি—আপনি অতি মহাশয় ব্যক্তি।

অজি। আপনি উদাসীন, আপনি আমার নাম শু'ন্‌লেন কিরূপে?

উদা। তীর্থপর্য্যটন উপলক্ষে, আমি অনেক দেশ—অনেক রাজ্য—অনেক জনপদ ভ্রমণ করিছি। যেখানে যাই, আবাল—বৃদ্ধ-বনিতায়-আপনার বীরত্ব, সাহস ও বলবীর্য্যের কথা উল্লেখ ক'রে থাকে; এমন কি স্ত্রীলোকেরা দুরন্ত শিশুসন্তানগণকে আপনার নাম ক'রে ভয় প্রদর্শন করে। তারা বলে "দুরন্ত হ'লে অজিত ধরে নিয়ে যাবে।"

অজি। (সহাস্যে) দুষ্ট ব্যক্তিকে সকলেই ভয় করে।

উদা। (সহাস্যে) না মহাশয়, কখন কোথাও আপনার অযশ শু'ন্‌তে পাই নাই। সকলেই এক মুখে আপনাকে ধন্যবাদ দেয়। আপনি কত সময় কত নির্দ্দয় কঠোর পৈশাচ

শাসন হ'তে কত রাজ্য নিরুপদ্রব করেছেন। চৌর্য্য ও দস্যুবৃত্তি নিবারণ ক'রে, জনপদ, এমন কি অরণ্য পর্য্যন্ত নিঃশঙ্ক করেছেন। সুতরাং এমন কৃতঘ্ন কে আছে যে আপনাকে শত সহস্র ধন্যবাদ না দিয়ে, আপনার অযশ ঘোষণ ক'র্‌বে? সে যা হ'ক এই বন্দী দুজন কে?

অজি। মহীশূরের অধীশ্বর বীরেশ্বর নামে মহাপ্রতাপশালী এক নরপতি ছিলেন। ঐ যে যিনি পরাজিত সিংহের ন্যায় মস্তক অবনত ক'রে, ঘন ঘন দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ ক'র্‌ছেন,—জীবন ধারণ বিড়ম্বনা জ্ঞান ক'রে, মুহুর্মুহুঃ মৃত্যু কামনা কর্‌ছেন,—উনি সেই বীরেশ্বরের পুত্র—ওঁর নাম অমরেন্দ্র। আর ওঁর পার্শ্বে ঐ যে যিনি জালবদ্ধ শৃগালের ন্যায় পলায়নের উপায় দেখ্‌ছেন, উনি ঐ অমরেন্দ্রের পুত্র, ওঁর নাম সুরেন্দ্র।

উদা। ভাল, ওঁদের সঙ্গে আপনার বিবাদের কারণ কি?

অজি। মহীশূর আর বিজয়নগরের মধ্যবর্ত্তী সীমা, আর সীমার নিকটবর্ত্তী দুর্গ সমূহ ল'য়ে, ঐ দুই রাজ্যের রাজাগণের পুরুষানুক্রমে পরস্পর বিরোধ। বস্তুতঃ ঐ সমস্ত দুর্গ বিজয় নগরেরই অন্তর্গত। কিন্তু মহীশূররাজও কখন কখন অন্যায় পূর্ব্বক অধিকার করেন, আবার বিজয় নগরাধিপতি সে সমস্ত পুনরুদ্ধার করেন। ইদানী ঐ সকল বিজয় কৃষ্ণের অধিকার ভুক্ত থাকায়, অমরেন্দ্র দারুণ উচ্চাভিলাষের বশবর্ত্তী হ'য়ে, কোকনদাধিপতি রাজা চন্দ্রকান্তের সঙ্গে যোগ ক'রে, ঐ সমস্ত দুর্গ আক্রমণ করেন। তৎকালে দুর্গরক্ষী

সৈন্য অতি অল্প ছিল; সুতরাং আমাকেই তাহাদের সাহা-র্য্যার্থে আ'স্‌তে হয়েছিল। এদিকে আমি রাজধানী পরিত্যাগ ক'র্‌লে, পামর অমরেন্দ্র সহসা এক দিন গোপনে রাজপুরী আক্রমণ পূর্ব্বক, মহারাজ বিজয় কৃষ্ণকে রুদ্ধ ও বিজয়নগর ছিন্ন ভিন্ন ক'রে চলে যায়। এই সংবাদ পাবামাত্রেই, আমি যুদ্ধে জলাঞ্জলি দিয়ে, রাজানুসরণে প্রবৃত্ত হই; এ দিকে আমাদের সৈন্যগণ, মহারাজের এই অবস্থা শুনে, যুদ্ধে নিরুৎ-সাহ হ'য়ে পলায়ন করে; কেবল কতিপয় মাত্র সৈন্য অব-শিষ্ট থাকে। তখন দে'খ্‌লেম সেই অল্প সংখ্যক সৈন্য ল'য়ে যুদ্ধ করায় কোন ফল নাই; কেবল ইচ্ছা পূর্ব্বক মৃত্যুগ্রাসে পতিত হওয়া মাত্র। সুতরাং আমি যুদ্ধ আশা পরিত্যাগ ক'রে, কতিপয় প্রধান প্রধান সৈনিক পুরুষ, আর বৃদ্ধ রাজ-মন্ত্রীকে সমভিব্যাহারে ল'য়ে, ছদ্ম বেশে নানা স্থানে ভ্রমণ ক'র্‌তে লা'গ্‌লেম। ক্রমশঃ পলায়িত সৈন্য গণকে একত্রিত ক'রে, বিজয় নগর পুনরুদ্ধার ও পাপাত্মা অমরেন্দ্রকে যুদ্ধে পরাভূত ক'রে, মহীশূরের সিংহাসন পর্য্যন্ত অধিকার করিছি; (সখেদে) কিন্তু হায়! যুদ্ধে জয়লাভ করেও আমাদের সমস্ত পরিশ্রম ব্যর্থ হ'ল!

উদা। কেন?

অজি। (সখেদে) মহাশয় সে শোচনীয় কথা ব'ল্‌তে হৃদয় বিদীর্ণ হয়—সর্ব্ব শরীরের শোণিত উষ্ণ হ'য়ে উঠে, যাঁর জন্যে আমরা এত কষ্ট সহ্য ক'র্‌লেম (সুরেন্দ্রকে লক্ষ্য করিয়া সরোষে) ঐ নর পিশাচ কারাগার মধ্যে গোপনে সেই নিষ্পাপ হৃদয়-মহাত্মা বিজয় কৃষ্ণকে বিনাশ করে—(অশ্রুপাত) ওঃ—

উদা। (সবিস্ময়ে) গোপনে বন্দীর প্রাণবধ? ও পামর কি ক্ষত্রিয় নয়?

অজি। আচরণে চণ্ডাল অপেক্ষাও নিকৃষ্ট!

উদা। ভাল, মহারাজ বিজয় কৃষ্ণের সন্তান সন্ততি—

অজি। সন্তান সন্ততি? হায় নিদারুণ বিধি তাতে ও বাদ সেধেছেন! মহারাজের একটী দেবকুমার তুল্য শৈশব সন্তান ছিল। পামর অমরেন্দ্র যখন রাজপুরী আক্রমণ করে, মহিষী আপনার জীবন সর্ব্বস্ব সেই পুত্রটীকে শত্রু হস্ত হ'তে রক্ষা ক'র্‌বার অভিলাষে, একজন বিশ্বস্ত বৃদ্ধ পরিচারককে সঙ্গে ল'য়ে পলায়নের উদ্যোগ ক'র্‌ছিলেন, এমন সময়ে কতকগুলি বিপক্ষ সৈন্য এসে তাঁর পথ অবরোধ করায়, তিনি তখন গত্যন্তর বা উপায়ন্তর না দেখে, সজল নয়নে একটীবার মাত্র পুত্রের মুখ পানে চেয়ে, তাহাকে সেই পরিচারকের হাতে সমর্পণ ক'রে পতি পুত্র ও নিজ প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তর তাঁর কুল—মান—সতীত্ব রক্ষার জন্য তদ্দণ্ডেই আত্মঘাতিনী হলেন! (একটী বৃদ্ধ পুরুষকে লক্ষ্য করিয়া) ঐ উনিই সেই পরিচারক। উনি কৌশলে আমাদের রাজতনয়কে ল'য়ে পলায়ন করেন; এবং কোকনদ রাজ্যের সমীপস্থ তপোবনে, মাণ্ডব্য ঋষির আশ্রমে, ব্রাহ্মণ কুমার ব'লে পরিচয় দিয়ে রক্ষা করেন।

উদা। মাণ্ডব্য ঋষির আশ্রমে?

বৃদ্ধ। আজ্ঞে হ্যাঁ!

অজি। তাঁর সঙ্গে কি আপনার পরিচয় আছে?

উদা। হাঁ এক রকম আছে বটে! ভাল তখন সেই বালকের বয়স কত? আর তার পরেই বা তার কি অবস্থা হ'ল?

বৃদ্ধ। আমাদের রাজকুমারের বয়স তখন তিন বৎসর। আমি তাঁকে ঐ ঋষির আশ্রমে রেখে, পরে কোথায় রা'খ্‌লে আরও নিরাপদে থা'ক্‌তে পা'র্‌বেন সেই সন্ধানে নানা স্থানে ভ্রমণ ক'র্‌তে লা'গ্‌লেম। এক দিন সহসা বিপক্ষ হস্তে পতিত হই, তা'রা আমাকে গুপ্তচর ব'লে রুদ্ধ ক'রে ল'য়ে যায়; তদবধি আমি অমরেন্দ্রের কারাগারে বদ্ধ ছিলেম; সুতরাং আমাদের রাজকুমারের সম্বন্ধে কোন সন্ধান রা'খ্‌তে পারি নাই। এক্ষণে কারামুক্ত হ'য়ে, তাঁর অনুসন্ধানে মাণ্ডব্য ঋষির আশ্রমে গিয়ে যা শু'ন্‌লেম, তা প্রকাশ ক'র্‌তে হৃদয় বিদীর্ণ হয়ে যায়! (সরোদনে) হায়! মা রাজমহিষী সেই পুত্রটীকে আমার হাতে হাতে সঁপে দিয়ে সজল নয়নে ব'ল্যেন "শুকনাস! আমিত জন্মের মত চল্লেম, মহারাজ ও যে শত্রু হস্ত হ'তে রক্ষা পান এমন আশা নাই; অতএব তুমি এটীকে আপনার পুত্রের মত লালন পালন ক'র।" এই কথা ব'লেই আপনার বক্ষে আপনি সুতীক্ষ্ণ ছুরিকাঘাত ক'রে প্রাণত্যাগ ক'র্‌লেন! ওঃ—সেই হৃদয় বিদারক দৃশ্য যেন প্রত্যক্ষ দর্শন কচ্চি (অশ্রুমোচন)

উদা। (দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া) ওঃ—নারায়ণ! নারায়ণ! ভাল আপনি মাণ্ডব্য ঋষির আশ্রমে সেই বালকের কথা কি শুন্‌লেন?

বৃদ্ধ। শু'ন্‌লেম, মহর্ষি মাণ্ডব্য আমাদের রাজকুমারকে পুত্রবৎ প্রতিপালন ক'রে, নানা শাস্ত্র শিক্ষা দিয়েছিলেন। তিনি কোকনদ রাজ্যে মাণ্ডব্যের পুত্র বলেই পরিচিত হন। কোকনদাধিপতি চন্দ্রকান্তের দুহিতা প্রমদা (উদাসীন শিহরিয়া উঠিয়া পলক শূন্য দৃষ্টে বৃদ্ধের দিকে দৃষ্টি) তাঁর রূপ

গুণে মোহিত হয়ে, তাঁর প্রেমাকাঙ্খিনী হয়েছিলেন ব'লে, নরাধম চন্দ্রকান্ত ক্রোধান্ধ হয়ে আমাদের ভবিষ্যৎ ছায়াপ্রদ বৃক্ষের অঙ্কুর বিনষ্ট করেছেন! (রোদন)

উদা। (সহসা গাত্রোত্থান করিয়া উন্মত্তের ন্যায়) হায় কি শুনি!—কি শুনি!—কি শুন্‌লেম? হা পিতঃ—হা মাতঃ—তোমরা কোথায়? একবার দেখা দেও, তোমাদের শ্রীচরণ দর্শন ক'রে, জীবন সার্থক করি! ওঃ—ওঃ—ওঃ—পিতা নাই! মাতা নাই! অপঘাতে মৃত্যু? (সুরেন্দ্রের প্রতি সকোপে দৃষ্টি করিয়া) ঐ না আমার পিতৃ হন্তা? ওকে এখন ও জীবিত রেখেছে? দাও, অসি দাও—অসি দাও—নর পিশাচ! এখন ও তোর চির শত্রু ফণিভূষণ জীবিত আছে; তোর শোণিতে আজ পিতার তর্পণ ক'রে, হৃদয়ের অসহ্য জ্বালা নিবারণ ক'র্‌ব! অসি দাও—অসি দাও (সুরেন্দ্রের দিকে ধাবমান)

অজি। শুকনাস, একি কাণ্ড? (উদাসীনকে ধারণ) আপনি ক্ষান্ত হ'ন—ক্ষান্ত—

উদা। ছাড়—ছাড়—ছাড়—তোমরা ছেড়ে দাও! ফণিকে ধ'রে রাখে, কার সাধ্য! (সজোরে হস্ত ছাড়াইতে গিয়া, পতন ও মূর্চ্ছা)

অজি। একি হ'ল! একি হ'ল! শুক নাস, দেখ! দেখ! কি সর্ব্বনাশ হল! শুকনাস, ইনিই কি আমাদের সেই যুবরাজ? দেখ দেখি চি'ন্‌তে পার কি না?

বৃদ্ধ। (উদাসীনের দক্ষিণ হস্ত উত্তোলন করিয়া সবিষাদে) রাজকুমার—রাজকুমার—রাজকুমার!—যথার্থই আমাদের রাজকুমার! এই যে সেই অস্ত্রাঘাতের চিহ্ন! সরোদনে)

হায়!—হায়!—পেয়ে হারালেম! যুবরাজ!—যুবরাজ! বুঝি নাই—নাই—নাই—হায়—হায়—পেয়ে হারালেম!

(সহস মন্দিরাভ্যন্তর হইতে যুবতীর প্রবেশ।)

যুব। হা নাথ!—হা প্রাণেশ্বর!—হা হৃদয় বল্লভ! (উদাসীনের বক্ষে পতন ও মূর্চ্ছা)

অজি। এ আবার কি ব্যাপার? এ সব কাণ্ড কিছুই বু'ঝ্‌তে পারচিনে! এ যুবতী কে? যা হ'ক, তুমি শীঘ্র একটু জল আনয়ন কর, বোধ হয় দুজনেরই মূর্চ্ছা হয়েছে! (নাসিকায় হস্ত দিয়া) আছে, আছে, আছে! শুকনাস শীঘ্র জল আন!

(শুকনাসের প্রস্থান।)

অজি। হায় বিধাতা কি এতই নিদয় হবেন? আমাদের চির আশার ধন দিয়ে, হরণ ক'র্‌বেন? (রোদন)

(পত্র পুটে জল লইয়া শুকনাসের প্রবেশ।)

শুক। সেনাপতি মশাই, কি বোঝেন?

অজি। ভয় নাই—জীবিত আছেন; তুমি দুজনের মুখে জলের ছিটে দাও।

(উভয়ের মুখে জল সিঞ্চন ও শুকনাস কর্ত্তৃক যুবতীর শুশ্রূষা)

যুবরাজ! যুবরাজ! একবার কথা কও

উদা। (সংজ্ঞা প্রাপ্তে) সেনাপতি মহাশয়—ভয় নাই—ভয় নাই, এ পাপ প্রাণ যাবার নয়! এযে বজ্র অপেক্ষা কঠিন, তাকি আপনি জানেন না? হায়, কেন আপনারা আমাকে এ নিদারুণ কথা শোনালেন? হায় আমি যে অন্ধকারে মনের সুখে ছিলেম!—পিতা জান্তেম না—মাতা জান্তেম না! হা নিদারুণ প্রাণ! জনক জননীর এই রূপ শোচনীয় মৃত্যু সংবাদ

পেয়েও এ পাপ দেহের মায়া ছাড়তে পা'রলিনে? এ পাপ হৃদয় পাষাণে নির্ম্মিত হ'ক, বজ্র অপেক্ষা কঠিন হ'ক, তথাপি আজ বল পূর্ব্বক বিদীর্ণ ক'র্‌ব। (বক্ষে করাঘাত)

অজি। যুবরাজ! ক্ষান্ত হ'ন, ক্ষান্ত হ'ন, বিধাতার মনে যা ছিল, তাই হয়েছে; তবে আর বৃথা শোকে ফল কি?

উদা। সেনাপতি মশাই! আপনিই জন্মান্তরে আমার পিতা মাতার পুত্র ছিলেন, আপনিই পুত্রের কাজ ক'রে তাঁদের ঋণ হ'তে মুক্ত হলেন, আপনি সার্থক জন্ম গ্রহণ করে-ছিলেন!—জগতে অবিনশ্বর কীর্ত্তি স্থাপন ক'র্‌লেন। আমি অতি নরাধম, অতি কুলাঙ্গার, তাঁদের কোন উপকার ক'র্‌তে পার্‌লেম না! আমি কি ব'লে লোকের কাছে মুখ দেখাব?—কি ব'লে মহারাজ বিজয় কৃষ্ণেরপুত্র ব'লে পরিচয় দিব? মা! তুমি যে কুসন্তানের প্রাণ রা'খ্‌তে গিয়ে, আপনার প্রাণ হারি-য়েছ; তোমার সেই কুসন্তান ইতিহাসের ন্যায় তোমার মৃত্যু সংবাদ অনায়াসে শু'ন্‌লে? মা কোথায় আছ, একবার এস, একবার আমায় কোলে লও! তোমার অপার স্নেহ, শৈশবা-বধি এক দিনের তরেও জা'ন্‌তে পা'র্‌লেম না! একদিন ও তোমায় মা বলে ডাকি নাই, এক বার আমার কথার উত্তর দাও মা—মা—মা—

অজি। রাজকুমার স্থির হ'ন,—স্থির হ'ন, আপনার এই হৃদয় বিদারক বিলাপ শুনে, আমাদের প্রাণ ফেটে যাচ্চে—

উদা। সেনাপতি মশাই, বলেন কি, আমি স্থির হ'ব? যতক্ষণ না আমার পিতৃ মাতৃ ঘাতী নরাধমের শরীর খণ্ড খণ্ড ক'রে, কুকুরের ভক্ষ্য কচ্চি, ততক্ষণ আমার জ্বালা নিবারণ

হচ্চে না! (উঠিয়া) আপনি শীঘ্র আমায় একখান অসি দিন, আমি স্বহস্তে আমার পিতৃহন্তার শিরশ্ছেদন ক'রে, পিতৃ ঋণে মুক্ত হই!

অজি। রাজকুমার! আমরা শুনেছি, আপনি সকল শাস্ত্রে সুপণ্ডিত; পদানত শরণাগত বন্দীর প্রাণনাশ ক'র্‌লে, যে কি ঘোর পাতকে পতিত হ'তে হয়, তাকি আপনি জানেন না?

শুক। সেনাপতি মশাই! দেখুন, বোধ হচ্চে এ যুবতীর ও চেতনা হয়েছে!

অজি। যুবরাজ আমার অনুরোধ রক্ষা করুন, যখন ও নরাধমকে বন্দী ক'র্‌তে পেরেছি, তখন ওর পাপের উপযুক্ত শাস্তি না দিয়ে, কখনই নিরস্ত থা'ক্‌ব না। এক্ষণে আপনি এই দারুণ শোক আর ক্রোধ পরিহার করুন। আপনি মহারাজ বিজয়কৃষ্ণের এক মাত্র সন্তান, যাতে তাঁদের পরলোকে সদ্‌গতি হয়, সেই সকল সদনুষ্ঠান করুন; তা হ'লেই আপনার পুত্রের কাজ করা হবে। এখন একবার দেখুন দেখি, এ স্ত্রীলোকটী কে? আপনি সংজ্ঞা শূন্য হ'লে উনি "হা নাথ" ব'লে অচৈতন্য হ'য়ে পড়েছেন।

উদা। এযে দে'খ্‌ছি সেই পাগলিনী! (ক্ষণকাল এক দৃষ্টে মুখপানে দৃষ্টি করিয়া) সেই স্বপ্ন! সেই ছায়া!—প্রমদা! প্রমদা! একবার কথা কও, আমার ভ্রম দূর কর।

যুব। নাথ! ক্ষমা করুন, পাগলিনীর অপরাধ মার্জ্জনা করুন; দারুণ চিত্ত চাঞ্চল্য বশতঃই এতক্ষণ চিনে ও চিন্তে পারি নাই।

উদা। প্রিয়ে! এ জন্মে যে তোমায় আর দে'খ্‌তে পাব, তিল মাত্র সে আশা ছিল না; সুতরাং তোমাকে দর্শনাবধি মন ঘোর সন্দেহ দোলায় দু'ল্‌ছিল, এ সমস্ত স্বপ্ন ব'লেই বোধ হচ্ছিল! সে যা হ'ক প্রিয়ে, তোমার এ অবস্থা যে আর দে'খ্‌তে পারি নে? রাজনন্দিনী হ'য়েও তোমাকে এই হত-ভাগ্যের জন্যে যেরূপ মরণাধিক অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ ক'র্‌তে হয়েছে, তোমার বর্ত্তমান হীনাবস্থাই তার সম্পূর্ণ রূপে সপ্রমাণ ক'র্‌ছে।

যুব। প্রাণেশ্বর! এ হতভাগিনী যখন তোমাকে পুনঃপ্রাপ্ত হয়েছে, তখন তার সকল ক্লেশ, সকল যন্ত্রণা দূর হয়েছে।

অজি। ইনিই কি মহারাজ চন্দ্রকান্তের দুহিতা?

যুব। পিতঃ! আপনি কি এ হতভাগিনীকে চি'ন্‌তে পা'র্‌ছেন না? এক দিন এক নিবিড় অরণ্য মধ্যে এক দস্যুর হস্ত হ'তে আপনি এ অভাগিনীর জীবন রক্ষা করেছিলেন, মনে আছে কি?

অজি। হাঁ-হাঁ-হাঁ! সেও যে ঐ পাপিষ্ঠ সুরেন্দ্র, এক যুবতীর ধর্ম্ম নষ্ট ক'র্‌তে উদ্যত হয়েছিল। তা সেকি মা তুমি? আমি ঐ নরাধমকে বন্দী ক'রে, তোমার কত অনুসন্ধান ক'র্‌লেম, কিন্তু আর দে'খ্‌তে পেলেম না।

যুব। তখন আমার মন ভয়ে এমনই বিহ্বল হয়েছিল, যে পাছে পুনরায় ঐ রাক্ষসের হাতে পড়ি, এই আশঙ্কায় তদ্দণ্ডেই সে স্থান হ'তে পলায়ন ক'রেছিলেম; আপনার নিকট একবার কৃতজ্ঞতা প্রকাশের ও অবকাশ পাই নাই! এক্ষণে তজ্জন্য সহস্রবার ক্ষমা প্রার্থনা কচ্চি।

অজি। সে জন্যে কেন মা অত কুণ্ঠিত হ'চ্ছ! দুর্জ্জনের হস্ত হ'তে আমি যে তোমাকে নিরাপদে রক্ষা ক'র্‌তে পেরেছি, এই জন্যে ঈশ্বরকে শত সহস্র ধন্যবাদ দিই! পাপাত্মা তোমার প্রতি যে রূপ উৎপীড়ন ক'র্‌ছিল, যদি সহজে নিরস্ত ক'র্‌তে না পা'র্‌তেম, তা হলে তন্মুহুর্ত্তেই ওর শিরচ্ছেদন ক'রে পৃথিবীর ভার লাঘব ক'র্‌তেম।

যুব। পিতঃ, সে অত্যাচারের কথা আর ব'ল্‌বেন না? আপনি আর এক মূহুর্ত্ত পরে এলে, আমায় জীবিত দে'খ্‌তে পেতেন না।

অজি। আঃ—এমন পাপাত্মার পাপদেহ-ভার পৃথিবী এখন ও বহন ক'র্‌ছেন? মা! তুমি ঐ ক্ষত্রিয়-কুল-কলঙ্ক নর-পিশাচের মস্তকে পদাঘাত ক'রে, মনঃ ক্ষোভের শান্তি কর।

যুব। কি ব'ল্‌ব ওকে চির কাল দাদা ব'লে আস্‌ছি—

সুরে। কলঙ্কিনি তোর জীবনে ধিক্—কোকনদের রাজ বংশে ধিক্!

অজি। (দন্তে দন্ত চাপিয়া আরক্ত নয়নে) ক্ষান্ত হ-পামর, প্রাণের ভয় থাকে, চুপ ক'রে থাক!

যুব। প্রাণেশ্বর! ঐ পাপাত্মার কথার আভাসে যখন জা'ন্‌তে পা'র্‌লেম তুমি ধরা পড়েছ, তখন তোমার পুনঃ প্রাপ্তির আশা আমি জন্মের মত পরিত্যাগ করেছিলেম। দিবানিশি ভা'ব্‌তেম (সরোদনে) বুঝি এই পাপিনীর জন্যেই, প্রাণেশ্বরের প্রাণ বিয়োগ হ'ল।

অজি। রাজকুমারি! আর তুমি মা কাঁদ কেন? তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয়েছে মা! বিধাতা তোমার প্রতি প্রসন্ন

হয়েছেন। যেমন তুমি এক মনে ভগবান্ ভবানীপতির পূজা করেছিলে, তেমনি মনোমত পতি লাভ করেছ। তুমি পতি-ব্রতা সাধ্বী, তোমার গুণের সীমা নাই—তুলনা নাই; আজ হ'তে জগতে সকল স্ত্রীলোক মাত্রেই তোমার গুণের অনুকরণ করুক। তুমি যেমন রাজনন্দিনী, সেই রূপ রাজার বধূ হ'লে। তোমাকে আর কি আশীর্ব্বাদ ক'র্‌ব, তুমি বীর-প্রসবিনী হও! তোমার পুত্র এই সসাগরা সদ্বীপা পৃথিবীর একচ্ছত্রা রাজা হ'ন! এখন তুমি মা মন্দির মধ্যে গমন কর, আমরা শিবিকা আনয়ন ক'রে, তোমাকে লয়ে যাব।

(যুবতীর মন্দিরাভ্যন্তরে গমন।)

অজি। রাজকুমার! আজ আপনাকে পেয়ে, আকাশের চাঁদ হাতে পেয়েছি! আমার মনোভিলাষ এতদিনে পূর্ণ হয়েছে! আজ হ'তে আমি বৈষয়িক চিন্তা হ'তে মুক্ত হ'লেম। আমার কেবল এই অনুরোধটী রক্ষা ক'র্‌বেন, অমরেন্দ্রকে কখন মহীশূরের সিংহাসন-চ্যুত কর্‌বেন না। যদি বলেন, আপনার পিতার পরম শত্রুকে কি দণ্ড দেওয়া হ'ল? পরাজিত শত্রুর প্রতি মিত্রতা ব্যবহার করাই মহত্বের লক্ষণ। আর বিশেষতঃ আমি জীবিত থা'কৃতে আমার পিতৃ সিংহাসন যে অপরে অধিকার ক'র্‌বে, এ আমি কখনই দে'খ্‌তে পা'র্‌ব না।

উদা। মহীশূরের সিংহাসন আপনার পিতৃ সিংহাসন হ'ল কি রূপে? সেনাপতি মশাই, এই নিগূঢ় কথা প্রকাশ ক'রে আমার উদ্বিগ্ন দূর করুন।

অজি। সে অনেক কথা, তবে যদি তা শো'ন্‌বার নিতান্তই ইচ্ছা হ'য়ে থাকে, তবে সংক্ষেপে বলি শুনুন। আমার

অতি শৈশব কালেই পিতা মাতার কাল হয়। আমার এক জ্যেষ্ঠ বৈমাত্রেয় ছিলেন, তিনিই আমাকে সহোদরের ন্যায় অতি যত্নে লালন পালন ক'র্‌তেন, এমন কি তাঁর স্নেহ মমতায় আমি এক দিনের জন্যে ও পিতা মাতার শোক জা'ন্‌তে পারি নাই। কিছু দিন পরে দৈব বিড়ম্বনা বশতঃই হবে, না হ'লে তাদৃশ স্নেহ মমতা কেমন করে সহসা বিলুপ্ত হলো? এক দিন তিনি আমায় মৃগয়ার ছল ক'রে, সঙ্গে ল'য়ে যান; আমি তখন তাঁর দুরভিসন্ধি কিছুই বু'ঝ্‌তে পা'র্‌লেম না;—আর কেমন ক'রেই বা বু'ঝ্‌ব? প্রবঞ্চনা—প্রতারণা কারে বলে, তখন আমি জান্তেম না; বিশেষতঃ যিনি হাতে ক'রে মানুষ ক'রেছেন, তাঁর হাতে যে ততদূর অনিষ্ট হবে, তাকি স্বপ্নেও ভাবা যায়? তার পর তিনি বন, উপবন, পর্ব্বত শিখর, সমুদ্রতীর প্রভৃতি নানাস্থানে ভ্রমণ ক'রে, শেষে একটী জনশূন্য ক্ষুদ্রদ্বীপে লয়ে গিয়ে, সেই স্থানে আমাকে একাকী পরিত্যাগ ক'রে, আপনি দেশে প্রত্যাগমন করেন। এদিকে সেই ঘোর বিপদে পতিত হ'য়ে যদি ও আমি ভয়ে বিহ্বল হ'য়ে, জীবিতাশা পরিত্যাগ করেছিলেম; তথাপি সে সমস্ত অতিক্রম ক'রে, বৈরনির্য্যাতন সংকল্প হৃদয়ে এত প্রবল হ'য়ে উঠ্‌ল, যে সন্তরণ দ্বারাই মহাসাগর পার হবার চেষ্টা ক'র্‌লেম। ঘটনাক্রমে তোমার পিতা সেই সময়ে একখানি পোতারোহণে সেই স্থানে উপস্থিত হন। আমার এই অবস্থা দেখে, তাঁর মনে করুণার সঞ্চার হ'ল; আমাকে সঙ্গে ল'য়ে বিজয় নগরে প্রত্যাগমন ক'রে, প্রথমতঃ একজন সামান্য সৈনিকের পদে নিযুক্ত করেন। পরে ক্রমে ক্রমে সেনাপতি পদে

নিযুক্ত হই। অদ্যাবধি কাহার নিকট আমার প্রকৃত পরিচয় দিই নাই; পাছে লোকে চিন্তে পারে, এজন্য সর্ব্বদা ছদ্ম বেশে থা'ক্‌তেম। আমার নাম জিজ্ঞাসা ক'র্‌লে ব'ল্‌তেম "অজিত," কিন্তু আমার প্রকৃত নাম যোতীন্দ্র, আর ঐ অমরেন্দ্রই আমার বৈমাত্রেয়।

অম। যোতীন্‌?—আমার ভাই, আমার প্রাণের ভাই যোতীন্‌? (সহসা রক্ষকের হস্ত মোচন করিয়া বেগে অজিতের নিকট গমন পূর্ব্বক গ্রীবা ধারণ করিয়া সরোদনে) ভাই রে! তুই বেঁচে আ'ছিস?

সকলে। (সসব্যস্তে) হাঁ-হাঁ-হাঁ! ধর—ধর—ধর! কৃতঘ্ন পামরকে বিশ্বাস নেই—(অমরেন্দ্রকে ছাড়াইবার চেষ্টা)

অজি। তোমাদের কিছু ভয় নেই!

অম। কাট! কাট! আমাকে তোমারা খণ্ড খণ্ড করে কাট! যোতীন্‌—ভাই, তুমি স্বহস্তে তোমার জীবন হন্তার প্রাণদণ্ড কর; আমি তা হ'লে সুখে ম'র্‌তে পা'র্‌ব, তোমারও ভ্রাতৃবধে পাপ হবে না! যে ভাই মহাপাতকী, নারকী, প্রবঞ্চক, প্রতারক, দয়া মায়া শূন্য, সে ভাই আবার ভাই?—তার বধে আবার পাপ? ভাই, আর বিলম্ব কর না? আর সহ্য হয় না!—অনুতাপানলে হৃদয় দগ্ধ হচ্ছে, আমার ন্যায় তোমার ত ভাই পাষাণ হৃদয় নয়,—তবে কেন পাপীর কান্না শুনে তোমার দয়া হচ্ছে না? ভাই আমি তোমার নিকট যে অপরাধ করেছি, তা মার্জ্জনীয় নয়!--যে পাপ করেছি তার প্রায়শ্চিত্ত নাই! যদি আমার পাপ দেহ স্পর্শ ক'র্‌তে ঘৃণা কর, তবে জীবিতাবস্থায় আমাকে অনলে দগ্ধ কর! কিন্তু আমি সহস্র

অপরাধে অপরাধী হ'লেও তবু তোর জ্যেষ্ঠ ভাই, পায়ে ধ'রলে তোর অকল্যাণ হবে;—আমার প্রতি দয়া ক'রে শীঘ্র আমাকে এ নরক যন্ত্রণা হ'তে মুক্ত কর। আমি লোকালয়ে আর এ মুখ দেখাব না!—এখন আমি সুখে ম'র্ব—জেনে ম'র্ব, যে ইতর জনের হাতে প্রাণ হারালেম না!

অজি। (অমরেন্দ্রের চক্ষের জল মুছাইয়া) দাদা! ক্ষান্ত হ'ন! আপনি আমার প্রতি যে সমস্ত অত্যাচার করেছিলেন, আমি সে সমস্ত আর হৃদয়ে স্থান দিব না।—আপনিও ভুলে যান। সে সমস্তই বিধাতার নির্ব্বন্ধ, তা না হ'লে আপনার তত স্নেহ—তত দয়া—সহসা বিলুপ্ত হ'য়ে, একেবারে বিপরীত আকার ধারণ ক'র্বে কেন?

নেপথ্যে। ঐ সেই দস্যু! ঐ সেই দস্যু! শীঘ্র ধর—শীঘ্র ধর! শীঘ্র আমার পরম সুহৃদ কে মুক্ত কর!

সুরে। (সোৎসাহে) পিতঃ, আর ভয় নেই! মহারাজ চন্দ্রকান্ত সসৈন্যে আমাদের সাহায্য কর্‌তে এসেছেন। এখন পৃথিবীর সকল রাজা এক পক্ষ হ'লেও আর কা'কে ভ্রূক্ষেপ ক'র না। আপনি ও মায়াবীর মায়ায় ভু'ল্‌বেন না, ও কখনই আপনার বৈমাত্রেয় নয়; সে কি আজ ও জীবিত আছে? ও দুরাশয় রাজ্যলোভে ঐ রূপ পরিচয় দিচ্ছে। আর যে দিন চন্দ্রকান্তের কন্যা গৃহপরিত্যাগ করে পলায়ন ক'রেছিল, আমি সেই কুলকলঙ্কিনীকে ধরেছিলেম ব'লে, ও নরাধম যারপর নাই আমার অপমান করেছে, আমি প্রাণান্তেও ওকে ক্ষমা ক'র্‌ব না!

অজ। (অমরেন্দ্রের প্রতি) এই কি তোমার অনুতাপ? এই কি তোমার ভ্রাতৃস্নেহ?—এই কি তোমার আলিঙ্গনের

সময়? মনে করেছ কৌশলে ধ'রে আমাকে রুদ্ধ ক'র্‌বে? (সজোরে অমরেন্দ্রের হস্ত মুক্ত করিয়া) যেমন কণামাত্র অগ্নিতেও তৃণরাশী দগ্ধ করে, সেইরূপ যোতীন্দ্র একাকীই আজ সমস্ত সৈন্য বিনাশ ক'রে, তোমাদের সকলের সমুচিত শাস্তি দেবে।

ফণি। সেনাপতি মহাশয়! এরা আপনার আত্মীয় শুনে মনে করেছিলেম, আমার পিতৃহন্তাদের ক্ষমা ক'র্‌ব। কিন্তু এ অকৃতজ্ঞ নর-পিশাচগণ ক্ষমার পাত্র নয়; আজ আমি স্বহস্তে এদের পাপের প্রতিফল দিই! (একজন সৈনিকের হস্ত হইতে সহসা অসি কাড়িয়া সুরেন্দ্রের দিকে ধাবমান)

সুরে। (উচ্চৈস্বঃরে) মহারাজ রক্ষা করুন!—মহারাজ রক্ষা করুন!

(সসৈন্যে রাজা চন্দ্রকান্তের প্রবেশ।)

চন্দ্র। ভয় নাই—ভয় নাই!—ওরে ভণ্ড জটাধারী আজ তোর জয়াশা জন্মের মত ঘুচাব! (অজিতকে লক্ষ্য করিয়া অসি উত্তোলন)

অজি। চন্দ্রকান্ত! গোপনে অমরেন্দ্রকে সাহায্য ক'রে বীরত্ব প্রকাশ ক'র্‌তে, আজ সম্মুখ সমরে অজিতের ভুজবল প্রত্যক্ষ কর;—আজ জগতের লোক দেখুক, ধর্ম্মের জয়—সত্যের জয় আছে কি না!

অম। (উভয়ের মধ্যস্থলে গিয়া) সখে, ক্ষান্ত হও—ক্ষান্ত হও!—আর যুদ্ধে প্রয়োজন নাই; অজিত দস্যু নয়, আমার প্রাণের ভাই যোতীন্দ্র—আমি স্বইচ্ছায় ওর হস্তে আত্মসমর্পণ করেছি।

চন্দ্র। (সবিস্ময়ে) যোতীন্দ্র? এ যে অভাবনীয় ঘটনা? কি আশ্চর্য্য! যোতীন্ এতদিন বিজয় নগরে বিজয় কৃষ্ণের সেনাপতি হ'য়েছিল, আমরা তা কিছুই জা'ন্‌তে পারি নাই?

যখন সেই দ্বীপ মধ্যে পুনরায় অন্বেষণ ক’রেও আর দে’খ্‌তে পেলেম না, তখন সেই দিনই যোতীনের আশা পরিত্যাগ ক’রেছিলেম। যা হ’ক্, আজ জগদীশ্বর অনুকূল হ’য়ে সেই হারাণ ধন মিলিয়ে দিলেন (অজিতের প্রতি) ভাই, যোতীন্, অমরেন্দ্র যে অতি গর্হিত কাজ ক’রেছিলেন তার আর সন্দেহ কি ? কিন্তু এটী অমরেন্দ্রের নিজ বুদ্ধিতে ঘটে নাই—ওঁর রাক্ষসী স্ত্রী ওঁকে সত্যে বদ্ধ ক’রে—

অম। আর তার নামে কাজ নাই;—যখন আমি নিজে প্রাণের ভাইকে নির্ব্বাসিত ক’রে এসেছিলেম, তখন নিজেই দোষী, সে জন্য অন্যের প্রতি দোষারোপ করা অনুচিত। আমি যোতীন্‌কে আর এ কাল ভুজঙ্গকে বিশ্বাস ক’র্‌তে বলি না। আমি আর গৃহে যেতেও চাইনা; এখন যোতীন্ মহীশূরের সিংহাসনে না ব’স্‌লে কিছুতেই আমার মনের দারুণ কষ্টের লাঘব হবে না।

যোতী। আপনি আর কুণ্ঠিত বা লজ্জিত হবেন না। আমি শপথ ক’রে ব’ল্‌ছি, আমি আর এখন কিছুমাত্র দুঃখিত নই। বিধাতার নির্ব্বন্ধ কে খণ্ডন ক’র্‌তে পারে ? আমার অদৃষ্টে যা ছিল, হয়েছে, আপনার অপরাধ কি ? সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত রামচন্দ্রের নির্ব্বাসনের জন্য কেকয়-রাজ-দুহিতা জন সমাজে নিন্দনীয়া হ’য়েছিলেন, কিন্তু বিবেচনা ক’রে দে’খলে তাঁর অপরাধ কি ? যাই হ’ক্, আমি অকপট চিত্তে ব’ল্‌ছি আমার আর সংসারে বাসনা নাই;—অরণ্য বাস আশ্রয় ক’র্‌তে ভাল বাসি,—অরণ্য বাসই আশ্রয় ক’র্‌ব। আপনি স্বচ্ছন্দে রাজ সিংহাসনে বসে মনের সুখে রাজত্ব

করুন। আমি সর্ব্বলোক সমক্ষে সরল অন্তঃকরণে ব'ল্‌ছি আমার তাতে কোন ক্ষোভ নাই।

অম। যোতীন্! যদি পুনঃ পুনঃ তুমি ও কথা বল, তবে এখনি তোমার সম্মুখে আত্মঘাতী হব।

যোতী। ভাল, এ সম্বন্ধে যে কথা থাকে, পরে হবে। এক্ষণে মহারাজ চন্দ্রকান্তের সহিত আমার একটী বিশেষ কথা আছে। (চন্দ্রকান্তের প্রতি) মহারাজ! আপনার কন্যা ও জামাতার বিষয় কিছু অবগত আছেন?

চন্দ্র। জামাত? হা দগ্ধ বিধি! আমাকে জগতে হাস্যাস্পদ কর্‌বার জন্যেই কি এক মায়াবিনী নিশাচরীকে কন্যা রূপে পাঠিয়েছিলে? ভাই যোতীন্, ক্ষমা দাও, আর পরিহাস ক'র না!—আর সহ্য হয় না! আমার কন্যা হয় নাই!—আমি নিঃসন্তান!

যোতী। মহারাজ! শোক এবং ক্রোধ সংবরণ করুন! আপনি যে কন্যাকে কুলকলঙ্কিনী জ্ঞানে পরিহার করেছিলেন, তিনি কলঙ্কিনী নন—সর্ব্বগুণে গুণবতী, সাবিত্রীর তুল্য সাধ্বী! আর তিনি যাঁকে পতিত্বে বরণ করেছিলেন—যাঁর সমভিব্যাহারে বন বাস আশ্রয় করেছিলেন—সামান্য ভিক্ষুক ব্রাহ্মণ কুমার জ্ঞানে আপনি যাঁর প্রাণদণ্ডের অনুমতি দিয়েছিলেন, তিনি ব্রাহ্মণ তনয় নন্; ফণিভূষণ মহারাজ বিজয় কৃষ্ণের একমাত্র অপত্য—বিজয়নগর রাজসিংহাসনের উত্তরাধিকারী! এক্ষণে যদি মহারাজ বিজয় কৃষ্ণের পুত্রের হস্তে আপনার কন্যাকে সরল অন্তঃকরণে অর্পণ করেন, তা হ'লে আমাদের সকলেরই মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয়।

চন্দ্র। (সবিস্ময়ে) সেকি? ফণি কি তবে মহর্ষি মাণ্ডব্যের

পুত্র নয় ? উনি যদি মহারাজ বিজয় কৃষ্ণের সন্তান, তবে কি জন্য মহর্ষির আশ্রমে প্রতিপালিত হলেন ?

যোতী। বিপক্ষ হস্ত হ'তে রক্ষার জন্যেই এইরূপ প্রচ্ছন্ন ভাবে রাখা হয়েছিল।

চন্দ্র। হায়-হায় ! তবে ত না জেনে শুনে অতি দুষ্কার্য্য করেছি ? ফণিভূষণকে সামান্য ব্রাহ্মণ কুমার জ্ঞানে কারারুদ্ধ করেছি। আহা না জানি বৎস সেই দারুণ কারাগারের মধ্যে কি অসহ্য কষ্টই ভোগ ক'র্‌ছে !

যোতী। সেকি মহারাজ ? ফণি কারাগারে কে বল্লে ? (ফণিকে লক্ষ্য করিয়া) দেখুন দেখি, একে চিন্তে পারেন কিনা ?

ফণি। (চন্দ্রকান্তের চরণে পতিত হইয়া) মহারাজ এ নরাধম আপনার চরণে সহস্র অপরাধের অপরাধী, আমা-হতেই আপনার উন্নত মস্তক অবনত হয়েছে।

চন্দ্র। বৎস ! উঠ-উঠ (ফণিকে উঠাইয়া আলিঙ্গন পূর্ব্বক) তোমার প্রতি আমি যার পর নাই অত্যাচার করেছি—হিতা-হিত বিবেচনা শূন্য হ'য়ে, নিতান্ত চণ্ডালের ন্যায় ব্যবহার করেছি—যারপর নাই তোমার অপমান করে, মরণাধিক কষ্ট দিয়েছি ! বাপ্‌ ! আমার সে সমস্ত অপরাধ মার্জ্জনা কর, —এক্ষণে শীঘ্র বল, আমার প্রাণপুত্তলি প্রমদা কোথায় ?

যোতী। মহারাজ ! তিনি ঐ মন্দিরাভ্যন্তরে আছেন। (মন্দিরের দিকে মুখ ফিরাইয়া) রাজনন্দিনি ! মা তুমি এসে তোমার পিতৃ চরণে প্রণাম কর ?

(প্রমদার প্রবেশ।)

প্রম। (সরোদনে) পিতঃ ! তোমার কাঙ্গালিনী কলঙ্কিনী প্রমদাকে ক্ষমা——(চন্দ্রকান্তের চরণে পতন)

চন্দ্র। (প্রমদাকে উঠাইয়া সরোদনে) মা, একি মা ?

তুমি কি আমার সেই প্রমদা? বৎসে, কেন তুমি এ নিষ্ঠুর পিতার ঔরসে জন্মেছিলে? হায়! তোমার অবস্থা দেখে আমার আত্মঘাতী হতে ইচ্ছে হচ্ছে, আর যে দে'খ্‌তে পারিনে! ভগবন্‌!

প্রম। পিতঃ! আমার মা কেমন আছেন? আমার প্রিয়সখী মনোরমা কেমন আছেন? আমার অন্য অন্য কে কেমন আছে?

চন্দ্র। বাছা, তুমি আমাদের পরিত্যাগ ক'রে চ'লে আসার অব্যবহিত পরেই, আমি মহারাজ অমরেন্দ্রের সাহায্যার্থে যুদ্ধ যাত্রা করি; সেই অবধি রাজ্যের আর কোন সংবাদ ব'ল্‌তে পারিনা। কিন্তু প্রস্থান কালে তোমার শোকে মহিষীর যে অবস্থা দেখে এসেছি, তাতে তিনি অদ্যাবধি জীবিতা আছেন কি না সন্দেহ। তোমার সখীরা সকলে দিবা নিশি হাহাকার ক'র্‌ছে।

যোতী। (চন্দ্রকান্তের প্রতি) মহারাজ! তবে এ বন মধ্যে আর বিলম্বের প্রয়োজন কি? যদি বিধাতা প্রসন্ন হ'য়ে এ শুভ সংঘটন ঘটিয়ে দিলেন, তবে যাতে শুভ কার্য্য সকল যত সত্বর সমাধা হয় তাই করা যা'ক্‌। এক্ষণে আপনাদের সকলের নিকট আমার এই নিবেদন, চলুন সকলে সমবেত হ'য়ে বিজয়নগরে গিয়ে আমাদের যুবরাজ ফণিভূষণকে তাঁর পিতৃ সিংহাসনে অগ্রে অভিষিক্ত করি; পরে সেই স্থানেই আপনার কন্যার সহিত তাঁর শুভবিবাহ সম্পন্ন হবে।

অম। না যোতীন্‌! বিবাহ সে স্থানে কখনই হ'তে পারে না; আবহমান প্রথা কন্যার পিত্রালয়েই বিবাহ কার্য্য হ'য়ে থাকে। সম্প্রতি আমরা সকলেই অত্যন্ত ক্লান্ত হ'য়ে পড়িছি, এ স্থান হতে মহীশূর অতি নিকট, অগ্রে চল, সেই

স্থানে গিয়ে সকলে বিশ্রাম করি। আর এই অবকাশে আমিও তোমাকে মহীশূরের সিংহাসনে অভিষিক্ত করে—আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিব!

যোতী। দাদা! আপনি এখনও সেই বিষয় আন্দোলন ক'র্‌ছেন্? আপনার যদি রাজ্যপালনে একান্তই আর স্পৃহা না থাকে, তবে আমি অকপট চিত্তে ব'ল্‌ছি, সুরেন্দ্রের হস্তে মহীশূরের রাজ্য ভার অর্পণ করুন।

চন্দ্র। যোতীন্দ্র! ভাই তুমি ধন্য! আমরা নিতান্ত নরাধম, তাই তোমার প্রতিও অত্যাচার ক'র্‌তে প্রবৃত্ত হয়েছিলেম। এক্ষণে আমার নিতান্ত ইচ্ছা ছিল, যখন এই স্থানে আমাদের শুভ মিলন হ'ল, তখন এই বন মধ্যেই, এই দেবাদি দেব মহাদেবের সন্মুখেই বৎস ফণিভূষণের হস্তে আমার প্রমদাকে অর্পণ করি।

অম। এঁদের উভয়েরই হীন অবস্থা, হীন পরিচ্ছদ, সুতরাং এ বেশে কেমন ক'রে তা হ'তে পারে?

শুক। পরিচ্ছদ?—তার জন্যে চিন্তা কি? আমাদের সৈন্য গণের সমভিব্যাহারে দিব্য রাজ পরিচ্ছদ, রাজ ভূষা সমস্তই আছে; বলেন ত এই মূহুর্ত্তে সে সমস্ত এনে আমি স্বহস্তে যুবরাজকে সাজিয়ে দিই।

অম। তবেত উত্তমই হয়েছে—

যোতী। শুকনাস! তবে আর বিলম্ব কর না। (ফণির প্রতি) রাজ কুমার! আপনি ওঁর সঙ্গে গিয়ে, বেশ পরিবর্ত্তন করুন। আর দেখ শুকনাস, তুমি রাজনন্দিনীর বেশ ভূষা ঐ মন্দির মধ্যে দিয়ে এস; এখানে পরিচারিকা ত কেউ নাই, সুতরাং ওঁর আপনার বেশ ভূষা আপনাকেই পরিধান ক'র্‌তে হবে!

(শুকনাস ও ফণির প্রস্থান এবং প্রমদার মন্দিরাভ্যন্তরে গমন।)

যোতী। উভয় দলের সৈন্যগণ আনন্দ এবং জয়ধ্বনি কর।

নেপথ্যে। জয় ধর্ম্মের জয়! জয় সত্যের জয়! জয় পতিব্রতা সতীর জয়!

নেপথ্যে গীত।

ভায়রোঁ—কাওয়ালী।

আহা ঘুচিলরে সতীর বিষাদ।
আজি নিরাশ নিরদে ছাড়ি, উঠিলরে প্রেম চাঁদ॥
পাগলিনী রাজনন্দিনী যে মণি বিহনে,
মিলাইল বিধি পুনঃ বিপিনে সে ধনে;
গাঁথি মালা বনফুলে, দিয়ে দম্পতীর গলে,
জয় সতীর জয় ব'লে কর জয় নাদ॥
ভৈরবী ভবাণী বাণী, ইন্দ্রাণী কমলা,
বন-দেব বন-দেবী সুর সুরবালা;
সবে করুণা প্রকাশি, আসি অন্তরীক্ষে বসি,
নব দম্পতীরে আজি কর আশীর্ব্বাদ॥

সুরে। কি আশ্চর্য্য! এক জন যাদুকরের মায়াতে সকলকেই মুগ্ধ ক'র্‌লে? (চন্দ্রকান্তের প্রতি) মহারাজ! আপনি ধর্ম্মপরায়ণ—সদ্বিবেচক—কুলমর্য্যাদাভিমানী হ'য়ে, যে দুশ্চারিণী কন্যা হতে আপনার অকলঙ্ক কুলে কলঙ্ক হ'ল, কি ব'লে পুনরায় তাকে গ্রহণ ক'র্‌বেন?

যোতী। কুলাঙ্গার! এখনও তোর দুরভিসন্ধি পরিত্যাগ করিসনি? যে সতীকে চরণে দলিত করেছিলি, বাক্যবাণে দগ্ধ ক'রেছিলি, সেই সতীর চরণতলে লুণ্ঠিত হ—পদ ধূলি মস্তকে গ্রহণ কর্, তোর অপবিত্র দেহ পবিত্র হ'ক্।

(শুকনাসের সহিত সুসজ্জিত ফণিভূষণের প্রবেশ।)

চন্দ্র। এস বৎস! (ফণির হস্ত ধারণ)

যোতী। শুকনাস! বোধ হয় রাজনন্দিনী লজ্জা ক্রমে আ'স্‌তে পা'র্‌ছেন না—তুমি তাঁকে ল'য়ে এস।

(শুকনাসের মন্দিরাভ্যন্তরে গমন, এবং প্রমদাকে লইয়া পুনঃ প্রবেশ।)

চন্দ্র। এস, মা এস! (হস্ত ধারণ) বাবা ফণিভূষণ! মা

প্রমদা! তোমরা উভয়ে প্রসন্নচিত্তে আমার অপরাধ মার্জ্জনা কর! আজ আমি—

সুরে। মহারাজ! এই কি ক্ষত্রিয় প্রতিজ্ঞা?

চন্দ্র। বৎস, ক্ষান্ত হও! প্রমদা যখন স্বইচ্ছায় ফণিভূষণের হস্তে আত্ম সমর্পণ করেছে, আর অপার যন্ত্রণা ভোগ ক'রেও তাঁরই অনুসরণ করেছে, তখন আমার প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘনের পাপ স্বীকার ক'রেও প্রমদাকে ফণির হস্তে সম্প্রদান ক'রছি। বাবা ফণিভূষণ—এই দেবাদিদেব মহাদেবের সম্মুখে এবং বন্ধুগণের সাক্ষাতে—আমার প্রাণ প্রতিম প্রমদাকে তোমার হস্তে অর্পণ ক'রলেম; আশীর্ব্বাদ করি, তোমরা উভয়ে মনের সুখে কাল যাপন কর! আমি নিঃসন্তান, আমার অবর্ত্তমানে কোকনদের সিংহাসনে ব'সে রাজত্ব কর।

ফণি। আপনার আজ্ঞা শিরোধার্য্য! (চন্দ্রকান্তকে ফণি এবং প্রমদার প্রণাম)

চন্দ্র। প্রমদা! মহারাজ অমরেন্দ্র এবং ভাই যোতীন্দ্র তোমার খুড়া হন, এঁদের প্রণাম কর।

উভয়ে। (ফণির প্রণামের পর) এস, বৎস, চিরজীবি হও! (ফণিরে তুলিয়া আলিঙ্গন, প্রমদার প্রণাম) এস মা এস—

যোতী। তোমরা সকলে জয় ধ্বনি কর।

নেপথ্যে। জয় ধর্ম্মের জয়!—জয় সত্যের জয়! জয় পতিব্রতা সতীর জয়!

(যবনিকা পতন।)

(ইতি পঞ্চম অঙ্ক)

(পাগলিনী নাটক সমাপ্ত।)

PRINTED AT THE BHOWANIPORE PRESS.